CMYK

CMYK

ত্রিপুরার প্রথম দৈনিক

জাগরণ

THE FIRST DAILY OF TRIPURA

গৌরবের ৭২ তম বছর

Founder : J.C.Paul ■ Former Editor : Paritosh Biswas

JAGARAN ■ 72 Years ■ Issue-246 ■ 7 June, 2026 ■ আগরতলা ৭ জুন, ২০২৬ ইং ■ ২৩ জৈষ্ঠ্য, ১৪৩৩ বঙ্গাব্দ, রবিবার ■ RNI Regn. No. RN 731/57 ■ মূল্য ৩.৫০ টাকা ■ আট পাতা

জ্বালানীর ক্ষেত্রেও দেশের আত্মনির্ভরতা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ঃ প্রধানমন্ত্রী

নয়াদিল্লি, ৬ জুন (আইএএনএস)।। সুরতের মানুষের সঙ্গে সময় কাটানো ছিল অত্যন্ত আনন্দের অভিজ্ঞতা। এই প্রাণবন্ত শহর থেকে আত্মনির্ভর ও শক্তিশালী ভারত গড়ার অঙ্গীকার আরও একবার সম্মিলিতভাবে পুনর্ব্যক্ত করা হয়েছে বলে মন্তব্য করলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি।

শনিবার সামাজিক মাধ্যম এক্স-এ একটি পোস্টে প্রধানমন্ত্রী লেখেন, "গতকাল সুরতের মানুষের মধ্যে থাকতে পেরে খুব ভালো লেগেছে। এই প্রাণবন্ত শহর থেকে আমরা সবাই মিলে শক্তিশালী ও আত্মনির্ভর ভারত গড়ার প্রতিশ্রুতি পুনর্ব্যক্ত করেছি।"

পোস্টের সঙ্গে তিনি একটি দু'মিনিটের ভিডিওও শেয়ার করেন, যেখানে উপস্থিত জনতার মুখে 'মোদি, মোদি' স্লোগান শোনা যায়।

ভিডিও বার্তায় প্রধানমন্ত্রী বলেন, "আমার বিশ্বাস, সুরত শুধু একটি শহর নয়, এটি একটি চেতনা। আমাদের সংকল্প 'বিকশিত সুরত'-এর পাশাপাশি 'বিকশিত ভারত' গড়ে তোলা।"

বর্তমান বৈশ্বিক সংকটের প্রেক্ষাপটে জ্বালানি ক্ষেত্রে আত্মনির্ভরতার গুরুত্ব তুলে ধরে তিনি বলেন, শিল্পাঞ্চল হাজিরা পরিদর্শন করলে 'আত্মনির্ভর ভারত'-এর প্রকৃত অর্থ আরও স্পষ্ট হয়ে ওঠে।

প্রধানমন্ত্রী বলেন, "বর্তমানে বিশ্বজুড়ে যে পরিস্থিতি চলছে, তা দেখিয়ে দিচ্ছে যে জ্বালানির ক্ষেত্রে আত্মনির্ভরতা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। হাজিরায় গেলে আত্মনির্ভর ভারতের অর্থ স্পষ্টভাবে বোঝা যায়। এটি শুধু একটি শিল্পাঞ্চল নয়, বরং এমন একটি সমন্বিত পরিকাঠামো যেখানে জ্বালানি, ইস্পাত, প্রতিরক্ষা উৎপাদন এবং আন্তর্জাতিক বাণিজ্য একসূত্রে গাঁথা। হাজিরাকে দেশের বৃহত্তম সামুদ্রিক কেন্দ্র হিসেবে গড়ে তোলা হচ্ছে। এটি আত্মনির্ভর ভারতের অন্যতম কেন্দ্র হয়ে উঠছে।"

দেশে কিছু নেতিবাচক মানসিকতার মানুষ আত্মনির্ভর ভারত অভিযানের সমালোচনা করেন বলেও মন্তব্য করেন প্রধানমন্ত্রী। তবে তাঁর দাবি, ভারত আশাবাদ ও আত্মবিশ্বাসের দেশ। ☛৫ এর পাতায় দেখুন

কেন্দ্রীয় শিক্ষামন্ত্রীর পদত্যাগের দাবিতে দিল্লিতে ককরোচ পার্টির বিক্ষোভে উত্তাল

দেশজুড়ে বৃহত্তর আন্দোলনের হুঁশিয়ারি

নয়াদিল্লি, ৬ জুন (আইএএনএস)।। কেন্দ্রীয় শিক্ষামন্ত্রী ধর্মেন্দ্র প্রধান-এর পদত্যাগের দাবিতে শনিবার দিল্লির জন্তর মন্তরে বিক্ষোভ সমাবেশে সরব হলেন ককরোচ জনতা পার্টি (সিজেপি)-র প্রতিষ্ঠাতা অভিজিৎ দীপকে। তিনি বিকেল ৫টার মধ্যে শিক্ষামন্ত্রীর পদত্যাগের আল্টিমেটাম দিয়ে বলেন, তা না হলে আগামী এক সপ্তাহ দেশজুড়ে আন্দোলন চলবে এবং পরের শনিবার আবারও জন্তর মন্তরে বৃহত্তর সমাবেশ করা হবে।

সকাল থেকেই জন্তর মন্তরে ধীরে ধীরে জমতে শুরু করে বিক্ষোভকারীদের ভিড়। সিজেপি-র মুখপাত্র সৌরভ দাস উপস্থিত থাকলেও দীর্ঘক্ষণ পৌঁছাতে পারেননি অভিজিৎ দীপক। এক পর্যায়ে সৌরভ দাস পুলিশের সঙ্গে যোগাযোগ করে অভিযোগ করেন যে দীপকের গাড়ি আটকে দেওয়া হয়েছে। যদিও পুলিশ সেই অভিযোগ অস্বীকার করে।

প্রায় সাড়ে ১১টা নাগাদ দীপক জন্তর মন্তরে পৌঁছালে উপস্থিত কয়েকশো সমর্থক উচ্ছ্বাসে তাঁকে স্বাগত জানান। পরে তিনি জনতা দল কার্যালয়ের সামনে উঁচু ফুটপাথে দাঁড়িয়ে বক্তব্য রাখেন। বক্তব্যের শুরুতেই তিনি শিক্ষামন্ত্রী ধর্মেন্দ্র প্রধানের পদত্যাগ দাবি করে বলেন, নির্ধারিত সময়ের মধ্যে পদত্যাগ না হলে আন্দোলন দেশের বিভিন্ন শহরে ছড়িয়ে দেওয়া হবে।

এরপর তিনি গত এক দশকের ☛৫ এর পাতায় দেখুন

ভাতার দাবি জানাতে গিয়ে কর্পোরেটের বাড়ি থেকে বৃদ্ধাকে তাড়িয়ে দেওয়ার অভিযোগ

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৬ জুন ।। আগরতলা পুর নিগমের ১ নম্বর ওয়ার্ডের লক্ষ্মীমুড়া এলাকায় এক অসহায় বৃদ্ধাকে ঘিরে মানবিকতার প্রশ্ন উঠেছে। এলাকার বাসিন্দা স্বামীহারা প্রায় ৭০ বছর বয়সী আশু সরকার স্থানীয় কাউন্সিলরের বিরুদ্ধে গুরুতর অভিযোগ তুলেছেন।

বৃদ্ধার দাবি, দীর্ঘদিন ধরে তিনি চরম আর্থিক সংকটের মধ্যে জীবনযাপন করছেন।

গত ১০ বছর পূর্বে তাঁর স্বামী মারা গিয়েছিল। তারপর থেকে দৈনন্দিন খাবার জোগাড় করা থেকে শুরু করে প্রয়োজনীয় ওষুধপত্র সংগ্রহ করতেও তাকে নানান সমস্যার সম্মুখীন হতে হচ্ছে। তাঁর একমাত্র ছেলেও অসুস্থ থাকায় সংসারের অবস্থা আরও শোচনীয় হয়ে উঠেছে।

এই পরিস্থিতিতে সরকারি ভাতা পাওয়ার আশায় তিনি একাধিকবার এলাকার কাউন্সিলর মিত্রা মজুমদারের দ্বারস্থ হন।

কিন্তু ভাতার বিষয় নিয়ে কথা বলতে গিয়ে তিনি বারবার অপমানিত হয়েছেন বলে অভিযোগ করেন আশু সরকার।

সংবাদমাধ্যমের কাছে নিজের ক্ষোভ উগরে দিয়ে বৃদ্ধা বলেন, ভাতার দাবি জানাতে গেলে কাউন্সিলরের বাড়ি থেকে তাকে তাড়িয়ে দেওয়া হয়। শুধু তাই নয়, তাঁর সঙ্গে দুর্ব্যবহারও করা হয়েছে বলে অভিযোগ করেন তিনি।

ঘটনাটি সামনে আসতেই এলাকায় চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয়েছে। স্থানীয় বাসিন্দাদের একাংশের দাবি, বিষয়টির নিরপেক্ষ তদন্ত হওয়া প্রয়োজন এবং প্রকৃত ঘটনা সামনে আনা উচিত।

একই সঙ্গে অসহায় বৃদ্ধার জন্য দ্রুত সরকারি সহায়তা নিশ্চিত করার দাবিও উঠেছে। তবে এই অভিযোগের বিষয়ে কাউন্সিলর মিত্রা মজুমদারের প্রতিক্রিয়া পাওয়া যায়নি।

কেন্দ্রীয় শিক্ষামন্ত্রীর পদত্যাগের দাবিতে শহরে এসএফআই'র বিক্ষোভ মিছিল

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৬ জুন ।। শিক্ষা ব্যবস্থার বিভিন্ন সমস্যার সমাধানে সরকার ব্যর্থ হয়েছে। এমনটাই অভিযোগ তুলে শহরে বিক্ষোভ মিছিল সংগঠিত করে ভারতের ছাত্র ফেডারেশন (এসএফআই)। মিছিলে অংশ নেন সংগঠনের বিপুল সংখ্যক ছাত্র-যুব কর্মী ও সমর্থক। নিট পরীক্ষাকে ঘিরে অনিয়ম ও দুর্নীতির অভিযোগ, শিক্ষামন্ত্রীর পদত্যাগের দাবি, রাজ্যের স্কুলগুলিতে পর্যাপ্ত সংখ্যক শিক্ষক নিয়োগ, শিক্ষার বেসরকারিকরণ বন্ধ এবং কলেজ ক্যাম্পাসগুলিতে নিরাপত্তা নিশ্চিত করে অরাজক পরিস্থিতির অবসানের দাবিতে এই কর্মসূচির আয়োজন করা হয়। শনিবার আগরতলার মেলারমাঠ এলাকা থেকে মিছিলটি শুরু হয়ে শহরের বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ পথ পরিক্রমা করে। পরে শিক্ষা ভবনের সামনে গিয়ে মিছিল শেষ হয় এবং সেখানে সংক্ষিপ্ত সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়। ☛৫ এর পাতায় দেখুন

যন্তর মন্তরে সিজেপির আন্দোলনে ত্রিপুরার কনটেন্ট ক্রিয়েটার মাধবী

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৬ জুন ।। নিট, সিইউইটি, সিবিএসই সংযুক্ত বিভিন্ন পরীক্ষা এবং এসএসসি নিয়োগ প্রক্রিয়ায় অনিয়মের বিরুদ্ধে দিল্লির যন্তর মন্তরে অনুষ্ঠিত বিক্ষোভ কর্মসূচিতে অংশ নিলেন ত্রিপুরার কনটেন্ট ক্রিয়েটর মাধবী বিশ্বাস। ককরোচ জনতা পার্টি (সিজেপি)-র সমর্থনে আয়োজিত এই আন্দোলনে উপস্থিত থেকে তিনি শিক্ষা ব্যবস্থা ও ছাত্র-ছাত্রীদের ভবিষ্যৎ নিয়ে উদ্বেগ প্রকাশ করেন।

সংবাদমাধ্যমকে দেওয়া এক সাক্ষাৎকারে মাধবী বিশ্বাস বলেন, দেশে একটি বড় পরিবর্তনের সময় এসে গেছে। তিনি জানান, ককরোচ জনতা পার্টির প্রতিষ্ঠাতা অভিজিৎ দীপের চিন্তাধারা এবং ছাত্র-ছাত্রীদের ভবিষ্যৎ নিয়ে তাঁর অবস্থানকে সমর্থন জানাতেই তিনি দিল্লিতে এসেছেন।

মাধবী বিশ্বাসের দাবি, বর্তমানে দেশের শিক্ষাব্যবস্থা নানা সমস্যার সম্মুখীন। শিক্ষা ক্ষেত্রসহ বিভিন্ন সরকারি দফতরে দুর্নীতির অভিযোগ ক্রমশ বৃদ্ধি পাচ্ছে এবং এর নেতিবাচক প্রভাব পড়ছে আগামী প্রজন্মের উপর।

তিনি বলেন, ছাত্র-ছাত্রীদের স্বার্থ ও ভবিষ্যৎ সুরক্ষার বিষয়ে অভিজিৎ দীপ যেভাবে ভাবছেন তা অন্য কোনও রাজনৈতিক শক্তি বা সরকার গুরুত্ব দিয়ে বিবেচনা করছে না।

প্রসঙ্গত, শনিবার দিল্লির যন্তর মন্তরে নিট, সিইউইটি, সিবিএসই সংযুক্ত বিভিন্ন পরীক্ষা এবং এসএসসি নিয়োগ প্রক্রিয়ায় অনিয়মের অভিযোগ তুলে ককরোচ জনতা পার্টির সর্মথনে বিক্ষোভে শামিল হন বহু আন্দোলনকারী। আন্দোলনের অন্যতম মুখ অভিজিৎ দীপ মঞ্চে উপস্থিত ☛৫ এর পাতায় দেখুন

বিশালগড়ে গুলিকাণ্ডে আরও এক অভিযুক্ত গ্রেপ্তার

নিজস্ব প্রতিনিধি, বিশালগড়, ৬ জুন ।। গত মার্চ মাসে বিশালগড়ে দুই ঠিকাদারের বাড়িতে গুলি চালানোর ঘটনায় অভিযুক্ত বিশ্ব দেবনাথ ওরফে বিশুকে গ্রেফতার করেছে বিশালগড় থানার পুলিশ। শুক্রবার গভীর রাতে গোপন সূত্রের ভিত্তিতে অভিযান চালিয়ে তাকে আটক করা হয়। শনিবার তাকে আদালতে পেশ করা হয়েছে।

পুলিশ সূত্রে জানা গেছে, বিশ্ব দেবনাথের বিরুদ্ধে অন্তত তিনটি মামলা রয়েছে। মার্চ মাসে সংঘটিত গুলিকাণ্ডের পর থেকেই সে আত্মগোপনে ছিল। দীর্ঘদিন ধরে তার সন্ধানে তল্লাশি চালাচ্ছিল পুলিশ।

তদন্তকারী সূত্রে জানা যায়, শুক্রবার রাতে খবর আসে যে অভিযুক্ত বিশ্ব দেবনাথ গোকুলনগর টিএসআর ক্যাম্প সংলগ্ন একটি চা বাগানে কয়েকজন সঙ্গীর সঙ্গে অবস্থান করছে। খবর পাওয়ার পরই বিশালগড় থানার পুলিশ সেখানে অভিযান চালায়। অভিযানের সময় বিশ্ব দেবনাথকে আটক করতে সক্ষম হয় পুলিশ।

পুলিশের দাবি, এই ঘটনায় আরও কয়েকজনের জড়িত থাকার সম্ভাবনা রয়েছে। তাদের শনাক্ত করতে তদন্ত চলছে এবং প্রয়োজনীয় তথ্য সংগ্রহ করা হচ্ছে।

স্থানীয় মহলে বিশ্ব দেবনাথ দীর্ঘদিন ধরেই পরিচিত নাম। পুলিশ সূত্রে জানা গেছে, কুখ্যাত অপরাধী রণবীর ও মান্নার ঘনিষ্ঠ ☛৫ এর পাতায় দেখুন

এআরসি প্রযুক্তিতে রাজ্যে আলুর উৎপাদন প্রায় ৯০ শতাংশ বৃদ্ধি ঃ কৃষিমন্ত্রী

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৬ জুন ।। রাজ্যে উচ্চমূল্যের উন্নত জাতের আম উৎপাদনে স্বনির্ভরতা অর্জনের লক্ষ্যে রাজ্য উদ্যানতত্ত্ব গবেষণা কেন্দ্র একটি 'এক্সোটিক ম্যাঙ্গো ব্লক' স্থাপন করেছে। এর মাধ্যমে বিভিন্ন বিদেশি ও উন্নত আমের জাতের কর্মক্ষমতা, অভিযোজন ক্ষমতা এবং ফলন সম্ভাবনা মূল্যায়ন করা হবে।

শুক্রবার নাগিছড়ায় অবস্থিত এসএইচআরএস-এ ফল ও সবজি উন্নয়ন ইউনিটের নতুন অফিস ভবনের উদ্বোধন অনুষ্ঠানে অংশ নিয়ে এ তথ্য জানান কৃষি ও কৃষক কল্যাণ মন্ত্রী রতন লাল নাথ।

মন্ত্রী জানান, ইয়েলো বানানা, ডক-মাই, রেড পামার, বারি-৪, ব্রুনেই কিং, হারিভাঙা, কাটিমন, থাই-১ রেডসহ বিভিন্ন উচ্চমূল্যের উন্নত আমের জাত নিয়ে এই বিশেষ ব্লক গড়ে তোলা হয়েছে। এর উদ্দেশ্য হলো ত্রিপুরার জলবায়ু ও কৃষি-পরিবেশে এসব জাতের উপযোগিতা যাচাই করা এবং ভবিষ্যতে মানসম্পন্ন চারা উৎপাদন ও সম্প্রসারণের ভিত্তি তৈরি করা।

তিনি বলেন, রাজ্য উদ্যানতত্ত্ব গবেষণা কেন্দ্র ত্রিপুরার অন্যতম প্রধান গবেষণা প্রতিষ্ঠান। এখানে ফল, সবজি, নারকেল, সুপারি, কাজুবাদাম, মসলা ও সুগন্ধি ফসল, আলু (এআরসি ও আইপিএস প্রযুক্তি), মাশরুম, টিস্যু কালচার এবং ম্যাক্রো-প্রোপাগেশনসহ বিভিন্ন উদ্যান ফসল নিয়ে কৌশলগত ও প্রয়োগভিত্তিক গবেষণা পরিচালিত হয়।

মন্ত্রী আরও জানান, প্রতিষ্ঠানটি শুরুতে নারকেল, সুপারি, তেলপাম, কাজুবাদাম, গোলমরিচ ও কলার বিভিন্ন জার্মপ্লাজম সংগ্রহ ও সংরক্ষণের মাধ্যমে যাত্রা শুরু করেছিল।

ফল উন্নয়ন ইউনিটের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা তুলে মন্ত্রী জানান প্রায় ১৫ হেক্টর এলাকাজুড়ে বিস্তৃত ফল উন্নয়ন ইউনিটে দেশি ও বিদেশি নানা প্রজাতির ফলের সমৃদ্ধ সংগ্রহ রয়েছে। এটি রাজ্যের উদ্যানতত্ত্ব গবেষণা ও উন্নয়নে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখছে। ☛৫ এর পাতায় দেখুন

শ্রমিক স্বার্থবিরোধী নীতির প্রতিবাদে জুন-জুলাইয়ে রাজ্যজুড়ে সিট্যুর আন্দোলন

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৬ জুন ।। শ্রমিক স্বার্থ সুরক্ষা, শ্রম কোড বাতিল, নিত্যপ্রয়োজনীয় পণ্যের মূল্যবৃদ্ধি এবং জনজীবনের বিভিন্ন সমস্যা নিয়ে জুন ও জুলাই মাস জুড়ে বিভিন্ন স্থানে মিছিল, সভা ও প্রচার কর্মসূচি অনুষ্ঠিত হবে। আজ সাংবাদিক সম্মেলনের এমনটাই জানিয়েছে শ্রমিক সংগঠন সিআইটিইউ।

সাংবাদিক সম্মেলনে উপস্থিত নেতৃবৃন্দ জানান, জুন ও জুলাই মাস জুড়ে বিভিন্ন স্থানে মিছিল, সভা ও প্রচার কর্মসূচি অনুষ্ঠিত হবে। পাশাপাশি আগস্ট মাসে বৃহত্তর বিক্ষোভ কর্মসূচিরও আয়োজন করা হবে।

সিআইটিইউ-র সভাপতি তথা প্রাক্তন মন্ত্রী মানিক দে অভিযোগ করেন, রাজ্য সরকার বিভিন্ন অজুহাতে ধাপে ধাপে বিদ্যুতের বিল বৃদ্ধি করে সাধারণ মানুষের উপর অতিরিক্ত আর্থিক চাপ সৃষ্টি করছে। তিনি বিদ্যুৎ নিগমের এই ধরনের পদক্ষেপের তীব্র সমালোচনা করে অবিলম্বে বর্ধিত বিদ্যুৎ বিল এবং অন্যান্য উপায়ে আরোপিত অতিরিক্ত চার্জ প্রত্যাহারের দাবি জানান।

তিনি আরও বলেন, পেট্রোল, ডিজেলসহ নিত্যপ্রয়োজনীয় পণ্যের লাগামছাড়া মূল্যবৃদ্ধির ফলে সাধারণ মানুষের জীবনযাত্রা ক্রমশ কঠিন হয়ে উঠছে। এই পরিস্থিতিতে শ্রমজীবী ও নিম্ন আয়ের মানুষেরা সবচেয়ে বেশি ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছেন বলে তিনি উল্লেখ করেন।

সিআইটিইউ-র রাজ্য সম্পাদক তথা প্রাক্তন সাংসদ শংকর প্রসাদ দত্ত কেন্দ্রীয় সরকারের প্রস্তাবিত চারটি শ্রম কোডের তীব্র বিরোধিতা করেন। তাঁর অভিযোগ, এই শ্রম কোডগুলি শ্রমিকদের অধিকার ও নিরাপত্তা খর্ব করে মালিকপক্ষের স্বার্থরক্ষার উদ্দেশ্যে প্রণীত হয়েছে।

তিনি বলেন, শ্রম কোড কার্যকর হলে শ্রমিক ছাঁটাইয়ের পথ আরও সহজ হবে এবং শ্রমিকদের চাকরির নিরাপত্তা মারাত্মকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হবে। তাঁর দাবি, এই নীতির কারণে বিভিন্ন শিল্প ও কলকারখানায় নতুন শ্রমিক নিয়োগের ক্ষেত্রেও নেতিবাচক প্রভাব পড়ছে।

সাংবাদিক সম্মেলন থেকে সিআইটিইউ নেতৃবৃন্দ শ্রমিক স্বার্থবিরোধী বলে দাবি করা নীতিগুলির বিরুদ্ধে ঐক্যবদ্ধ আন্দোলন গড়ে তোলার আহ্বান জানান এবং শ্রমিক-কর্মচারীদের আগামী কর্মসূচিগুলিতে সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণের আবেদন জানান।

যাত্রাপুর থানা এলাকায় একদিনে পৃথক দুটি মৃত্যুর ঘটনায় চাঞ্চল্য

নিজস্ব প্রতিনিধি, কাঠালিয়া, ৬ জুন ।। যাত্রাপুর থানা এলাকায় পৃথক দুটি স্থানে একদিনে দুই অস্বাভাবিক মৃত্যুর ঘটনায় চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয়েছে। পুলিশ দুটি ঘটনাতেই অস্বাভাবিক মৃত্যুর মামলা রুজু করে তদন্ত শুরু করেছে।

পুলিশ সূত্রে জানা গেছে, বাঁশপুকুর গ্রাম পঞ্চায়েতের তেতৈয়ামুড়া পাড়ার বাসিন্দা মরণ চন্দ্র দাস নামে এক ব্যক্তির মৃতদেহ তাঁর নিজ বাড়ি থেকে উদ্ধার করা হয়। স্থানীয়দের দাবি, গত দুই দিন ধরে বাড়ির দরজা-জানালা বন্ধ ছিল। বিষয়টি সন্দেহজনক মনে হওয়ায় প্রতিবেশীরা দরজা ভেঙে ঘরে প্রবেশ করেন। সেখানে মরণ চন্দ্র দাসকে মৃত অবস্থায় পড়ে থাকতে দেখা যায় এবং ঘর থেকে দুর্গন্ধ বের হচ্ছিল। খবর পেয়ে যাত্রাপুর থানার পুলিশ ঘটনাস্থলে পৌঁছে মৃতদেহ উদ্ধার করে কাঠালিয়া সামাজিক স্বাস্থ্যকেন্দ্রের মর্গে পাঠায়। স্থানীয়দের প্রাথমিক ধারণা, অতিরিক্ত মদ্যপানের কারণে তাঁর মৃত্যু হয়ে থাকতে পারে। তবে ময়নাতদন্তের রিপোর্ট পাওয়ার পরই মৃত্যুর প্রকৃত কারণ জানা যাবে।

অন্যদিকে, ৫ জুন রাতে দক্ষিণ ভবানীপুর গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকায় আরও একটি অস্বাভাবিক মৃত্যুর ঘটনা ঘটে। মৃতের নাম কমল চৌধুরী (৪৫)। পরিবার সূত্রে জানা গেছে, রাতে বাড়িতে তিনি গলায় ফাঁস লাগিয়ে আত্মহত্যা করেন বলে অভিযোগ। ওই ঘটনার সময় তাঁর স্ত্রী দীপালী চৌধুরী বাড়ির কাজে ব্যস্ত ছিলেন। পরে তিনি ঘরে এসে স্বামীকে ঝুলন্ত অবস্থায় দেখতে পান। তাঁর চিৎকারে প্রতিবেশীরা ছুটে আসেন এবং পুলিশকে খবর দেওয়া হয়। খবর পেয়ে যাত্রাপুর থানার পুলিশ ঘটনাস্থলে পৌঁছে মৃতদেহ উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য কাঠালিয়া সামাজিক স্বাস্থ্যকেন্দ্রের মর্গে পাঠায়।

যাত্রাপুর থানার ওসি পার্থনাথ ভৌমিক জানান, দুটি ঘটনাকেই অস্বাভাবিক মৃত্যু হিসেবে নথিভুক্ত করা হয়েছে এবং তদন্ত চলছে। ☛৫ এর পাতায় দেখুন

বিশালগড়ে এনআইএর অভিযান

নিজস্ব প্রতিনিধি, বিশালগড়, ৬ জুন ।। গোপন সূত্রের ভিত্তিতে আজ বিশালগড়ে অভিযুক্ত রাখাল দেবনাথের বাড়িতে অভিযান চালায় কেন্দ্রীয় গোয়েন্দা সংস্থা ন্যাশনাল ইনভেস্টিগেশন এজেন্সি (এনআইএ)। অভিযানের সময় গোয়েন্দা সংস্থার একটি বিশেষ দল এলাকায় তল্লাশি চালায় এবং চারটি গাড়ি আটক করে বলে জানা গেছে।

সূত্রের খবর, বিভিন্ন বেআইনি কর্মকাণ্ডে ব্যবহৃত গাড়ির নম্বর জালিয়াতির অভিযোগে রাখাল ☛৫ এর পাতায় দেখুন

তুইসই জলপ্রপাতের জলে ডুবে মৃত্যু এক পর্যটকের

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৬ জুন ।। উত্তর ত্রিপুরার কমলপুর মহকুমার সাইকাবাড়ি এলাকার জনপ্রিয় পর্যটন কেন্দ্র তুইসই জলপ্রপাতে বেড়াতে গিয়ে মর্মান্তিক দুর্ঘটনার শিকার হলেন ১৯ বছরের যুবক অনন্ত সিং। জলে তলিয়ে যাওয়ার ঘটনায় অকালেই ঝরে গেল এক তরতাজা প্রাণ। ওই ঘটনায় শোকের ছায়া নেমে এসেছে তাঁর পরিবার, আত্মীয়স্বজন এবং গোটা এলাকায়।

স্থানীয় সূত্রে জানা যায়, বন্ধুদের সঙ্গে তুইসই জলপ্রপাতে বেড়াতে গিয়েছিলেন অনন্ত। স্নানের সময় হঠাৎ গভীর জলে তলিয়ে যান তিনি। সঙ্গে থাকা লোকজন ও অন্যান্য পর্যটকরা দ্রুত উদ্ধারকাজে নেমে পড়লেও শেষ পর্যন্ত তাঁকে জীবিত উদ্ধার করা সম্ভব হয়নি। পরে তাঁর নিথর দেহ উদ্ধার করা হয়। এই মর্মান্তিক ঘটনার পর ফের সামনে এসেছে পর্যটন কেন্দ্রগুলোর নিরাপত্তা ব্যবস্থার প্রশ্ন। স্থানীয় বাসিন্দা ও পর্যটকদের একাংশের অভিযোগ, তুইসই জলপ্রপাতে পর্যাপ্ত সতর্কীকরণ বোর্ড, প্রশিক্ষিত লাইফগার্ড, নিরাপত্তাকর্মী কিংবা জরুরি উদ্ধার ব্যবস্থার যথাযথ ব্যবস্থা নেই। ফলে দুর্ঘটনার ঝুঁকি বাড়ছে।

পর্যটকদের নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে ত্রিপুরা পর্যটন দপ্তর কতটা কার্যকর ভূমিকা পালন করছে, তা নিয়েও প্রশ্ন উঠতে শুরু করেছে বিভিন্ন মহলে। স্থানীয়দের দাবি, ভবিষ্যতে এমন দুর্ঘটনা এড়াতে পর্যটন কেন্দ্রগুলিতে উন্নত নিরাপত্তা ব্যবস্থা, সতর্কীকরণ ব্যবস্থা এবং জরুরি উদ্ধার পরিকাঠামো গড়ে তোলার জন্য প্রশাসনের দ্রুত পদক্ষেপ নেওয়া জরুরি।

CMYK

CMYK

Page 1.pmd 1 07-06-2026, 00:57

জাগরণ
আগরতলা, ৭ জুন, ২০২৬ ইং
২৩ জৈষ্ঠ্য, রবিবার, ১৪৩৩ বঙ্গাব্দ

সীমান্তে কান্নাকাটি বাংলাদেশিদের

অনুপ্রবেশ ইস্যু তে ভারত ও বাংলাদেশের মধ্যে বিতর্ক ক্রমশ বাড়িতেছে। ভারত সরকার অনুপ্রবেশকারীদের চিহ্নিত কোরিয়া বাংলাদেশের ফেরত পাঠানোর প্রক্রিয়া শুরু করিয়াছে। বাংলাদেশ সরকার। কোন প্রবেশকারীদের স্বীকৃতি দিতে চাইছে না বাংলাদেশের সীমান্ত রক্ষী বাহিনী। তারা নানা কৌশলে ভারতের অবস্থানকারীদের রোহিঙ্গা বলিয়া চিহ্নিত করিবার কৌশল নিতে শুরু করিয়াছে। কিন্তু ভারতীয় সীমান্ত রক্ষী বাহিনীও নাছোড়বান্দা। বাংলাদেশি অনুপ্রবেশকারীদের পুশব্যাক করিতে তাহারা বদ্ধপরিকর। বিষয়টি নিয়া দুই বাহিনীর মধ্যে মতভেদ ক্রমশ বাড়িতেছে।

ভারত-বাংলাদেশ সীমান্তে অনুপ্রবেশের চেষ্টা করিবার সময় বর্ডার গার্ড বাংলাদেশ (বিজিবি) কর্তৃক নিজ দেশের কিছু নাগরিককে ''রোহিঙ্গা'' বা অবৈধ অনুপ্রবেশকারী হিসেবে চিহ্নিত করিয়া আটকাইয়া দেওয়ার ঘটনা নিয়া বিতর্ক সৃষ্টি হইয়াছে। সাম্প্রতিক সময়ে ভারতের বর্ডার সিকিউরিটি ফোর্স (বিএসএফ) সীমান্তে কিছু পুশ-ব্যাক বা অনুপ্রবেশ প্রতিহত করিড়ার উদ্যোগ নিলে, বিজিবি বাংলাদেশ সীমান্তে কড়া নজরদারি শুরু করে।সীমান্তে আটকিয়া থাকা অনেক ব্যক্তি ক্যামেরার সামনে বা সংবাদমাধ্যমের কাছে কান্নাকাটি করিয়া নিজেদের বাংলাদেশি নাগরিক হিসেবে দাবি করিয়াছেন। যেমন, এক নারী দাবি করিয়াছেন তাঁহার শ্বশুরবাড়ি খুলনার দিঘলিয়ায় এবং চিকিৎসার জন্য তিনি ভারতে গিয়াছিলেন।বিজিবি ও প্রশাসনের পক্ষ থেকে সীমান্তে পুশ-ইন ঠেকাইতে কঠোর অবস্থান নেওয়া হইয়াছে। অনেক ক্ষেত্রে বিএসএফ-এর পুশ করা ব্যক্তিদের মধ্যে রোহিঙ্গা কিংবা অবৈধ অনুপ্রবেশকারী থাকিবার আশঙ্কায় বিজিবি সবাইকে যাচাই-বাছাই না করিয়া সহজেই ঢুকিতে দিতছে না, ।যাহার ফলে প্রকৃত বাংলাদেশি নাগরিকেরাও সীমান্তে আটকি আ হয়রানির শিকার হইতেছেন বলিয়া অভিযোগ উঠিয়াছে।সীমান্তে অব্যাহত এই পুশ-ইন ও পুশ-ব্যাকের ঘটনাটি বাংলাদেশ ও ভারতের কূটনৈতিক সম্পর্কের ক্ষেত্রে একটি নতুন উদ্বেগের কারণ হইয়া দাঁড়াইয়াছে, বিশেষ করিয়া পুশ করা ব্যক্তিদের সঠিক জাতীয়তা ও রোহিঙ্গা অনুপ্রবেশের শঙ্কাকে কেন্দ্র করিয়া।বাংলাদেশ বর্ডার গার্ড নিজের দেশের নাগরিকদেরই ''রোহিঙ্গা'' আখ্যা দিয়া ফিরিতে দিতেছে না। আবার বাংলাদেশি মিডিয়া এদেরই ভারতীয় বলিয়া দাবি করিতেছে। তবে ক্যামেরার সামনে এই সব অনুপ্রবেশকারীরা কান্নাকাটি করিয়া স্বীকার করিয়াছেন, তাঁহারা বাংলাদেশি। বাংলাশের কোথায় তাঁহাদের বাড়ি, তাহা নিয়াও বিশদ জানাইতেছে তাঁরা। তাহা সত্ত্বেও এই সব বাংলাদেশিদের আবার ভারতে ফিরাইয়া দেওয়ার চেষ্টা করিতেছে বিজিবি।বাংলাদেশের লালমনিরহাট জেলার পাটগ্রাম উপজেলার ঝালাঙ্গী এলাকা থেকে একটি গাড়িতে করিয়া ওই ১০ জনকে সীমান্তের কাছে নিয় আসা হয়। তাঁহাদের কাছে ভারতীয় নাগরিকত্ব বা বৈধ প্রবেশের কোনও নথি না থাকায় বিএসএফ প্রবেশে বাধা দেয়। এরপর নারী ও শিশুসহ ওই ১০ জন জিরো পয়েন্টেই অবস্থান করিতে শুরু করেন। শুক্রবার রাত পর্যন্ত তাঁহারা সেখানেই ছিলেন বলিয়া জানা গিয়াছে। ভারত সরকার যেভাবে অনুপ্রবেশকারীদের চিহ্নিত করিয়া পুষব্যাক করিবার প্রয়াস জারি রাখিয়াছে তাহাতে বাংলাদেশ জটিল সমস্যার সম্মুখীন হইতেছে। বাংলাদেশ সরকার যত ছাল-চাতুড়ি বা কৌশল নিক না কেন তাহাদের সেই প্রয়াস শেষ রক্ষা করিতে পারিবে না। কোন প্রবেশকারীদের বিতরণ করিতে ভারত বদ্ধপরিকর।

বিশালগড়ে উৎসাহ-উদ্দীপনার মধ্য দিয়ে সমাপ্ত 'আনন্দধারা' সামার ক্যাম্প

বিশালগড়, প্রতিনিধি,৬ জুন : ছাত্র-ছাত্রী ও অভিভাবকদের ব্যাপক উৎসাহ-উদ্দীপনার মধ্য দিয়ে শনিবার বিশালগড়ে সমাপ্ত হলো 'আনন্দধারা' সামার ক্যাম্প। বিশালগড়ের বিধায়ক সুশান্ত দেব-এর উদ্যোগে অন্যান্য বছরের মতো এ বছরও গ্রীষ্মকালীন ছুটিকে সৃজনশীল শিক্ষার সুযোগ হিসেবে কাজে লাগাতে এই সামার ক্যাম্পের আয়োজন করা হয় ।ক্যাম্পে বিশালগড়ের বিভিন্ন বিদ্যালয়ের অধ্যয়নরত ছাত্র-ছাত্রীরা অংশগ্রহণ করে। তাদের জন্য গান, নৃত্য, চিত্রাঙ্কন, বাদ্যযন্ত্র, যোগব্যায়ামসহ বিভিন্ন সাংস্কৃতিক ও সৃজনশীল বিষয়ে প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা হয়। বিশালগড় এলাকার প্রায় শতাধিক প্রশিক্ষক (ট্রেইনার) নিষ্ঠার সঙ্গে এই প্রশিক্ষণ কার্যক্রম পরিচালনা করেন। অংশগ্রহণকারী ছাত্র-ছাত্রীরা অত্যন্ত আগ্রহ ও আনন্দের সঙ্গে প্রশিক্ষণ গ্রহণ করে নিজেদের প্রতিভা বিকাশের সুযোগ পায় ।সমাপনী অনুষ্ঠান উপলক্ষে বিশালগড়ের নতুন টাউন হলে এক বর্ণাঢ্য অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। সেখানে ছাত্র-ছাত্রী ও অভিভাবকরা একত্রিত হয়ে এই উদ্যোগের জন্য বিধায়ককে আন্তরিক ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা জানান। বক্তারা বলেন, শুধুমাত্র পাঠ্যবইয়ের গণ্ডিতে সীমাবদ্ধ না থেকে শিশু-কিশোরদের সাংস্কৃতিক ও সৃজনশীল বিকাশে এ ধরনের উদ্যোগ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে এবং তাদের আত্মবিশ্বাস বাড়াতে সহায়তা করে ।সমাপনী অনুষ্ঠানে বিধায়কের পাশাপাশি বিশালগড় ব্লক শিক্ষা বিষয়ক স্থায়ী কমিটির সভাপতি তপন দাস, সাংস্কৃতিক ব্যাক্তিত্ব রতন দেব, জিতেন্দ্র চন্দ্র সাহা, দীপক শীল, শংকর সাহা, পার্থ দেব, বিশালগড় প্রেস ক্লাবের সভাপতি, সম্পাদক, অন্যান্য নেতৃত্ববৃন্দ এবং এলাকার বিশিষ্ট সাংস্কৃতিক ব্যক্তিত্বরা উপস্থিত ছিলেন। অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণকারী ছাত্র-ছাত্রীদের উৎসাহিত করা হয় এবং ভবিষ্যতেও এ ধরনের আয়োজন অব্যাহত রাখার আশাবাদ ব্যক্ত করা হয়।

রবীন্দ্র-নজরুল জয়ন্তী উপলক্ষে পোলস্টার ক্লাবের বসে আঁকো প্রতিযোগিতা

আগরতলা, ৬ জুন: রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ও কাজী নজরুল ইসলামের জন্মজয়ন্তী উপলক্ষে রাজধানীর অন্যতম সামাজিক ও সাংস্কৃতিক সংগঠন পোলস্টার ক্লাবের উদ্যোগে শনিবার এক বর্ণাঢ্য বসে আঁকো প্রতিযোগিতার আয়োজন করা হয় ।প্রতিযোগিতায় প্রায় ৭৫ জন ছাত্র-ছাত্রী অংশগ্রহণ করে। অংশগ্রহণকারীদের তিনটি পৃথক বিভাগে ভাগ করে প্রতিযোগিতার ব্যবস্থা করা হয়। ছোট ছোট প্রতিযোগীরা নিজেদের কল্পনা ও সৃজনশীলতার রঙে বিভিন্ন বিষয়কে ফুটিয়ে তোলে ক্যানভাসে।

আয়োজকদের পক্ষ থেকে জানানো হয়, আগামীকাল সন্ধ্যায় এক বিশেষ অনুষ্ঠানের মাধ্যমে প্রতিটি বিভাগ থেকে নির্বাচিত পাঁচজন করে মোট কৃতি প্রতিযোগীকে পুরস্কৃত করা হবে। পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত থাকার কথা রয়েছে আগরতলা পুর নিগমের মেয়র তথা ৭ রামনগর বিধানসভা কেন্দ্রের বিধায়ক দীপক মজুমদারের। এদিনের প্রতিযোগিতাকে ঘিরে অংশগ্রহণকারী ছাত্র-ছাত্রীদের মধ্যে ব্যাপক উৎসাহ-উদ্দীপনা লক্ষ্য করা যায়। অভিভাবকরাও সন্তানদের সৃজনশীল প্রতিভা বিকাশের এমন উদ্যোগকে সাধুবাদ জানান।

পোলস্টার ক্লাবের কর্মকর্তারা জানান, শিশু-কিশোরদের মধ্যে শিল্প-সংস্কৃতির চর্চা ও সৃজনশীল মনন গড়ে তোলার লক্ষ্যেই এই ধরনের কর্মসূচির আয়োজন করা হয়েছে। অনুষ্ঠানটি উৎসবমুখর পরিবেশে সম্পন্ন হয়।

আবার রঙিন হবে পৃথিবী

গৌতম পতি

একসময় পৃথিবী ছিল রঙে ভরা এক বিস্ময়কর গ্রহ। নীল সমুদ্র, নীল আকাশ, সবুজ বন, লাল মাটির পথ, নানা রঙের ফুল, নানান জাতের পাখি- সব মিলিয়ে যেন এক জীবন্ত ক্যানভাস। কিন্তু আধুনিক সভ্যতার বিকাশের সঙ্গে সঙ্গে এই রঙের উৎসগুলো একে একে ম্লান হয়ে যাচ্ছে। পৃথিবীর বুক থেকে রঙের বৈচিত্র্য হারিয়ে যাচ্ছ। এ এক গভীর সংকেত, যা প্রকৃতির অসুস্থতার লক্ষণ!

প্রথমেই আসে বন ও প্রাকৃতিক পরিবেশের ধ্বংস। একসময় যে বনাঞ্চলে অসংখ্য রঙিন প্রজাতির ফুল, ফল, পাখি, প্রজাপতি ও নানা কীটপতঙ্গ দেখা যেত, আজ সেখানে কেবল ধূসর কংক্রিটের দেয়াল। উদাহরণ হিসেবে বলা যায়, আমাজন অরণ্যের প্রতিদিনের বৃক্ষনিধন পৃথিবীর বায়ুমণ্ডল থেকে কেবল অক্সিজেনই কমাচ্ছে না, মুছে দিচ্ছে অগণিত রঙের ছটা। শহুরে দূষণ ও বন উজাড়ের ফলে বহু রঙিন পাখি যেমন তোতা, ময়ূর বা প্রজাপতির বিরল প্রজাতি বিলুপ্তির পথে। ছোটবেলায় বহুবার রামধনু দেখে আনন্দে আত্মহারা হলেও, দীর্ঘদিন প্রাকৃতিক পরিবেশ অনুকূল থাকা সত্বেও আকাশের বুকে রামধনুর দেখা পাইনি। ছোটবেলায় গাঁয়ের বাগানে যত প্রজাপতি, ফড়িং, মথ, মৌমাছি ও জোনাকি দেখা যেত এখন গাঁয়ে থাকলেও এদের দেখা পাওয়া দুষ্কর। প্রকৃতপক্ষে আলোর প্রভাবে এবং চেতনার রঙে রঙিন হয়ে পৃথিবী আমাদের কাছে ধরা দেয়। পৃথিবীর বুক থেকে রঙের বৈচিত্র্য দ্রুত হারিয়ে যাওয়ার প্রধান কারণ হলো বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির উন্নতি, মানুষের লোভ ও অপরিণামদর্শী কার্যকলাপ। বিশ্ব উষ্ণায়ন, খাদ্য শৃঙ্খল ও জীববৈচিত্র্য নষ্ট হওয়া, জলস্তর বৃদ্ধি এবং অতিরিক্ত শব্দ ও আলোর দূষণের মতো মনুষ্য সৃষ্ট ঘটনাগুলি এই বর্ণময় পৃথিবীর ওপর চরম আঘাত হানছে।

বিশ্ব উষ্ণায়ন এবং জলবায়ু পরিবর্তন হলো এই সংকটের মূল কারণ। বায়ুমণ্ডলে গ্রিনহাউস গ্যাস বৃদ্ধির ফলে পৃথিবীর তাপমাত্রা বাড়ছে। জীববৈচিত্র্য হলো প্রকৃতির রঙের মূল উৎস। লক্ষ লক্ষ উদ্ভিদ ও প্রাণীর নিজস্ব রঙ প্রকৃতিতে যে বৈচিত্র্য আনে, তা মনোমুগ্ধকর। কিন্তু বনভূমি ধ্বংস, দূষণ এবং জলবায়ু পরিবর্তনের এই কারণে জীববৈচিত্র্য ব্যাপকহারে হ্রাস পাচ্ছে। এরফলে প্রকৃতির খাদ্য শৃঙ্খল নষ্ট হচ্ছে। অনেক প্রাণী খাদ্যের অভাবে মারা পড়ছে। জলবায়ু পরিবর্তনের ফলে অনেক ফুলের প্রজাতি তাদের প্রজননের সময় হারাচ্ছে। পরাগ মিলনের জন্য প্রয়োজনীয় পতঙ্গের বড্ড অভাব অনুভূত হওয়ার জন্য উদ্ভিদের কৃত্রিম প্রজননের ব্যবস্থা করতে হচ্ছে। আবার দূষণ ও পরিবর্তিত জলবায়ুর কারণে বহু রঙিন ফুল ও গাছ বিলুপ্ত হচ্ছে। অনেক গাছপালা তাদের য়েছে পাতা বা ফুলের রঙ পরিবর্তন করতে বাধ্য হচ্ছে। রঙিন পাখি, প্রজাপতি, বা উভচর প্রাণীরা তাদের আবাসের সংকটে বিলুপ্ত হচ্ছে। বন্যপ্রাণীরা তাদের রঙ ব্যবহার করে শিকারি বা শিকারের কাছ থেকে নিজেদের রক্ষা করে।

সঙ্গী বা সঙ্গিনীর সঙ্গে মিলনের সংকেত পাঠায়। জলবায়ু পরিবর্তনের ফলে এই রঙগুলি তাদের জন্য কার্যকর থাকছে না, যা তাদের বিলুপ্তির ঝুঁকি বাড়াচ্ছে। উদাহরণস্বরূপ, আর্কটিক অঞ্চলের প্রাণীরা বরফের জন্য সাদা হয়, কিন্তু বরফ গলে যাওয়ায় সহজেই দৃশ্যমান হয়ে যাচ্ছে। বিশ্ব উষ্ণায়নের কারণে মেরু অঞ্চলের বরফ গলে যাওয়ায় সমুদ্রের জলস্তর বাড়ছে। এর ফলে উপকূলীয় অঞ্চলের ম্যানগ্রোভবন, নোনা জলের জলাভূমি এবং ছোট দ্বীপগুলি ডুবে যাচ্ছে। এই অঞ্চলগুলিতে বসবাসকারী বিচিত্র উদ্ভিদ ও প্রাণীর আবাসস্থল নষ্ট হচ্ছে। একটি ঘন সবুজ উপকূলীয় বন

যখন লোনা জলে ডুবে যায়, তখন ল্যান্ডস্কেপ থেকে সেই সবুজের বৈচিত্র্য চিরতরে মুছে যায়। এভাবে সম্পূর্ণ বাস্তুতন্ত্রের রঙের কাঠামো ভেঙে পড়ছে। এর সবচেয়ে দৃশ্যমান এবং বেদনাদায়ক প্রভাব হলো সুন্দরবনের ম্যানগ্রোভ অরণ্য এবং "প্রবাল প্রাচীরের বিবর্ণতা" বা "ক্লোরাল ব্লিচিং।" প্রবাল হলো সামুদ্রিক জীববৈচিত্র্যের আঁতুড়ঘর এবং এরা তাদের টিস্যুতে বসবাসকারী রঙিন শৈবালের উপর নির্ভর করে। সমুদ্রের তাপমাত্রা সামান্য বাড়লেই প্রবালরা এই শৈবালকে বের করে দেয়, ফলে প্রবাল তাদের রং হারিয়ে সাদা হয়ে যায়। এই বিবর্ণতা সামুদ্রিক বাস্তুতন্ত্রের উপর ভয়াবহ প্রভাব ফেলছে এবং কার্যত সেই অঞ্চলকে প্রাণহীন করে তুলছে। প্রবালের রং হারানোর অর্থই হলো লক্ষ লক্ষ সামুদ্রিক জীবের আবাস ও খাদ্যের উৎস ধ্বংস হয়ে যাওয়া। জলবায়ু পরিবর্তনের ফলে হিমালয়ের তুষার গলছে, মরুভূমি ছড়িয়ে পড়ছে, কৃষিক্ষেত্র শুকিয়ে যাচ্ছে। এইসব পরিবর্তনে প্রকৃতির রঙ একরৈখিক হয়ে পড়ছে। যেখানে একসময় শস্যের সবুজে চোখ জুড়াত, এখন সেখানে ধূসর ধুলো ও শুষ্ক মাটির রাজত্ব। এই একরঙা দৃশ্য প্রকৃতির নান্দনিক ভারসাম্যকেই নষ্ট করছে।

প্রকৃতির পাশাপাশি মানুষের জীবনেও রঙের অভাব পরিলক্ষিত হচ্ছে। একরকম পোশাক, একরকম ঘরবাড়ি, একরকম নগর পরিকল্পনা- সব মিলিয়ে যেন মানুষের জীবনও রঙহীন হয়ে যাচ্ছে। শহরের মানুষ কংক্রিটের বনে বন্দি হয়ে পড়েছে; ফুলের গন্ধ, গাছের ছায়া, পাখির রঙ থেকে তারা দূরে সরে গেছে। শিশুর আঁকাবাঁকা ছবিতেও এখন কেবল মোবাইল আর ধূসর বিল্ডিং, প্রকৃতির রঙ যেন হারিয়ে যাচ্ছে তাদের কল্পনাতেও। অতিরিক্ত কৃত্রিম আলোর ব্যবহার এক নীরব ঘাতক। এখন উৎসব অনুষ্ঠানে প্রচুর কৃত্রিম আলো ব্যবহৃত হয়, গাছে গাছে এই আলো দেওয়া সীম হচ্ছে।

এর প্রভাবে রাতের আকাশে তারাদের রং বাদ দেখতে না পাওয়া মানুষের এক অপূরণীয় ক্ষতি। এটি রাতের পোকামাকড়, যেমন রঙিন সং মথ, জোনাকি এবং নিশাচর পাখিদের স্বাভাবিক জীবনচক্র ব্যাহত করছে। তারা আলোর কারণে আ আকৃষ্ট হয়ে মারা যাচ্ছে, যা তাদের সংখ্যা অভকমিয়ে দিচ্ছে। কিছু গাছপালা আলোর কারণে পরি ফুল ফোটার সময় পরিবর্তন করছে। অর্থাৎ, মনুষ্যসৃষ্ট আলো প্রকৃতির স্বাভাবিক রঙের পর্য বিন্যাসকে অন্ধকারে ঢেকে দিচ্ছে। রঙ মানে খো প্রাণ, বৈচিত্র্য, আর অস্তিত্বের জ্যোতি। পৃথিবীর বুক থেকে রঙের এই বৈচিত্র্য বৈ হারিয়ে যাওয়ার অর্থ কেবল সৌন্দর্যের হ্রাস এত নয়, এটি একটি পরিবেশগত বিপর্যয়। কারণ

প্রতিটি রঙই কোনও না কোনও প্রাকৃতিক প্রক্রিয়ার অংশ। তাই পৃথিবীকে রক্ষা করতে হলে, তার রঙগুলোকে রক্ষা করতে হবে। বিশ্ব উষ্ণায়ন নিয়ন্ত্রণ, জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণ এবং সব ধরনের দূষণ (জল, বায়ু, আলো, শব্দ) কমানোর মাধ্যমেই এই ক্ষতি প্রতিরোধ করা সম্ভব।

আমাদের সম্মিলিত প্রচেষ্টা ছাড়া এই বর্ণময় গ্রহ শীঘ্রই একটি ধূসর, বর্ণহীন ও বিষন্ন গ্রহে পরিণত হবে। এই পৃথিবীকে তার পুরোনো রঙ ফিরিয়ে দেওয়া আমাদের সকলের নৈতিক দায়িত্ব ও কর্তব্য। তবে আশা পুরোপুরি হারানো উচিত নয়। এখনও কিছু মানুষ ও সংস্থা পৃথিবীর রঙ ফিরিয়ে আনার চেষ্টা করছেন, গাছ লাগানোর অভিযান, নদী পরিশুদ্ধ করার উদ্যোগ, বিভিন্ন প্রজাতির গাছ ও প্রাণী সংরক্ষণের প্রকল্প ইত্যাদি তারই অঙ্গ। যদি মানবসভ্যতা প্রকৃতির এই সংকেত বুঝতে পারে এবং প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করে, তবে হয়তো আবার ফুটবে রঙিন ফুল, উড়বে প্রজাপতি, গাছে জ্বলবে জোনাকি, ফিরবে আকাশের নীল ও বনভূমির সবুজ।

(সৌজন্যে-দৈ :স্টেটসম্যান)

বজ্রপাত নিয়ে ১০টি বিষয় জানা দরকার

বাংলাদেশে প্রায়ই বজ্রপাতে মৃত্যুর কথা শোনা যায়। গত চারদিনে সারাদেশে অন্তত ২৮ জনের মৃত্যুর খবর এসেছে গণমাধ্যমে। এর মধ্যে কেবল ২৬শে এপ্রিল একদিনে মারা গেছেন ১৪ জন।

চুরি হওয়ার ভয়ে রাত জেগে বজ্রপাতে মৃত সন্তানের লাশ পাহারা দেয়ার ঘটনাও খবরের শিরোনাম হয়েছে। কিন্তু এই প্রাকৃতিক এই দুর্যোগটি কেন হয়, কেউ বজ্রপাতে আহত হলে কী করতে হয়, আর বজ্রপাতে মৃত্যু হলে মৃতদেহ চুরিই বা হয় কেন? বজ্রপাত নিয়ে এমন ১০টি প্রশ্নের জবাব নিয়েই বিবিসি বাংলার এই প্রতিবেদন।

বজ্রপাত কী ঃ-

বজ্রপাত মূলত একটি শক্তিশালী প্রাকৃতিক ঘটনা। পৃথিবীর যেকোনো জায়গায় বজ্রপাত হতে পারে। যুক্তরাষ্ট্রের রোগ নিয়ন্ত্রণ ও প্রতিরোধ কেন্দ্র — সিডিসি'র তথ্য অনুযায়ী প্রতি মিনিটে ছয় হাজার বজ্রপাত হয়। আর দিনে এই সংখ্যা গড়াতে পারে ৮০ লাখেরও বেশি বার। যুক্তরাষ্ট্রে প্রতি বছর প্রায় চার কোটি বজ্রপাতের ঘটনা ঘটে। তবে বজ্রপাতের শিকার হওয়া প্রায় ৯০ শতাংশ মানুষই বেঁচে যান।

বাংলাদেশে ২০১৬ সালে বজ্রপাতের আঘাতে দুইদিনে অর্ধশতাধিক মানুষের মৃত্যু হলে একই বছর বজ্রপাতকে "জাতীয় দুর্যোগ" হিসেবে ঘোষণা করে দেশটির দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়। বজ্রপাতের শিকার ব্যক্তিদের মধ্যে বেঁচে যাওয়া ব্যক্তির সংখ্যার বিষয়ে নির্দিষ্ট কোনো তথ্য-উপাত্ত পাওয়া না গেলেও, প্রতি বছর এই দুর্যোগের কারণে বাংলাদেশে শত শত মানুষের মৃত্যু হয়। বাংলাদেশ আবহাওয়া অধিদপ্তরের তথ্য অনুযায়ী, ২০১৫ থেকে ২০২৫ সাল — এই ১০ বছরে দেশটিতে বজ্রপাতে তিন হাজার ৬৫৮ জনের মৃত্যু হয়েছে। যেকোনো বজ্রপাত তৈরি হতে তিনটি উপাদান প্রয়োজন। এগুলো হলো, বাতাসের আর্দতা, অস্থিতিশীল বায়ু আর ঊর্ধমুখী বল। এরমধ্যে আর্দতা সাধারণত আসে সাগর থেকে। সমুদ্রের আশেপাশের এলাকা থেকে প্রচুর পরিমাণে আর্দ্রতা বাষ্পীভূত হয়ে বাতাসে মিশে যায়। এই আর্দতাই আবার মেঘ তৈরি করে। যুক্তরাষ্ট্রের ন্যাশনাল এনভায়রনমেন্টাল স্যাটেলাইট, ডেটা এন্ড ইনফরমেশন সার্ভিসের তথ্যমতে, ভূপৃষ্ঠের কাছাকাছি থাকা উষ্ণ আর আর্দ বাতাসের ওপরে শুষ্ক শীতল বাতাস থাকলে অস্থিতিশীল বায়ুর সৃষ্টি হয়। আর এই দুই স্তরের মধ্যে সৃষ্ট বায়ুর ঘনত্বের পার্থক্যের কারণে উর্ধ্বমুখী বল তৈরি হয়, যা অস্থিতিশীল বায়ুকে উপরের দিকে ঠেলে দেয়। আর একারণেই বজ্রঝড়ের সৃষ্টি হয়। এই বজ্রঝড়ের ভেতরে উষ্ণ ও আর্দ্র বায়ু দ্রুত উপরে-নিচে চলাচল করে। উর্ধমুখী বায়ুপ্রবাহ বায়ুকে হিমাঙ্কের ওপরে ঠেলে দেয়, ফলে বায়ুর জলকণা বরফ বা শিলায় পরিণত হয়। এর ফলে বজ্রমেঘের ভেতরে বরফ ও পানির মিশ্রণ তৈরি হয়, যা একে অপরের সঙ্গে ঘর্ষণের মাধ্যমে বৈদ্যুতিক চার্জ আদান-প্রদান করে। এতে ধীরে ধীরে বৈদ্যুতিক চার্জ জমা হয়, আর তা যথেষ্ট বড় হলে বজ্রপাত হয়ে নির্গত হয়। বজ্রপাতের সময় বায়ুর তাপমাত্রা প্রায় ৩০ হাজার ডিগ্রি সেলসিয়াস পর্যন্ত পৌঁছাতে পারে। বাতাস এত দ্রুত উত্তপ্ত হওয়ার ফলে তা হঠাৎ প্রসারিত হয় এবং বায়ুর বিশাল কম্পন শকওয়েভ সৃষ্টি করে। এটিই বজ্রধ্বনি হিসেবে শোনা যায়।

বৃষ্টি ছাড়াও কি বজ্রধ্বনি হতে পারে?

বজ্রধ্বনি শোনা গেলেও অনেক সময় বৃষ্টি দেখা যায় না। এ ধরনের পরিস্থিতিকে 'শুষ্ক বজ্রঝড়' বলা হয়। শুষ্ক বজ্রঝড়ের সময় মেঘের নিচের বায়ুস্তর খুব গরম বা শুষ্ক থাকার কারণে মেঘ থেকে নামা বৃষ্টির ফোঁটা মাটিতে পৌঁছানোর আগেই বাষ্প হয়ে যায়। এমন বজ্রঝড়ের দাবানল সৃষ্টির জন্য কুখ্যাতি রয়েছে। কারণ আগুন ধরে যাওয়া গাছপালাকে ভেজানোর মতো বৃষ্টি সেখানে থাকে না। বজ্রপাতের সময় আশপাশের বাতাস প্রায় ৩০ হাজার ডিগ্রি সেলসিয়াস পর্যন্ত উত্তপ্ত হতে পারে, যা সূর্য পৃষ্ঠের তাপমাত্রার চেয়েও বেশি।

এই আকস্মিক উত্তাপ বাতাসকে এত দ্রুত প্রসারিত করে যে, তা এক প্রচণ্ড বিস্ফোরণধ্বনির মতো শব্দ সৃষ্টি করে। একেই আমরা বজ্রধ্বনি হিসেবে শুনি।

ব্যক্তির ওপর বজ্রপাত হলে কী হয়? কোন ব্যক্তির উপরে বজ্রপাত হলে তার শরীরের ভেতর দিয়ে বিদ্যুৎ বয়ে যায়। ফলে বজ্রপাতে আঘাতপ্রাপ্ত ব্যক্তির স্নায়ুতন্ত্র ক্ষতিগ্রস্ত হয়। বজ্রপাতের কারণে মস্তিস্কে আঘাতের পাশাপাশি হৃদযন্ত্রের ক্রিয়া বন্ধ হয়ে যেতে পারে।

তবে আঘাত সামান্য হলে পেশিতে ব্যথা, মাথাব্যথা, বমি বমি ভাব, বিভ্রান্তি, স্মৃতিশক্তির সমস্যা, মাথা ঘোরা এবং ভারসাম্যহীনতার মতো উপসর্গ দেখা যেতে পারে।। দীর্ঘমেয়াদে ধীরে প্রতিক্রিয়া দেয়া, খিটখিটে মেজাজ, স্মৃতিশক্তির সমস্যা, দীর্ঘস্থায়ী ব্যথা, মাথাব্যথা, ঘুমের সমস্যা, কানে ভোঁ ভোঁ শব্দ শোনা, বিষণ্নতা এবং ব্যক্তিত্বের পরিবর্তন আসতে পারে।

বজ্রপাতে মারা যাওয়া লাশ চুরি করা হয় কেন?

কিন্তু প্রশ্ন হচ্ছে, বজ্রপাতে মৃত ব্যক্তির লাশ কেন চুরি করা হয়? উত্তর হলো, "কুসংস্কার"। মূলত 'বজ্রপাত হলে লাশ চুম্বক হয়ে যায়' এমন কুসংস্কার থেকেই লাশ চুরির ঘটনা ঘটে। কিন্তু বিশেষজ্ঞরা বলছেন, এটি পুরোপুরি অন্ধ বিশ্বাস। বরং ইলেকট্রিক শক খেয়ে মারা যাওয়া ব্যক্তির মৃতদেহের সাথে বজ্রপাতে মৃত্যু হওয়া মানুষের মরদেহের কোনও পার্থক্য থাকে না বলে বিবিসি বাংলাকে জানিয়েছিলেন ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের ফরেনসিক বিভাগের সাবেক প্রধান সোহেল মাহমুদ।

বজ্রপাত থেকে বাঁচার উপায়

বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ের পরিবেশ বিজ্ঞান ও দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ইনস্টিটিউটের অধ্যাপক ও সাবেক বিভাগীয় প্রধান ড. এম এ ফারুখ বিবিসি বাংলাকে জানিয়েছেন, বাংলাদেশে বজ্রপাতে মারা যাওয়া ৮৭ ভাগ মানুষ উন্মুক্ত স্থানে ছিলেন।

বজ্রপাত থেকে বাঁচার জন্য যুক্তরাষ্ট্রের ন্যাশনাল ওয়েদার সার্ভিসে বলা হয়েছে, বজ্রপাতের সময় বাইরের কোনো জায়গাই নিরাপদ নয়। কারণ বজ্রপাতের শিকার বেশিরভাগ ব্যক্তিরই প্রাণহানি ঘটে বাইরে থাকা অবস্থায়। ফলে সবার আগে বজ্রপাতের শব্দ শোনার সাথে সাথে নিরাপদ স্থানের দিকে চলে যেতে হবে। একেবারেই তা সম্ভব না হলে বিচ্ছিন্ন উঁচু গাছ বা টাওয়ার থেকে দূরে থাকতে হবে।

অর্থাৎ খালি জায়গায় যদি উঁচু গাছপালা, বৈদ্যুতিক খুঁটি, ধাতব পদার্থ বা মোবাইল টাওয়ার থাকে, তার কাছাকাছি থাকা যাবে না।

এছাড়া বজ্রঝড় সাধারণত চল্লিশ মিনিট থেকে এক ঘণ্টা স্থায়ী হয়। এ সময়টুকু ঘরে অবস্থান করতে হবে। অতি জরুরি প্রয়োজনে ঘরের বাইরে যেতে হলে রাবারের জুতা পরে বাইরে যেতে হবে। এটি বজ্রঝড় বা বজ্রপাত থেকে সুরক্ষা দেবে। বজ্রপাতের সময় ধানক্ষেত বা খোলামাঠে অবস্থান করলে পায়ের আঙুলের ওপর ভর দিয়ে এবং কানে আঙুল দিয়ে নিচু হয়ে বসে পড়তে হবে। বজ্রপাতের আশংকা দেখা দিলে যত দ্রুত সম্ভব দালান বা কংক্রিটের ছাউনির নিচে আশ্রয় নিতে হবে। ভবনের ছাদে বা উঁচু জায়গায় যাওয়া যাবে না। বজ্রপাতের সমুদ্রে বা নদীতে থাকলে মাছ ধরা বন্ধ রেখে নৌকার ছাউনির নিচে আশ্রয় নিতে হবে। যদি কেউ গাড়ির ভেতর অবস্থান করেন, তাহলে গাড়ির ধাতব অংশের সাথে শরীরের সংযোগ রাখা যাবে না।

আর ঘরে থাকা অবস্থায় বজ্রপাত হলেও বৈদ্যুতিক সরঞ্জাম, সিঙ্ক, বাথটাব, কল, কংক্রিটের দেয়াল ও মেঝে, জানালা এবং দরজা থেকে দূরে থাকতে হবে।

বজ্রপাতে আহতদের চিকিৎসার জন্য যা করা জরুরি

বজ্রপাতে কেউ আহত হলে তাকে বৈদ্যুতিক শকে আক্রান্ত কারও মতোই চিকিৎসা দিতে হবে। বজ্রপাতে আহত ব্যক্তির শ্বাস-প্রশ্বাস এবং হৃৎস্পন্দন দ্রুত ফিরিয়ে আনার চেষ্টা করতে হবে। কয়েক মিনিটের মধ্যে কৃত্রিম শ্বাস-প্রশ্বাসের ব্যবস্থা করতে পারলে বাঁচানো সম্ভব। তবে বেশি দেরি হলে আহত ব্যক্তির মৃত্যু হতে পারে। সিপিআর দিয়ে হৃদপিণ্ড সচল রাখতে হবে। এর মধ্যে অ্যাম্বুলেন্স বা কোনো গাড়ি ডেকে দ্রুত আহত ব্যক্তিকে হাসপাতালে নিতে হবে। আহত ব্যক্তিকে হাসপাতালে নেয়ার ক্ষেত্রে দেরি করা যাবে না। এছাড়া বজ্রপাতে আহত ব্যক্তিকে ধরার ক্ষেত্রে কোন সমস্যা নেই। কারণ বজ্রপাতে আহত কিংবা মৃত ব্যক্তির শরীরে বিদ্যুৎ থাকে না।

এক জায়গায় বারবার বজ্রপাত হয়? ইংরেজি পুরনো এক প্রবাদ হলো ''লাইটেনিং নেভার স্ট্রাইক্স দ্য সেইম প্লেস টোয়াইস'', অর্থাৎ ''একই জায়গায় দুবার বজ্রপাত হয় না''। এই কথা দিয়ে মূলত কাউকে বোঝানো হয় যে যা কিছু খারাপ একবার হয়েছে, তা আর হবে না। বাগধারার কারণে অনেকেই মনে করেন কোনো একটি স্থানে একবার বজ্রপাত হলে, সেই একই জায়গায় দ্বিতীয়বার বজ্রপাত হয় না। তবে এনসাইক্লোপিডিয়া ব্রিটানিকা বলছে, এই কথার বাস্তবিক কোনো বৈজ্ঞানিক ভিত্তি নেই। বরং আবহাওয়া আর পরিবেশগত দিক মিলিয়ে বজ্রপাত হবার জন্য সুবিধাজনক যেকোনো জায়গায় বারবার বজ্রপাত হতে পারে। বাংলাদেশে কেন এত বেশি বজ্রপাত হয়? গবেষকরা বলছেন, বাংলাদেশে বজ্রপাতের প্রবণতা বেশি হবার মূল কারণ হলো ভৌগলিক অবস্থান। দেশটির একদিকে বঙ্গোপসাগর, এরপরই ভারত মহাসাগর। সেখান থেকে গরম আর আর্দ্র বাতাস আসে। আবার উত্তরে রয়েছে পাহাড়ি এলাকা, যার কিছু দূরেই হিমালয়। সেখান থেকে ঠাণ্ডা বাতাস ঢোকে। এই দুটো বাতাসের সংমিশ্রণ বজ্রপাতের জন্য অনুকূল পরিবেশ তৈরি করছে।

এবছর বজ্রপাত বেশি হওয়ার কারণ কী?

এবছর বাংলাদেশের দক্ষিণাঞ্চলে, বিশেষ করে বঙ্গোপসাগরের ওপরে আর্দতার প্রাদুর্ভাব বেশি হওয়ায় মেঘের পরিমাণও বেড়ে গেছে। 'বজ্রমেঘ ও বজ্রঝড়ের সাথে এই আর্দতার যোগসূত্র আছে', বিবিসি বাংলাকে বলেন অধ্যাপক ফারুখ। তাপমাত্রা আর আর্দ্রতা বেড়ে যাওয়ার সাথে দেশের ওপর দিয়ে বয়ে যাওয়া তাপপ্রবাহ এক হয়ে বজ্রঝড়ের প্রাদুর্ভাব এবছর বাড়াচ্ছে বলে জানান তিনি। 'গত ২০ বছরের উপাত্ত বিশ্লেষণ করলে দেখা যাবে, প্রতি বছর বন্যার তুলনায় বজ্রপাতে দ্বিগুণেরও বেশি মানুষ মারা যাচ্ছে', বলছিলেন বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ের পরিবেশ বিজ্ঞান ও দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ইনস্টিটিউটের এই অধ্যাপক। ফলে বজ্রপাতকে জাতীয় দুর্যোগ হিসেবে ঘোষণা করার ১০ বছর পরও তা নিরসনে সরকারের তরফ থেকে যথোপযুক্ত ব্যবস্থা নেয়া হয়নি বলে মন্তব্য করেন তিনি।

সম্পাদকীয় পাতায় প্রকাশিত নিবন্ধ গুলির বক্তব্য সম্পূর্ণ লেখকদের ব্যক্তিগত অভিমত। সম্পাদক এরজন্য দায়ী নন।

অভয়নগর বাজার সংলগ্ন পুকুরটির সংস্কার কাজ পুনরায় ঘুরে দেখেন মেয়র ।

ভারতের ইতিহাসে বিরসা মুন্ডার স্থান অনন্য ও প্রেরণাদায়ক: দিল্লি বিধানসভার স্পিকার

নয়াদিল্লি, ৬ জুন (আইএএনএস): ভারতের ইতিহাসে ভগবান শ্রী বিরসা মুন্ডার স্থান অনন্য ও অত্যন্ত প্রেরণাদায়ক বলে মন্তব্য করেছেন দিল্লি বিধানসভার স্পিকার বিজেন্দর গুপ্ত। শনিবার 'ভগবান শ্রী বিরসা মুন্ডা, আদিবাসী ভারতের সাংস্কৃতিক নবজাগরণ এবং জাদুঘরে তাঁর উপস্থাপনা' শীর্ষক এক জাতীয় সেমিনারে বক্তব্য রাখতে গিয়ে তিনি এই মন্তব্য করেন।

বিজেন্দর গুপ্ত বলেন, আদিবাসী সমাজে 'ধরতি আবা' নামে শ্রদ্ধেয় বিরসা মুন্ডা শুধু একজন স্বাধীনতা সংগ্রামী ছিলেন না, তিনি আত্মমর্যাদা, সাংস্কৃতিক পরিচয় এবং সামাজিক জাগরণের প্রতীক ছিলেন।

তিনি বলেন, ''বিরসা মুন্ডার উত্তরাধিকার আমাদের মনে করিয়ে দেয় যে অধিকার রক্ষা এবং সংস্কৃতি সংরক্ষণ একে অপরের সঙ্গে অঙ্গাঙ্গিভাবে জড়িত।''

মিউজিয়ামস অ্যাসোসিয়েশন অব ইন্ডিয়ার উদ্যোগে আয়োজিত এই সেমিনারে জাদুঘর বিশেষজ্ঞ, ইতিহাসবিদ, প্রত্নতত্ত্ববিদ, গবেষক এবং শিক্ষাবিদরা অংশ নেন। আলোচনার মূল বিষয় ছিল বিরসা মুন্ডার ঐতিহ্য, আদিবাসী সমাজে সাংস্কৃতিক নবজাগরণ এবং আদিবাসী ঐতিহ্য সংরক্ষণে জাদুঘরের ভূমিকা।

বক্তব্যে স্পিকার বলেন, বিরসা মুন্ডার আন্দোলন শুধুমাত্র ঔপনিবেশিক শাসনের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ ছিল না, বরং সাংস্কৃতিক পরিচয়, প্রথাগত প্রতিষ্ঠান এবং আদিবাসী জীবনধারা রক্ষার এক দৃঢ় প্রচেষ্টাও ছিল।

তিনি উল্লেখ করেন, এমন এক সময়ে যখন আদিবাসী সমাজ অর্থনৈতিক শোষণ, সামাজিক অস্থিরতা এবং ঐতিহ্যগত মূল্যবোধের ক্ষয়ের মুখে পড়েছিল, তখন বিরসা মুন্ডা তাদের মধ্যে আত্মবিশ্বাস, মর্যাদাবোধ এবং সাংস্কৃতিক চেতনার নতুন সঞ্চার ঘটিয়েছিলেন।

বিজেন্দর গুপ্তের মতে, বিরসা মুন্ডার নেতৃত্বে যে সাংস্কৃতিক নবজাগরণ ঘটেছিল, তার মূল লক্ষ্য ছিল আদিবাসী জনগোষ্ঠীর মধ্যে নিজেদের ইতিহাস, জ্ঞানচর্চা এবং সাংস্কৃতিক মূল্যবোধের প্রতি আস্থা ফিরিয়ে আনা।

ভারতের আদিবাসী ঐতিহ্যের সমৃদ্ধির কথা তুলে ধরে তিনি বলেন, আদিবাসী সমাজের কাছে রয়েছে মৌখিক সাহিত্য, লোকসংস্কৃতি, সঙ্গীত, শিল্পকলা, পরিবেশগত জ্ঞান এবং বহু প্রজন্ম ধরে গড়ে ওঠা সামাজিক চর্চার এক অসাধারণ ভাণ্ডার।

তিনি বলেন, ''এই ঐতিহ্যগুলি শুধু অতীতের স্মৃতি নয়, বরং জীবন্ত সাংস্কৃতিক অভিব্যক্তি, যা আজও ভারতের সামাজিক কাঠামোকে সমৃদ্ধ করছে।''

স্পিকার আরও বলেন, দীর্ঘদিন ধরে আদিবাসী সমাজ বন, জীববৈচিত্র্য এবং টেকসই জীবনযাত্রার রক্ষক হিসেবে কাজ করেছে। পরিবেশগত সংকট এবং দ্রুত প্রযুক্তিগত পরিবর্তনের এই সময়ে তাদের জ্ঞানব্যবস্থা আরও বেশি প্রাসঙ্গিক হয়ে উঠেছে।

তবে তিনি আক্ষেপ করে বলেন, বহু দশক ধরে মূলধারার ইতিহাসচর্চায় আদিবাসী সমাজের ইতিহাস এবং স্বাধীনতা সংগ্রামে তাদের অবদান যথাযথ গুরুত্ব পায়নি।আদিবাসী স্বাধীনতা সংগ্রামীদের সম্মান জানানো, 'জনজাতীয় গৌরব দিবস' পালন এবং আদিবাসী ঐতিহ্য নথিভুক্ত করার উদ্যোগকে স্বাগত জানিয়ে বিজেন্দর গুপ্ত বলেন, এগুলি ভারতের ইতিহাসকে আরও অন্তর্ভুক্তিমূলকভাবে তুলে ধরার গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ।

বিজেপির এমএলসি প্রার্থী ঘোষণার পর দলীয় কার্যালয়ে পবন সিং, ৮ জুন জমা দেবেন মনোনয়ন

পাটনা, ৬ জুন (আইএএনএস): বিহার বিধান পরিষদ (এমএলসি) নির্বাচনে বিজেপির প্রার্থী হিসেবে নাম ঘোষণার পর শনিবার পাটনায় দলের রাজ্য সদর দফতরে পৌঁছলেন ভোজপুরি চলচ্চিত্র জগতের জনপ্রিয় অভিনেতা ও গায়ক পবন সিং। সেখানে তিনি বিজেপির বিহার সভাপতি সঞ্জয় সারাওগি-সহ একাধিক শীর্ষ নেতার সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন।

দলীয় সূত্রে জানা গেছে, জাতীয় গণতান্ত্রিক জোটের (এনডিএ) অন্যান্য প্রার্থীদের সঙ্গে পবন সিংও আগামী ৮ জুন মনোনয়নপত্র জমা দেবেন।

প্রার্থী হওয়ার সুযোগ দেওয়ার জন্য বিজেপি নেতৃত্বকে ধন্যবাদ জানিয়ে পবন সিং দলের প্রতি নিজের অঙ্গীকার পুনর্ব্যক্ত করেন। রাজ্য সভাপতির সঙ্গে সাক্ষাতের পর তিনি বলেন, "দল আমার কাছে মায়ের মতো। আমি নিজেকে বিজেপি পরিবারের একজন প্রকৃত কর্মী ও সেবক বলে মনে করি।"

তিনি আরও বলেন, "সারা জীবন সংগঠনের প্রতি নিষ্ঠাবান থাকতে চাই এবং আন্তরিকভাবে দল ও সাধারণ মানুষের সেবা করতে চাই।"

আসন্ন বিহার বিধান পরিষদ নির্বাচনের জন্য বিজেপি চারজন প্রার্থীর নাম ঘোষণা করেছে। তাঁরা হলেন পবন সিং, সঞ্জয় ময়ুখ, অনিল কুমার পাঠক এবং শীলা পণ্ডিত।

এই চারজনের মধ্যে পবন সিংয়ের প্রার্থিতা সবচেয়ে বেশি রাজনৈতিক ও জনমহলে আলোচনার কেন্দ্রবিন্দুতে এসেছে। সক্রিয় রাজনীতিতে তাঁর ভবিষ্যৎ ভূমিকা নিয়ে দীর্ঘদিনের জল্পনারও অবসান ঘটেছে।

আগামী ৮ জুন বিজেপি ও জোটসঙ্গী দলগুলির সমস্ত এনডিএ প্রার্থী একযোগে মনোনয়নপত্র জমা দেবেন বলে জানা গেছে।

রাজনৈতিক বিশ্লেষকদের মতে, ভোজপুরি অঞ্চলে ব্যাপক জনপ্রিয়তা এবং জনসমর্থনকে কাজে লাগাতেই বিজেপি পবন সিংকে প্রার্থী করেছে। সংগঠনের অভিজ্ঞতা ও জনআবেদনের সমন্বয় ঘটানোর কৌশলের অংশ হিসেবেই এই সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে বলে মনে করা হচ্ছে। বর্তমান বিধান পরিষদ নির্বাচনে পবন সিংয়ের আনুষ্ঠানিক রাজনৈতিক ময়দানে প্রবেশকে অন্যতম উল্লেখযোগ্য ঘটনা হিসেবে দেখা হচ্ছে।

উল্লেখ্য, বিহার বিধান পরিষদের ১০টি আসনের নির্বাচন আগামী ১৮ জুন অনুষ্ঠিত হবে।

এদিকে, জনতা দল (ইউনাইটেড) চারজন প্রার্থীর নাম ঘোষণা করেছে। তাঁরা হলেন নিশান্ত কুমার, ভারতী মেহতা, শিবরানি দেবী প্রজাপতি এবং লালন প্রসাদ।

অন্যদিকে, লোক জনশক্তি পার্টি (রামবিলাস) এমএলসি নির্বাচনের জন্য আশরাফ আনসারিকে প্রার্থী করেছে।

খান স্যারের বিরুদ্ধে এফআইআর: 'কোচিং মাফিয়া'র বিরুদ্ধে কড়া পদক্ষেপের দাবি এনডিএর, শিক্ষাবিদকে নিশানা করার অভিযোগ বিরোধীদের

নয়াদিল্লি, ৬ জুন (আইএএনএস): জনপ্রিয় ইউটিউবার ও শিক্ষাবিদ ফৈজল খান ওরফে 'খান স্যার'-এর বিরুদ্ধে এফআইআর দায়েরকে কেন্দ্র করে রাজনৈতিক তরজা তীব্র হয়েছে। এনডিএ নেতারা আইনের শাসনের কথা তুলে ধরে তথাকথিত 'কোচিং মাফিয়া'র বিরুদ্ধে কঠোর পদক্ষেপের দাবি জানিয়েছেন। অন্যদিকে, পূর্ণিয়ার সাংসদ পাপ্পু যাদবের অভিযোগ, খান স্যারকে উদ্দেশ্যপ্রণোদিতভাবে নিশানা করা হচ্ছে।

গত ২ জুন পাটনার কদমকুয়ান এলাকার একটি কোচিং প্রতিষ্ঠানে অশান্তির ঘটনায় খান স্যারের বিরুদ্ধে এফআইআর দায়ের করা হয়েছে। একই মামলায় তাঁর গ্রেফতার হওয়া দুই নিরাপত্তারক্ষী এবং আরও কয়েকজন অজ্ঞাতপরিচয় ব্যক্তির বিরুদ্ধেও অভিযোগ দায়ের হয়েছে।

পুলিশ সূত্রে জানা গেছে, জিজ্ঞাসাবাদের সময় গ্রেফতার হওয়া দুই দেহরক্ষী দাবি করেছেন যে, ফৈজল খানের নির্দেশেই তাঁরা .৩১৫ বোরের রাইফেল থেকে গুলি চালিয়েছিলেন।

এ প্রসঙ্গে বিহার বিজেপি সভাপতি সঞ্জয় সারাওগি বলেন, ''যে-ই আইন ভাঙুক, তাকে তার পরিণতি ভোগ করতেই হবে। মুখ্যমন্ত্রী স্পষ্ট করে দিয়েছেন যে পুলিশকে স্বাধীনভাবে কাজ করার সুযোগ দেওয়া হয়েছে।''

তিনি আরও বলেন, ''কেউ যতই প্রভাবশালী হোক বা সাধারণ মানুষ হোক, আইনের চোখে সবাই সমান। আইন লঙ্ঘন করলে তার জবাবদিহি করতেই হবে।''

জনতা দল (ইউনাইটেড)-এর মুখপাত্র নীরজ কুমারও একই সুরে বলেন, আইনের প্রয়োগ সবার জন্য সমান। তিনি সতর্ক করে বলেন, শিক্ষার্থীদের মানসিক স্বাস্থ্যের উপর নেতিবাচক প্রভাব ফেলতে চাওয়া ব্যক্তিদের বিরুদ্ধে আইনানুগ ব্যবস্থা নেওয়া হবে।

এদিকে বিজেপি নেতা টি.আর. শ্রীনিবাস অভিযোগ করেন, ''এটি একটি বড় কোচিং মাফিয়া নেটওয়ার্ক, যা শুধু বিহারেই নয়, রাজস্থান, দিল্লি-সহ বিভিন্ন রাজ্যে ছড়িয়ে রয়েছে।''

তিনি কেন্দ্রীয় শিক্ষামন্ত্রী, কেন্দ্র সরকার এবং বিহার, রাজস্থান-সহ সংশ্লিষ্ট রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রীদের কাছে বিশেষ তদন্তকারী দল (সিট) গঠনের আবেদন জানান, যাতে এই ধরনের প্রতিষ্ঠানের বিরুদ্ধে তদন্ত করা যায়।

শ্রীনিবাসের অভিযোগ, কিছু কোচিং প্রতিষ্ঠান শিক্ষার আড়ালে সরকারের বিরুদ্ধে প্রভাবশালী বক্তব্য প্রচার করছে। তাঁর দাবি, ''এগুলিকে এখনই নিয়ন্ত্রণ করা না গেলে ভবিষ্যতে শিক্ষার্থীদের নেতিবাচক প্রচারের কাজে ব্যবহার করা হতে পারে।''

অন্যদিকে, পূর্ণিয়ার সাংসদ পাপ্পু যাদব বলেন, ''বিহারের প্রায় ৩০ শতাংশ কোচিং প্রতিষ্ঠান দেশের অন্যান্য নামী কোচিং কেন্দ্র, এমনকি কোটার প্রতিষ্ঠানগুলির থেকেও বেশি সম্মানিত। তবে ৬০ থেকে ৭০ শতাংশ কোচিং সেন্টার সঠিকভাবে পরিচালিত হচ্ছে না এবং সেখানেই নানা ষড়যন্ত্রের জন্ম হচ্ছে।''

তিনি আরও বলেন, কিছু ইউটিউবার এবং কনটেন্ট নির্মাতা ভুল তথ্য ছড়াচ্ছেন। শিক্ষার্থীদের উদ্দেশে তাঁর আবেদন, ''এ ধরনের বিষয়ে জড়াবেন না এবং ইনস্টাগ্রামের মতো সামাজিক মাধ্যমে বিভ্রান্তিকর তথ্য প্রচার করবেন না।''

তবে পাপ্পু যাদব স্বীকার করেন যে, ''ভুল যে কারও হতে পারে, খান স্যারের দেহরক্ষীদেরও হয়েছে।'' একই সঙ্গে তিনি প্রশ্ন তোলেন, ''ভুল যদি তাঁর দেহরক্ষীরা করে থাকে, তাহলে খান স্যারকে কেন এই ঘটনায় জড়ানো হচ্ছে?'' তাঁর দাবি, শিক্ষাবিদকে ব্যক্তিগতভাবে টার্গেট করা হচ্ছে।ঘটনায় তদন্ত অব্যাহত রয়েছে এবং পুলিশ আরও তথ্য সংগ্রহ করছে।

রাষ্ট্রসংঘ নিরাপত্তা পরিষদের সামান্য সংস্কার যথেষ্ট নয়, স্থায়ী সদস্য বৃদ্ধি অপরিহার্য: ভারতের বক্তব্য

রাষ্ট্রসংঘ, ৬ জুন (আইএএনএস): বর্তমান বিশ্বের চ্যালেঞ্জ মোকাবিলায় রাষ্ট্রসংঘের নিরাপত্তা পরিষদকে কার্যকর করে তুলতে শুধু সীমিত সংস্কার যথেষ্ট নয়, বরং স্থায়ী সদস্যপদ সম্প্রসারণসহ অর্থবহ সংস্কার প্রয়োজন বলে জানিয়েছে ভারত।

শুক্রবার রাষ্ট্রসংঘের সাধারণ পরিষদে নিরাপত্তা পরিষদের বার্ষিক রিপোর্ট নিয়ে আলোচনায় ভারতের স্থায়ী প্রতিনিধি পি হরিশ বলেন, "ষাটের দশকে শুধুমাত্র অস্থায়ী সদস্যপদ বৃদ্ধি করে যে সীমিত সংস্কার করা হয়েছিল, তা নিরাপত্তা পরিষদের কার্যপ্রণালিতে কোনও উল্লেখযোগ্য পরিবর্তন আনতে পারেনি।"

তিনি জোর দিয়ে বলেন, নিরাপত্তা পরিষদের প্রকৃত ও অর্থবহ সংস্কারের জন্য স্থায়ী এবং অস্থায়ী উভয় ধরনের সদস্যপদের সম্প্রসারণ অপরিহার্য।

পি হরিশের মতে, নিরাপত্তা পরিষদের বর্তমান কাঠামো এখনও ১৯৪৫ সালের বাস্তবতাকে প্রতিফলিত করে, যা তার কার্যকারিতাকে সীমাবদ্ধ করে রেখেছে।

তিনি বলেন, "আমরা সবাই স্বীকার করি যে বর্তমান ও ভবিষ্যতের চ্যালেঞ্জ মোকাবিলায় নিরাপত্তা পরিষদকে আরও উপযুক্ত ও কার্যকর করতে সংস্কার অত্যন্ত জরুরি।"

১৯৬৫ সালে নিরাপত্তা পরিষদের অস্থায়ী সদস্য সংখ্যা ১১ থেকে বাড়িয়ে ১৫ করা হলেও স্থায়ী সদস্যদের সংখ্যা অপরিবর্তিত ছিল। ফলে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ-পরবর্তী ক্ষমতার ভারসাম্যই বজায় থেকেছে।

বর্তমানে নিরাপত্তা পরিষদে পাঁচটি স্থায়ী সদস্য দেশযুক্তরাষ্ট্র, রাশিয়া, চীন, যুক্তরাজ্য এবং ফ্রান্সভেটো ক্ষমতা ভোগ করে। এই কাঠামো ১৯৪৫ সালে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের বিজয়ী শক্তিগুলির দ্বারা নির্ধারিত হয়েছিল এবং এখনও বহাল রয়েছে।

অন্যদিকে, ১৯৪৫ সালে রাষ্ট্রসংঘের সদস্য সংখ্যা ছিল ৫১। বর্তমানে তা বেড়ে ১৯৩-এ পৌঁছেছে। পাশাপাশি বৈশ্বিক অর্থনৈতিক ও ভূ-রাজনৈতিক বাস্তবতাও বদলেছে, যেখানে ভারতের মতো দেশ গুরুত্বপূর্ণ শক্তি হিসেবে উঠে এসেছে।

ভারত আরও উল্লেখ করেছে যে, আফ্রিকা মহাদেশে রাষ্ট্রসংঘের অধিকাংশ শান্তিরক্ষা অভিযান পরিচালিত হলেও আফ্রিকান দেশগুলির কোনও স্থায়ী প্রতিনিধিত্ব নিরাপত্তা পরিষদে নেই।

নিরাপত্তা পরিষদের বার্ষিক রিপোর্টের বর্তমান কাঠামোরও সমালোচনা করেন পি হরিশ। তাঁর মতে, রিপোর্টটি আরও বিশ্লেষণধর্মী হওয়া উচিত এবং আন্তর্জাতিক শান্তি ও নিরাপত্তা রক্ষার ক্ষেত্রে পরিষদের কার্যকারিতা, সীমাবদ্ধতা ও উন্নতির ক্ষেত্রগুলো স্পষ্টভাবে তুলে ধরা প্রয়োজন।

তিনি বলেন, শান্তিরক্ষা অভিযান নিরাপত্তা পরিষদের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ হাতিয়ার হলেও বর্তমান রিপোর্টে এসব অভিযানের কার্যক্রম, চ্যালেঞ্জ এবং ম্যান্ডেট পর্যালোচনার মতো গুরুত্বপূর্ণ বিষয় যথাযথভাবে প্রতিফলিত হয় না।

জাতীয় নিরাপত্তায় এআই ব্যবহারের জন্য বড় নির্দেশিকায় সই ট্রাম্পের, সেনা ও গোয়েন্দা ব্যবস্থায় দ্রুত প্রয়োগের উপর জোর

ওয়াশিংটন, ৬ জুন (আইএএনএস): জাতীয় নিরাপত্তা কাঠামোয় কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা (এআই)-এর ব্যবহার দ্রুত বাড়ানোর লক্ষ্যে একটি গুরুত্বপূর্ণ প্রেসিডেন্সিয়াল নির্দেশিকায় সই করেছেন মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প। নতুন নির্দেশিকায় মার্কিন সেনাবাহিনী ও গোয়েন্দা সংস্থাগুলিতে উন্নত এআই প্রযুক্তির দ্রুত প্রয়োগের পাশাপাশি নজরদারি, নিরাপত্তা ও জবাবদিহির জন্য নতুন নীতিমালা নির্ধারণ করা হয়েছে।

হোয়াইট হাউসের মতে, এই ন্যাশনাল সিকিউরিটি প্রেসিডেন্সিয়াল মেমোর্যান্ডাম এমন একটি কাঠামো তৈরি করবে, যার মাধ্যমে যুক্তরাষ্ট্রের সেনা সদস্য ও গোয়েন্দা কর্মকর্তাদের হাতে সর্বাধুনিক এআই সক্ষমতা পৌঁছে দেওয়া সম্ভব হবে, একই সঙ্গে এর দায়িত্বশীল ব্যবহারও নিশ্চিত করা হবে।

নির্দেশিকায় জাতীয় নিরাপত্তা সংক্রান্ত সংস্থাগুলিকে এআই প্রযুক্তি গ্রহণের গতি বাড়ানো, বাণিজ্যিক ও ওপেন-সোর্স প্রযুক্তিকে সরকারি কাজে উপযোগী করে তোলা, ব্যবহৃত সিস্টেমকে নিরাপদ ও নির্ভরযোগ্য রাখা এবং এআই-নির্ভর সিদ্ধান্তে মানবিক জবাবদিহি বজায় রাখার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।

ট্রাম্প মেমোর্যান্ডামে বলেছেন, "যুক্তরাষ্ট্রের জাতীয় নিরাপত্তার ইতিহাসে এআই অন্যতম রূপান্তরমূলক প্রযুক্তি হয়ে উঠবে।" তিনি আরও বলেন, যথাযথভাবে ব্যবহার করা হলে এআই শান্তিকাল ও যুদ্ধক্ষেত্র উভয় পরিস্থিতিতেই সেনাদের সুরক্ষা বাড়াতে সাহায্য করবে, বেসামরিক ক্ষয়ক্ষতি কমিয়ে আরও নির্ভুল অভিযান পরিচালনা সম্ভব করবে এবং প্রতিদ্বন্দ্বী দেশগুলির তুলনায় যুক্তরাষ্ট্রের প্রযুক্তিগত শ্রেষ্ঠত্ব বজায় রাখতে সহায়তা করবে।

নতুন নীতিতে এআই গ্রহণের চারটি মূল স্তম্ভ নির্ধারণ করা হয়েছে অ্যাডপশন (গ্রহণ), অ্যাডাপটেশন (অভিযোজন), অ্যাস্যুরেন্স (নির্ভরযোগ্যতা নিশ্চিতকরণ) এবং অ্যাকাউন্টেবিলিটি (জবাবদিহি)।মেমোর্যান্ডামে বলা হয়েছে, জাতীয় নিরাপত্তা ব্যবস্থায় ব্যবহৃত কোনও এআই সিস্টেম যেন কোনও বাণিজ্যিক সংস্থা বা প্রতিপক্ষ দেশের নিয়ন্ত্রণে না থাকে এবং তাদের দ্বারা অচল, দুর্বল বা পরিবর্তিত করা না যায়, তা নিশ্চিত করতে হবে।

এছাড়া ট্রাম্প প্রতিরক্ষা দফতরকে আগামী ৯০ দিনের মধ্যে স্বয়ংক্রিয় অস্ত্র ব্যবস্থার ওপর হালনাগাদ নির্দেশিকা প্রকাশের নির্দেশ দিয়েছেন। এআই প্রযুক্তির দ্রুত অগ্রগতির সঙ্গে তাল মিলিয়ে সেই নির্দেশিকা প্রতি বছর পর্যালোচনা করা হবে।

হোয়াইট হাউস জানিয়েছে, নতুন নীতির আওতায় বেসরকারি বিশেষজ্ঞদের নিয়ে একটি এআই ন্যাশনাল সিকিউরিটি স্ট্র্যাটেজিক রিজার্ভ গঠন করা হবে। পাশাপাশি অত্যাধুনিক মার্কিন এআই প্রযুক্তি সুরক্ষিত রাখতে বেসরকারি সংস্থাগুলির সঙ্গে অংশীদারিত্ব আরও জোরদার করা হবে।

প্রশাসনের দাবি, জাতীয় নিরাপত্তা সংস্থাগুলির ব্যবহৃত এআই প্রযুক্তি মতপ্রকাশের স্বাধীনতা দমনে, আদর্শগত পক্ষপাত চাপিয়ে দিতে বা অনুমোদনহীন ও বেআইনি নজরদারির কাজে ব্যবহার করা হবে না।

মেমোর্যান্ডামে স্পষ্টভাবে বলা হয়েছে, জাতীয় নিরাপত্তা ক্ষেত্রে এআই-এর ব্যবহার অবশ্যই মার্কিন সংবিধান, নাগরিক স্বাধীনতা এবং ব্যক্তিগত গোপনীয়তা সুরক্ষার আইন ও বিধির সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ হতে হবে।

এই নতুন নির্দেশিকার মাধ্যমে প্রেসিডেন্ট ট্রাম্প পূর্ববর্তী প্রশাসনের জারি করা ন্যাশনাল সিকিউরিটি মেমোর্যান্ডাম-২৫ বাতিল করেছেন। হোয়াইট হাউসের অভিযোগ, আগের নীতিমালায় অতিরিক্ত আমলাতান্ত্রিক জটিলতা ছিল এবং তা এআই গ্রহণের ক্ষেত্রে অপ্রয়োজনীয় বাধা তৈরি করেছিল।বিশ্বজুড়ে বিভিন্ন দেশ যখন সামরিক, গোয়েন্দা ও সাইবার নিরাপত্তা ক্ষেত্রে এআই ব্যবহারের পরিধি বাড়ানোর চেষ্টা করছে, তখন যুক্তরাষ্ট্রও এআই-কে জাতীয় নিরাপত্তা, অর্থনৈতিক প্রতিযোগিতা এবং কৌশলগত শক্তির অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ ক্ষেত্র হিসেবে বিবেচনা করছে।

নরওয়ে চেসে ঐতিহাসিক জয়, প্রজ্ঞানানন্দকে 'নির্ভীক' বলে প্রশংসায় ভাসালেন গৌতম আদানি

নয়াদিল্লি, ৬ জুন (আইএএনএস): নরওয়ে চেস টুর্নামেন্ট জিতে ইতিহাস গড়েছেন ভারতের তরুণ গ্র্যান্ডমাস্টার আর প্রজ্ঞানানন্দ। এই কৃতিত্বের পর তাঁকে অভিনন্দন জানিয়ে প্রশংসায় ভরিয়ে দিয়েছেন শিল্পপতি গৌতম আদানি।

সামাজিক মাধ্যম এক্স-এ আদানি লিখেছেন, ''নরওয়ে চেস টুর্নামেন্ট জয়ী প্রথম ভারতীয় হওয়ার জন্য প্রজ্ঞানানন্দকে অভিনন্দন। দাবা বিশ্বের অন্যতম কঠিন পরীক্ষায় বিশ্বের সেরা খেলোয়াড়দের হারিয়ে এই সাফল্য সত্যিই অসাধারণ। তবে আরও বিশেষ বিষয় হল, প্রজ্ঞানানন্দ যেভাবে খেলেননির্ভীক, মনোযোগী এবং গভীরভাবে ভারতীয়। তিনি উদীয়মান, তরুণ ভারতের আত্মবিশ্বাসের প্রতীক। গোটা দেশ তাঁর জন্য গর্বিত।''

অসলোতে অনুষ্ঠিত মর্যাদাপূর্ণ এই প্রতিযোগিতার শেষ রাউন্ডে জার্মানির ভিনসেন্ট কাইমার-কে পরাজিত করে শিরোপা নিশ্চিত করেন ২০ বছর বয়সি ভারতীয় তারকা। সাদা ঘুঁটি নিয়ে খেলতে নেমে প্রজ্ঞানানন্দ মধ্যখেলার ভুলগুলিকে কাজে লাগিয়ে কাইমারের বিরুদ্ধে স্পষ্ট সুবিধা অর্জন করেন। ৪৫তম চালে জয় নিশ্চিত করে তিনি মোট ১৮ পয়েন্ট সংগ্রহ করেন এবং ১ লক্ষ মার্কিন ডলারের শীর্ষ পুরস্কার জিতে নেন।

এই সাফল্য আরও তাৎপর্যপূর্ণ, কারণ ষষ্ঠ রাউন্ডের শেষে তিনি পয়েন্ট তালিকার একেবারে নিচে ছিলেন। সেখান থেকে টানা চারটি ক্লাসিক্যাল ম্যাচ জিতে দুর্দান্ত প্রত্যাবর্তন ঘটান তিনি।

প্রতিযোগিতায় দ্বিতীয় স্থান অধিকার করেন মার্কিন গ্র্যান্ডমাস্টার ওয়েসলি সো। শেষ রাউন্ডে তিনি আলিরেজা ফিরৌজা-র বিরুদ্ধে ড্র করেন এবং ১৭ পয়েন্ট নিয়ে শেষ করেন। ফিরৌজা ১৫.৫ পয়েন্ট নিয়ে তৃতীয় স্থানে শেষ করেন। অন্যদিকে বিশ্বের এক নম্বর দাবাড়ু ম্যাগনাস কার্লসেন ১৩ পয়েন্ট নিয়ে চতুর্থ স্থানে থাকেন। উল্লেখযোগ্যভাবে, এই টুর্নামেন্টে কার্লসেনকে দু'বার হারিয়েছেন প্রজ্ঞানানন্দ।

কাইমার ১১ পয়েন্ট নিয়ে পঞ্চম স্থানে শেষ করেন। বর্তমান বিশ্বচ্যাম্পিয়ন ডি গুকেশ মাত্র ৮ পয়েন্ট নিয়ে ষষ্ঠ ও শেষ স্থানে থেকে প্রতিযোগিতা শেষ করেন।

প্রজ্ঞানানন্দের এই জয়ের পথে ছিল টানা চারটি ক্লাসিক্যাল ম্যাচে সাফল্য, যার মধ্যে কার্লসেনের বিরুদ্ধে দ্বিতীয় জয় এবং গুকেশের বিরুদ্ধে গুরুত্বপূর্ণ পেনাল্টিমেট রাউন্ডের জয়ও রয়েছে। ২০২১ সালে কার্লসেনের পর নরওয়ে চেসে এটিই প্রথম চার ম্যাচের ক্লাসিক্যাল জয়ের ধারাবাহিকতা।

গণহত্যার প্রতিবাদে কালো দিবস পালন করল আমরা বাঙালি।

হরেকরকম হরেকরকম হরেকরকম

রোজ হাঁটার অভ্যাস শরীরে কী কী উপকার হয়

বিশ্বজুড়ে ডায়াবিটিস, ওবেসিটি আক্রান্তের সংখ্যা বেড়েই চলেছে। আজকাল কম বয়সিরাও ভুগছে হার্টের সমস্যায়। কৈশোরেই শরীরে বাসা বাঁধছে ফ্যাটি লিভার। আর এই সব রোগের পিছনে দায়ী লাইফস্টাইল। চিকিৎসকদের দাবি, অনিয়ন্ত্রিত ও অলস জীবনযাপনই বাড়িয়ে তুলছে এই ধরনের ক্রনিক লাইফস্টাইল ডিজিজ। তবে এই সব সমস্যা কমিয়ে ফেলতে পারেন শুধু হেঁটে। 'হার্ট অর্গানাইজেশন', 'আমেরিকান হার্ট অ্যাসোসিয়েশন' সহ একাধিক সংস্থার গবেষণা বলছে, সুস্থ থাকতে হলে সপ্তাহে অন্তত ১৫০ মিনিট হাঁটতে হবে। হৃদরোগ, স্ট্রোক, ডায়াবিটিস থেকে শুরু করে বিভিন্ন ধরনের ক্যান্সারের ঝুঁকি কমাতে এই ছোট্ট টোটকাই দারুণ ফল দেয়। রক্তচাপ, রক্তে শর্করার মাত্রা এবং কোলেস্টেরলের মাত্রা নিয়ন্ত্রণের ক্ষেত্রে ওষুধের মতোই কাজ করে হাঁটাহাঁটি।

অকাল মৃত্যুর ঝুঁকি কমে

কার্ডিওথোরাসিক সার্জন ডাঃ জেরেমি লন্ডন হাঁটার কয়েকটি উপকারিতা শেয়ার করেছেন ইনস্টাগ্রামে। তাঁর মতে, আপনি যত বেশি হাঁটবেন, তত বেশি সুফল পাবেন। কম হাঁটলেও ক্ষতি নেই। একটি সাম্প্রতিক গবেষণায় দেখা গিয়েছে, প্রতিদিন মাত্র ১০ মিনিট হাঁটলে অকাল মৃত্যুর ঝুঁকি ১৫ পর্যন্ত কমতে পারে। এর সঙ্গে পর্যাপ্ত ঘুম, সুষম আহার ও কায়িক পরিশ্রম সব কিছুই নির্ভর করছে।

হৃদরোগের ঝুঁকি হ্রাস

হাঁটলে গোটা দেহে রক্ত সঞ্চালন সচল থাকে। শরীরের প্রতিটা অঙ্গে অক্সিজেন ও পুষ্টি পৌঁছয়। পাশাপাশি এই অভ্যাস রক্তচাপ নিয়ন্ত্রণে রাখে এবং শর্করার মাত্রা বজায় রাখে। এ ছাড়া ওজন কমাতেও সাহায্য করে হাঁটার অভ্যাস। এর জেরে যেমন বিপাকীয় স্বাস্থ্য সুরক্ষিত থাকে, তেমনই হৃদরোগের ঝুঁকিও কমে যায়। রোজ ৩০ মিনিট করে হাঁটলেই হার্ট সচল থাকে।

মস্তিষ্কের কার্যকারিতা বৃদ্ধি

মস্তিষ্ক সচল রাখতেও হাঁটা জরুরি। হাঁটলে রক্ত সঞ্চালন বৃদ্ধি পায় এবং শরীরে নিউরোট্রান্সমিটার গুলো ঠিকমতো নিঃসৃত হয়। এর জেরে মস্তিষ্কও ঠিকমতো কাজ করতে পারে। সহজ কথায়, হাঁটা মস্তিষ্কের জন্য শরীরচর্চার কাজ করে। স্মৃতিশক্তি এবং কর্মক্ষমতা বাড়ায়। পাশাপাশি মানসিক চাপ কমাতে সাহায্য করে। এর জেরে বিষণ্ণতা, অবসাদ এড়ানো যায়।

বকাঝকা না করে খুদের আগ্রহ কী করে বাড়াবেন

অল্প বয়সে পড়াশোনায় অমনোযোগী হওয়া অস্বাভাবিক কিছু নয়, সেটাই সাধারণ বিষয়। বরং এই সময় চঞ্চল না হওয়াটাই ব্যতিক্রম। তাই বলে সন্তান না চাইলে তাকে ছেড়েও দেওয়া যায় না। তার ভবিষ্যতের জন্যই লেখাপড়াটাও খেলাধুলোর মতোই গুরুত্বপূর্ণ। তবে সন্তানকে পড়াশোনার জন্য সব সময় বকাঝকা বা চাপ দেওয়ার প্রয়োজন নেই। বরং সঠিক উপায়ে পাশে থাকলে শিশুর মধ্যে নিজে থেকেই পড়াশোনার আগ্রহ তৈরি হতে পারে। অনেক অভিভাবকেরই একটি অতি সাধারণ অভিযোগ, স্কুল থেকে ফিরে সন্তান পড়তে বসতে চায় না। হোমওয়ার্ক করতে অনীহা দেখায় কিংবা মোবাইল ও টিভির প্রতি বেশি আকৃষ্ট থাকে। তবে বিশেষজ্ঞদের মতে, জোরজবরদস্তি করলে পরিস্থিতি আরও খারাপ হতে পারে। এতে ভয়ে প্রথমে কিছুদিন পড়তে বসলেও, তাতে ভালোবাসা তৈরি হয় না। তাই অনীহা আরও বাড়তে থাকে। বদলে কিছু সহজ কৌশল অবলম্বন করলে পড়াশোনা শিশুর কাছে আরও আনন্দের বিষয় হয়ে উঠতে পারে। কী করতে পারেন?

নির্দিষ্ট রুটিন

প্রথমেই প্রয়োজন একটি নির্দিষ্ট রুটিন তৈরি করা। স্কুল থেকে ফিরেই পড়তে বসানোর পরিবর্তে কিছুটা সময় খেলাধুলা বা শরীরচর্চার সুযোগ দেওয়া উচিত। এতে শিশুর মানসিক ক্লান্তি দূর হয় এবং পরে পড়ার সময় মনোযোগও বাড়ে। বিশেষজ্ঞরা মনে করেন, নিয়মিত রুটিন শিশুদের মধ্যে শৃঙ্খলা তৈরি করে এবং পড়াশোনার প্রতি ইতিবাচক মনোভাব গড়ে তোলে।

পড়ার টেকনিকে ট্যুইস্ট

শুধু বই মুখস্থ করানো নয়, পড়াশোনাকে বাস্তব জীবনের সঙ্গে যুক্ত করে বোঝানোও গুরুত্বপূর্ণ। গল্প, ছবি বা মজার উদাহরণের মাধ্যমে কোনও বিষয় শেখালে শিশুরা সহজে বুঝতে পারে এবং দীর্ঘ দিন মনে রাখতে পারে। বর্তমানে শিক্ষাবিদরাও এই 'ফান লার্নিং'-এর উপর জোর দিচ্ছেন, এতে শেখার প্রক্রিয়া চাপমুক্ত ও আকর্ষণীয় হয়।

ছোট ছোট ভাগে পড়া ভাগ করা

একটানা দীর্ঘ সময় পড়াশোনা করানোর বদলে ছোট ছোট ভাগে পড়া ভাগ করে দেওয়া ভালো। একটি বিষয় পড়ার পর কিছু সময় বিরতি দিলে শিশুর মন সতেজ থাকে। সেই বিরতিতে ছবি আঁকা, পাজল সমাধান বা সৃজনশীল কোনও কাজে যুক্ত করা যেতে পারে। এতে একঘেয়েমি কমে এবং মোবাইলের প্রতি নির্ভরতা কমতে পারে।

নিজের ভাষায় পড়া শেখা

শিশুকে শেখানো বিষয় নিজের ভাষায় আবার বলতে বলুন। সে যদি বিষয়টি আপনাকে বুঝিয়ে বলতে পারে, তাহলে বোঝা যায় যে সত্যিই বিষয়টি বুঝেছে। পাশাপাশি লিখে অনুশীলনের অভ্যাসও স্মৃতিশক্তি বাড়াতে সাহায্য করে। শুধু নম্বরের জন্য প্রশংসা না করে তার চেষ্টা, পরিশ্রম এবং অগ্রগতির প্রশংসা করা উচিত। এতে আত্মবিশ্বাস বাড়ে এবং ব্যর্থতার ভয় কমে।

পরিবেশ গুরুত্বপূর্ণ

সন্তানের পড়াশোনার জন্য শান্ত ও ইতিবাচক পরিবেশ তৈরি করাও অভিভাবকদের দায়িত্ব। পর্যাপ্ত ঘুম, পুষ্টিকর খাবার এবং সীমিত স্ক্রিন টাইম শিশুর মনোযোগ বৃদ্ধিতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। পরীক্ষার সময় অতিরিক্ত চাপ সৃষ্টি না করে বরং তার পাশে থাকা, উদ্বেগের কথা শোনা এবং প্রয়োজন হলে মানসিক সমর্থন দেওয়াই সবচেয়ে জরুরি। মনে রাখবেন, ভালো ফলের চেয়ে গুরুত্বপূর্ণ হল শেখার প্রতি ভালোবাসা এবং আত্মবিশ্বাসী মানসিকতা গড়ে তোলা।

ঘুম ভাঙা মাত্র মোবাইলে চোখ ব্যাপক ক্ষতি

বিছানায় একটা বালিশ কম থাকলেও চলবে। কিন্তু ঘুমোনোর সময়ে পাশে মোবাইল থাকা চাই। আজকাল আর কেউ অ্যালার্ম দেওয়া ঘড়ি ব্যবহার করেন না। মোবাইলেই সেট করা থাকে অ্যালার্ম। সেটা বাজা মাত্র ঘুম চোখে হাতড়াতে থাকেন মোবাইল ফোন। চোখ রগড়াতে রগড়াতে আঙুল ঠেকান স্মার্টফোনের স্ক্রিনের। সারা রাত ধরে জমা হওয়া নোটিফিকেশন, মেসেজ দেখে দিন শুরু করেন। ভার্চুয়াল দুনিয়ায় ঠিক কী কী হচ্ছে তা দেখে দিনের শুরু। এই অভ্যাসকে 'আপডেটেড' থাকা বলতে পারেন। কিন্তু চিকিৎসকরা বলছে, এই অভ্যাসে ক্ষতি হচ্ছে আপনার ব্রেনের। ব্যাপক প্রভাব পড়ছে মানসিক স্বাস্থ্যে। অ্যানেস্থেসিওলজিস্ট এবং ইন্টারভেনশনাল পেইন মেডিসিন বিশেষজ্ঞ ডাঃ কুনাল সুদ ইনস্টাগ্রামে এক ভিডিয়ো শেয়ার করে জানিয়েছেন, ঘুম থেকে উঠেই স্মার্টফোন ঘাঁটলে কী কী সমস্যায় পড়তে পারেন। এই অভ্যাস কী ভাবে ক্ষতি করে মন ও মাথার।

ইনফরমেশনে ওভারলোড— ঘুম ভাঙার পরে মস্তিষ্ক ও স্নায়ুতন্ত্র অত্যন্ত সংবেদনশীল অবস্থায় থাকে। সেগুলো ধীর গতিতে কাজ করে। ওই সময়ে মনোযোগ, আবেগ নিয়ন্ত্রণ বা সিদ্ধান্ত নেওয়ার মতো কাজগুলো ঠিকমতো করা যায় না। ব্রেন ও নার্ভ অ্যাক্টিভ হতে কিছুটা সময় নেয়। ওই মুহূর্তে আপনি যদি মোবাইল ঘাঁটেন, তা হলে মস্তিষ্কের উপর ব্যাপক চাপ সৃষ্টি হয়। একসঙ্গে একাধিক তথ্য বোঝা বা চিন্তাভাবনা করার জন্য মস্তিষ্ক প্রস্তুত থাকে না। এর জেরে মস্তিষ্কের উপর অস্বাভাবিক চাপ সৃষ্টি হয় এবং এর জেরে মানসিক ক্লান্তি তৈরি হয়।

অ্যাংজাইটি বাড়ে— সকালে ঘুম থেকে ওঠার পরে স্বাভাবিক ভাবেই শরীরে কর্টিসল (স্ট্রেস হরমোন) লেভেল বেশি থাকে। এই হরমোন জেগে উঠতে সাহায্য করে। আপনি যখন ঘুম ভাঙা চোখে মোবাইল চেক করেন, তখন এই হরমোনের মাত্রা আরও বেড়ে যায়। মানসিক চাপ তৈরি করে এমন সোশ্যাল মিডিয়ার পোস্ট, মেসেজের জেরে কর্টিসলের ক্ষরণ আরও বেড়ে যায়। এর জেরে অ্যাংজাইটি ও স্ট্রেস বাড়ে এবং স্নায়ুতন্ত্র উত্তেজিত হয়ে পড়ে। পাশাপাশি এই ধরনের অভ্যাস 'Anxiety Loop' তৈরি হয়, যা ক্রনিক স্ট্রেসের কারণ হয়ে দাঁড়ায়। মানসিক চাপ নিয়ন্ত্রণ করতে হলে এই অভ্যাসও ছাড়া উচিত।

সামান্য অসাবধানতাই ডেকে আনে বড় ক্ষতি

সম্প্রতি দিল্লির মালব্য নগরের হোটেলে ভয়াবহ অগ্নিকাণ্ডের ঘটনা নাড়িয়ে দিয়েছে গোটা দেশকে। একই সঙ্গে একাধিক মানুষের মৃত্যুর ঘটনা আবারও বাড়ির অগ্নি-নিরাপত্তা নিয়েও প্রশ্ন তুলে দিয়েছে। অনেকেই মনে করেন গ্যাস সিলিন্ডার বা মোমবাতিই আগুন লাগার প্রধান কারণ। কিন্তু বাস্তবে বাড়ির ভিতরে থাকা আরও অনেক সাধারণ জিনিস থেকেও বড় দুর্ঘটনা ঘটতে পারে। সামান্য সচেতনতা ও কিছু সতর্কতা মেনে চললেই সেই আগুন লাগার ঝুঁকি অনেকটাই কমানো সম্ভব। কী করবেন?

১. রান্নাঘরে অসাবধানতা

বাড়িতে আগুন লাগার সবচেয়ে সাধারণ কারণগুলির মধ্যে অন্যতম হলো রান্নাঘর। রান্না করতে গিয়ে গ্যাস জ্বালিয়ে রেখে অন্য কাজে ব্যস্ত হয়ে পড়া, অতিরিক্ত উচ্চ তাপমাত্রায় রান্না করা বা গ্যাস ওভেনের পাশে কাপড়, কাগজ বা অন্যান্য দাহ্য বস্তু রাখা বিপদের কারণ হতে পারে। তাই রান্নার সময় সবসময় সতর্ক থাকা এবং রান্নাঘর পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন রাখা অত্যন্ত জরুরি। কাজ হয়ে গেলে ওভেনের সঙ্গে সঙ্গে সিলিন্ডারের নব বন্ধ করতে কখনও ভুলবেন না।

২. পুরোনো বৈদ্যুতিক তার ও ওভারলোডেড সকেট

বাড়ির পুরোনো বা ক্ষতিগ্রস্ত বৈদ্যুতিক তার অনেক সময় বড় অগ্নিকাণ্ডের কারণ হয়ে দাঁড়ায়। একই সকেটে একাধিক বৈদ্যুতিক যন্ত্র লাগালে অতিরিক্ত চাপ তৈরি হয়, যা শর্ট সার্কিটের ঝুঁকি বাড়ায়। অনেক ক্ষেত্রে দেওয়ালের ভিতরে শর্ট সার্কিট থেকে আগুন ছড়িয়ে পড়তে পারে। তাই নির্দিষ্ট সময় অন্তর বাড়ির বৈদ্যুতিক লাইন ও যন্ত্রপাতি পরীক্ষা করানো উচিত।

৩. চার্জার, ব্যাটারি ও ইলেকট্রনিক ডিভাইস

মোবাইল ফোন, ল্যাপটপ, পাওয়ার ব্যাঙ্ক বা অন্যান্য রিচার্জেবল ডিভাইসের ব্যাটারিও অগ্নিকাণ্ডের কারণ হতে পারে। নিম্নমানের বা নকল চার্জার ব্যবহারের ফলে ব্যাটারি অতিরিক্ত গরম হয়ে যেতে পারে। রাতভর মোবাইল বা অন্য ডিভাইস চার্জে লাগিয়ে না রাখাই ভালো। এতে ওভারহিটিংয়ের ঝুঁকি কমে।

৪. মোমবাতি ও খোলা আগুন

মোমবাতি, ধূপকাঠি, প্রদীপ, বারবিকিউ বা অন্যান্য খোলা আগুনের উৎস ব্যবহার করার সময় অতিরিক্ত সতর্কতা প্রয়োজন। এগুলি যদি পর্দা, কাগজ, কাপড় বা অন্য কোনও দাহ্য বস্তুর কাছাকাছি থাকে, তাহলে মুহূর্তের মধ্যে আগুন ছড়িয়ে পড়তে পারে। বাড়ি থেকে বেরোনোর আগে সব ধরনের খোলা আগুন সম্পূর্ণ নিভিয়ে দেওয়া উচিত।

৫. অ্যারোসল ক্যান ও দাহ্য পদার্থ

ডিওডোরেন্ট, এয়ার ফ্রেশনার বা ড্রাই শ্যাম্পুর মতো অ্যারোসল ক্যান অতিরিক্ত তাপের সংস্পর্শে এলে বিস্ফোরিত হতে পারে। তাই এগুলি কখনও গ্যাসের চুলা, হিটার বা সরাসরি রোদের মধ্যে রাখা উচিত নয়।

৬. অপ্রয়োজনীয় জিনিসপত্র জমিয়ে রাখা

বাড়িতে অতিরিক্ত কাগজ, পুরোনো কাপড় বা অন্যান্য দাহ্য বস্তু জমিয়ে রাখলে আগুন দ্রুত ছড়িয়ে পড়তে পারে। পাশাপাশি জরুরি পরিস্থিতিতে দ্রুত বাড়ি থেকে বের হওয়াও কঠিন হয়ে পড়ে।

গ্রীষ্মকালে মুসৌরি ভ্রমণের গল্প

উড়োজাহাজে চড়তে আমার ভীষণ ভয়। জীবনে বহুবার সুযোগ পেয়েছি বিমানে চড়ে ঘুরতে যাওয়ার, এমনকি বিদেশ যাওয়ারও সুযোগ এসেছে। কিন্তু সেই বিমানে ওঠার ভয়েই আর বিদেশযাত্রা হয়ে ওঠেনি। ছোটবেলা থেকে বয়ে আনা এক মানসিক ভীতিমা ভয় পেতেন, তাই আমিও যেন অজান্তেই ভয়টাকে আপন করে নিয়েছি।

তবে এ জীবনের শেষ বয়সে এসে ভাবলামভয় কীসের!

কলকাতার অসহনীয় গরম থেকে মুক্তি পেতে পাহাড়ের আশ্রয়ে ছুটলাম। ছেলে আর বৌমার ইচ্ছা, এবার একটু "বাইরের পাহাড়ে" যাওয়া হোক। দার্জিলিং নাকি আমাদের "ঘরের পাহাড়"; তাই এবার গন্তব্য গাড়োয়াল ও কুমায়নের পাহাড়। বুক ভরা সাহস নিয়ে নাতিকে বুকে আঁকড়ে চেপে বসলাম উড়োজাহাজে। প্রায় আড়াই ঘণ্টা আতঙ্কে কাটিয়ে পৌঁছালাম দিল্লি। বিমানবন্দর থেকে বেরোতেই তীব্র গরম যেন ঝাঁপিয়ে পড়ল শরীরে। তাড়াতাড়ি গাড়িতে উঠে পৌঁছে গেলাম গুরুগামের এক হোটেলে। বাইরে তখন ৪৫ ডিগ্রি তাপমাত্রা, আর ভেতরে শীতল আরাম।

সন্ধ্যায় গুরুগাম ঘুরে দেখলামএ যেন অন্য এক পৃথিবী। বিশাল বিশাল আবাসন, সুউচ্চ অফিস ভবন, ঝলমলে আলোসবকিছুতেই আধুনিকতার স্পষ্ট ছাপ।

পরদিন সকাল ন'টা নাগাদ বেরিয়ে পড়লাম দেরাদুনের উদ্দেশে। পথে কয়েকবার থামতে থামতে প্রায় পাঁচ ঘণ্টায় পৌঁছালাম সেখানে। জুন মাসের শেষভাগসারা উত্তর ভারত তখন দাবদাহে পুড়ছে, দেরাদুনও তার ব্যতিক্রম নয়।

পনেরো বছর আগের দেরাদুন আর আজকের দেরাদুনদুই যেন সম্পূর্ণ আলাদা শহর। কোথাও যেন দারিদ্র্যের ছাপ চোখে পড়ে না। শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, সহস্রধারা, শিবমন্দির, সাইমন্দির, সুন্দর সব পার্কসব মিলিয়ে সাজানো শহর। রোপওয়েতে সহস্রধারায় ওঠা এক অন্যরকম মানসিক তৃপ্তি দেয়। যদিও এই প্রচণ্ড গরমে সৌন্দর্যও যেন ক্লান্ত লাগে। ঘণ্টা দুয়েক কাটিয়ে রওনা দিলাম মুসৌরির পথে। এর আগে অক্টোবরের শেষে এসেছিলাম দেরাদুনে, তখন আবহাওয়া ছিল অপূর্ব। তাই ভেবেছিলাম পাহাড়ি শহর মুসৌরিও নিশ্চয়ই বেশ ঠান্ডা থাকবে। কিন্তু বাস্তব অন্য কথা বলল।

৩৪ কিলোমিটারের পথ এক ঘণ্টায় পেরিয়ে পৌঁছালাম মুসৌরিতে। দুপুর তিনটে। কোনও গরম জামা লাগল না। তবে ৩৮ ডিগ্রি থেকে ২৬ ডিগ্রিতে এসে শরীর-মন কিছুটা জুড়িয়ে গেল। এই সময় দার্জিলিংয়ে কিন্তু হালকা গরম জামা পরার প্রয়োজন হয়; সেখানে তখন তাপমাত্রা প্রায় ২১ ডিগ্রি। হোটেলে উঠে ফ্রেশ হয়ে যেন প্রাণ ফিরে পেলাম। মুসৌরিউত্তরাখণ্ডের এই মনোরম হিল স্টেশনটির অবস্থান প্রায় ৭,০০০ ফুট উচ্চতায়। অবাক হলাম, এখানেও তেমন ঠান্ডা নেই। মনে হলো, উন্নয়নের অতিরিক্ত চাপেই যেন "পাহাড়ের রানি" একটু উষ্ণ হয়ে উঠেছেন। তবু তাঁর অপার সৌন্দর্য্য আজও অমলিন। সেই নৈসর্গিক পর্বতমালা আজও সমানভাবে পর্যটকদের আকর্ষণ করে। সন্ধ্যায় গেলাম লাল টিব্বায় সূর্য্যাস্ত দেখতে। মুসৌরির সর্বোচ্চ স্থান এটি। দূরে বরফঢাকা পর্বতশৃঙ্গ, আর অস্তগামী সূর্যের লাল আভাদৃশ্যটা যেন মনকে গভীর প্রশান্তিতে ভরিয়ে দিল। কিছুক্ষণ আগেও যে সূর্য্যের তাপে শরীর অশান্ত ছিল, সেই সূর্য্যাস্তই এখন চোখে এনে দিল শান্তি।

আমাদের হোটেল ছিল মলরোডের উপরেই। রাতে আমি একটু বিশ্রাম নিতে গেলাম, আর বাকি সবাই ব্যস্ত হয়ে পড়ল কেনাকাটায়। পরে ব্যালকনিতে বসে নীচের ভিড় দেখে মনে হচ্ছিলএ যেন কলকাতার নিউ মার্কেট! পর্যটকের ঢল, দোকানের সারি, আলো আর কোলাহলগ্যাংটকের সঙ্গে কিছুটা মিল খুঁজে পেলাম। পরদিন সকালে বেরোলাম কেম্পটি জলপ্রপাত দেখতে। হোটেল থেকে প্রায় ১৬ কিলোমিটার দূরে। রাস্তা অত্যন্ত সুন্দর। কেম্পটি পৌঁছাতে কিছুটা হাঁটতে হয়, যদিও রোপওয়ের ব্যবস্থাও আছে। প্রায় ৪০ ফুট উঁচু এই জলপ্রপাত নীচে নেমে উপভোগ করতে হয়। প্রচুর মানুষ তখন ঝর্নার জলে স্নান করছে। এই কেম্পটি নদীর জল নাকি যমুনার সঙ্গে মিলিত হয়।

ভাবতে ভালো লাগেব্রিটিশরাই আমাদের এই সব পাহাড়ি শহরের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিয়েছিল। দার্জিলিং, মুসৌরি, শিমলা, নৈনিতাল, ডালহৌসি, শিলং কিংবা দক্ষিণের উটি ও কোড়াইকানালসব জায়গাতেই তাদের স্মৃতি জড়িয়ে আছে।

শোনা যায়, ব্রিটিশরা এখানে পিকনিক করতে আসতেন। তাঁবু খাটিয়ে ক্যাম্প করতেন, আর চা খেতেন। সেখান থেকেই নাকি নাম হয়েছে "ক্যাম্প-টি" বা "কেম্পটি"। অদ্ভুত হলেও মজার মিল। জলপ্রপাতের উচ্ছ্বাস মন আর শরীর দুটোই জুড়িয়ে দেয়। নীচে নামার পথে সারি সারি দোকানপর্যটকদের কোলাহলে মুখর চারদিক।

আজ মুসৌরিতে শেষ রাত। ব্যালকনিতে বসে আছি আমরা দু'জনেব্রামনী আর আমি। দু'জনেই হয়তো ডুবে আছি অতীতের স্মৃতিতে।

সময় কত দ্রুত ফুরিয়ে যায়!

আজ থেকে তিরিশ বছর আগের সেই মুসৌরি মনে পড়ছে। তখন ছেলে ছোট, তাকে প্যারাম্বুলেটারে করে ঘুরিয়েছিলাম এখানে। আমরা চার বন্ধু এসেছিলাম স্ত্রীদের নিয়ে। কী আনন্দে কেটেছিল তিনটি দিন! তখন এত হোটেল ছিল না, এত ভিড়ও নয়। পাহাড় যেন অনেক বেশি নিজের ছিল।আজ সব বদলে গেছে। চার বন্ধুর মধ্যে শুধু আমিই রয়ে গেছি। সমীর, সচী আর দিলীপ পৃথিবীর মায়া ত্যাগ করে চলে গেছে। আজ খুব মনে পড়ছে ওদের কথা। তবু একটা আনন্দ রয়ে গেলআমি ভাগ্যবান। কারণ তিন প্রজন্মকে একসঙ্গে নিয়ে আবার ফিরে দেখতে পারলাম আমার পুরোনো স্মৃতির নুড়িপাথরগুলো। কাল রওনা দেব ঋষিকেশের পথে। আজ এখানেই ইতি। ঋষিকেশের গল্প ও অভিজ্ঞতা নিয়ে আবার ফিরে আসব।

ওয়ার্কআউটের মাঝে ঘন ঘন জল খাওয়া ভাল না খারাপ

ব্যায়াম করলে স্বাভাবিক ভাবেই ঘাম হবে। ভারী শরীরচর্চা করতে গিয়ে হাঁপিয়েও যাবেন। এটাই স্বাভাবিক এবং এটাই স্বাস্থ্যের জন্য জরুরি। কিন্তু এই ঘাম হওয়া ও হাঁপিয়ে যাওয়ার মাঝে কি জল পান করা উচিত? অনেকের ধারণা ব্যায়ামের মাঝে ঘন ঘন জল খাওয়া উচিত নয়। এতে নাকি ওয়ার্কআউটের উপর প্রভাব পড়ে। কিন্তু আসল বিষয়টা কী? হাঁপিয়ে গেলেও কি ব্যায়ামের মাঝে জল খাওয়া চলবে না? চলুন জেনে নেওয়া যাক।

ব্যায়ামের মাঝে জল খাওয়া কি ঠিক?

ব্যায়ামের মাঝে ঘন ঘন জল খাওয়া নিয়ে ভ্রান্ত ধারণা রয়েছে। অনেকে মনে করে, এতে পেট ভার হয়ে যায় এবং অস্বস্তি তৈরি হয়। তাই হাজার কষ্ট হলেও ব্যায়াম শেষ না হওয়া পর্যন্ত অনেকে জল খা না। কিন্তু এই ধারণা সত্য নয়। আসল সমস্যা হলো জল পান করা নয়, বরং কম সময়ের ব্যবধানে অনেকটা পরিমাণে জল খাওয়া। ওয়ার্কআউটের সময়ে ঘাম হওয়া বা হাঁপিয়ে যাওয়া খুব সাধারণ। এই সময়ে যদি ঘন ঘন এবং অনেকটা পরিমাণে জল পান করেন, তখন স্বাভাবিক ভাবেই পেটে অস্বস্তি তৈরি হয়। ব্যায়ামের সময়ে এক ঢোক করে বা অল্প অল্প করে জল খেতে পারেন। ব্যায়ামের সময় হাইড্রেটেড থাকা জরুরি কেন? শরীরচর্চার সময়ে একেবারে জল না খাওয়ার ভুল করবেন না। বরং, এই সময়ে শরীরকে হাইড্রেটেড রাখা জরুরি। অন্যথায়, শরীর ক্লান্ত হয়ে পড়বে এবং ব্যায়াম করতে পারবেন না। শরীরের তাপমাত্রা নিয়ন্ত্রণ করার জন্য এই সময়ে প্রচণ্ড ঘাম হয়। এই ঘামের মাধ্যমে শরীর থেকে প্রচুর তরল বেরিয়ে যায়। এখান থেকে ডিহাইড্রেশনের ঝুঁকি তৈরি হয়। এই সময়ে সামান্য ডিহাইড্রেশনও ওয়ার্কআউট করার ক্ষমতা কমিয়ে দিতে পারে। এটি আপনার স্ট্যামিনা, শক্তি, মনোযোগ এবং পেশির কার্যকারিতার উপর প্রভাব ফেলে। শরীরচর্চার সময়ে জল খাওয়া কতটা দরকার? শরীরচর্চার সময় ডিহাইড্রেশন পরোক্ষভাবে চোট পাওয়ার ঝুঁকিও বাড়িয়ে দেয়। ডিহাইড্রেশনের জেরে পেশি দুর্বল হয়ে পড়ে। আর পেশি ক্লান্ত হয়ে পড়লে তা জয়েন্টগুলোকে ঠিকমতো সাপোর্ট দিতে পারে না। তখন ওয়েট ট্রেনিং, রানিং বা হাই-ইনটেন্সিটির ব্যায়াম করলে শরীরের ভারসাম্য নষ্ট হতে পারে। ভুল মুভমেন্টের জেরে পেশি, লিগামেন্ট এবং জয়েন্টে অতিরিক্ত চাপ পড়ে। বেশি চাপ পড়ে লিগামেন্ট ছিঁড়েও যেতে পারে। এ ছাড়া শরীরচর্চার সময়ে হাইড্রেটেড না থাকলে অতিরিক্ত ক্লান্তি, মাথা ঘোরা, মাথাব্যথা এবং পেশিতে খিঁচুনির মতো লক্ষণ দেখা দেবে।

ব্যায়ামের সময়ে কোন ধরনের পানীয়তে চুমুক দেবেন?

জলের কোনও বিকল্প নেই। ওয়ার্কআউটের মাঝে জল খেতে পারেন। তবে এই সময়ে যেহেতু ঘাম বেশি হয়, তা হলে ইলেক্ট্রোলাইট পানীয় বেশি উপযোগী। নুন-চিনির জল বা ডাবের জল খেতে পারেন। তবে ঘামের মাধ্যমে হারানো তরল পূরণের জন্য জলই যথেষ্ট।

দারুচিনির জল চুলের বৃদ্ধি সাহায্য করে

কালো জিরে, মেথি, আমলকির সঙ্গে রোজমেরি, টক দই ব্যবহার হচ্ছে চুলের যত্নে। এর মাঝে সোশ্যাল মিডিয়ায় জোর তর্জা চলছে দারুচিনি জল নিয়ে। আয়ুর্বেদে দীর্ঘ দিন ধরে চুলের যত্নে দারুচিনি ব্যবহার হয়ে আসছে। এখন জেন জি-ও দারুচিনি জলের দিকে ঝুঁকছে। অনেকেরই দাবি, এই ভেষজ জল চুলের বৃদ্ধি ঘটায়, চুল পড়া কমায় এবং স্ক্যাল্পের যত্ন নেয়। দারুচিনি জল মাখলে কী কী উপকার পাবেন, চলুন জেনে নেওয়া যাক। দারুচিনি জল কী ভাবে চুলের বৃদ্ধিতে সাহায্য করে?

দারুচিনি স্ক্যাল্পে রক্ত সঞ্চালন বাড়াতে সাহায্য করে। এতে থাকা অ্যান্টিঅক্সিডেন্ট ও অ্যান্টি-মাইক্রোবিয়াল স্ক্যাল্পের প্রদাহ কমায় এবং চুল পড়া কমাতে সাহায্য করে। এর অ্যান্টি-ইনফ্লেমেটরি গুণ স্ক্যাল্পের অস্বস্তি দূর করে। এর চেয়ে চুল পড়া কমে। পাশাপাশি চুলের গোড়ায় অক্সিজেন ও পুষ্টি পৌঁছায়। এর জেরে চুলের বৃদ্ধি ঘটে। দারুচিনি জল নতুন চুল গজাতে সাহায্য করে। বাড়িতে কী ভাবে তৈরি করবেন দারুচিনি জল?

দু'কাপ জলে দু'টো দারুচিনির কাঠি ১৫ মিনিট অল্প আঁচে রেখে ফুটিয়ে নিন। মিশ্রণটি ঠান্ডা হলে স্প্রে বোতলে ভরে নিন। এ ছাড়া দারুচিনির পাউডার গরম জলে সারারাত ভিজিয়ে রাখতে পারেন। পরদিন সকালে ছেঁকে নিয়ে স্প্রে বোতলে ভরে ব্যবহার করতে পারেন। কী ভাবে ব্যবহার করবেন?

স্ক্যাল্পে স্প্রে করুন: স্ক্যাল্পে সরাসরি দারুচিনি জল স্প্রে করতে পারেন। মিশ্রণটি স্প্রে করে ৫ মিনিট মালিশ করুন। ৩০ মিনিট রেখে শ্যাম্পু করে নিন। হেয়ার ওয়াশ: শ্যাম্পু করার পরে চুল ও স্ক্যাল্পে দারুচিনি জল স্প্রে করে নিন। মিনিট দশেক রেখে কন্ডিশনার মেখে ধুয়ে ফেলুন। পরিষ্কার স্ক্যাল্পে দারুচিনি জল মাখলে বেশি উপকার পাবেন।

হেয়ার মাস্ক: নারকেল তেল, রোজমেরি অয়েল, আমন্ড অয়েল বা ক্যাস্টর অয়েলের সঙ্গে দারুচিনি জল মিশিয়ে চুলে মাখতে পারেন। এতে চুল নরম হবে এবং ফ্রিজিনেস দূর হবে। কাদের এটি ব্যবহার করা উচিত নয়? যাঁদের স্ক্যাল্পে এগজিমা, সোরিয়াসিস, কোনও ক্ষত আছে কিংবা ত্বক সংবেদনশীল,তাঁদের এটি এড়িয়ে চলা উচিত। সপ্তাহে দু'বারের বেশি দারুচিনি জল ব্যবহার না করাই ভালো। ভালো ফল পেতে টানা ১২ সপ্তাহ এটি ব্যবহার করতে পারেন।

গাজিয়াবাদে পুলিশের সঙ্গে সংঘর্ষে ৫০ হাজার টাকার পুরস্কার ঘোষিত দুষ্কৃতী গুলিবিদ্ধ, গ্রেফতার

গাজিয়াবাদ, ৬ জুন (আইএএনএস): উত্তরপ্রদেশের গাজিয়াবাদ জেলার লোনি থানার এলাকায় পুলিশের সঙ্গে সংঘর্ষে ৫০ হাজার টাকার পুরস্কার ঘোষিত এক দুষ্কৃতী গুলিবিদ্ধ হয়ে গ্রেফতার হয়েছে। অভিযুক্ত গৌরবের দুই পায়েই গুলি লাগে। পরে তাকে চিকিৎসার জন্য জেলা হাসপাতালে ভর্তি করা হয়।

পুলিশ সূত্রে জানা গেছে, গত ৩০ মে গনোলি গ্রামের বাসিন্দা ওমকার সিংহ অপহরণ মামলার অন্যতম অভিযুক্ত গৌরব নিতাউরা রোডের দিকে আসছে বলে লোনি থানার পুলিশ গোপন সূত্রে খবর পায়। সেই তথ্যের ভিত্তিতে নিতাউরা আন্ডারপাসের কাছে চেকিং অভিযান শুরু করে পুলিশ।

অভিযান চলাকালীন নিতাউরা দিক থেকে একটি মোটরসাইকেলে করে এক ব্যক্তিকে আসতে দেখা যায়। পুলিশ তাকে থামার সংকেত দিলেও সে নির্দেশ অমান্য করে পালানোর চেষ্টা করে। এরপর পুলিশ তাকে ধাওয়া করে।

পুলিশের দাবি, পালানোর সময় মোটরসাইকেলটি নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে পড়ে যায়। এরপর গৌরব পুলিশকর্মীদের লক্ষ্য করে প্রাণনাশের উদ্দেশ্যে গুলি চালায়। আত্মরক্ষার্থে পুলিশও পাল্টা গুলি চালায়। গুলির লড়াইয়ে গৌরবের দুই পায়ে গুলি লাগে এবং তাকে গ্রেফতার করা হয়।

গ্রেফতারের পর জিজ্ঞাসাবাদে গৌরব নাকি স্বীকার করেছে যে, সে ও তার সহযোগীরা মিলে ওমকার সিংহকে অপহরণ ও হত্যা করেছিল। পরে মৃতদেহটি মীরাটের রোহতা রোড সংলগ্ন গঙ্গানগর এলাকায় ফেলে দেওয়া হয় বলে সে জানিয়েছে।

পুলিশ জানিয়েছে, অপহরণ ও খুনের ঘটনায় লোনি থানায় মামলা দায়ের হয়েছে। ঘটনায় জড়িত বাকি অভিযুক্তদের গ্রেফতারের জন্য তল্লাশি চালানো হচ্ছে।

অভিযুক্তের কাছ থেকে একটি মোটরসাইকেল, একটি দেশি পিস্তল, একটি তাজা কার্তুজ এবং একটি ব্যবহৃত কার্তুজের খোল উদ্ধার করা হয়েছে।

সহকারী পুলিশ কমিশনার (এসিপি) সিদ্ধার্থ গৌতম জানান, ৩০ মে ওমকার সিংহ অপহরণের ঘটনায় মামলা দায়ের হওয়ার পর থেকেই অভিযুক্তদের খোঁজে একাধিক পুলিশ দল তৎপর ছিল। ৬ জুন প্রাপ্ত গোপন তথ্যের ভিত্তিতেই নিতাউরা আন্ডারপাস এলাকায় অভিযান চালানো হয়। তিনি আরও জানান, অভিযুক্ত পালানোর চেষ্টা করার পাশাপাশি পুলিশকে লক্ষ্য করে গুলি চালায়। আত্মরক্ষার্থে পুলিশের পাল্টা গুলিতে সে আহত হয় এবং পরে তাকে গ্রেফতার করে চিকিৎসার জন্য হাসপাতালে পাঠানো হয়।

বিশ্বব্যাপী অনিশ্চয়তার মাঝেও ভারত বিশ্বের দ্রুততম বর্ধনশীল অর্থনীতি: রাজনাথ সিং

নয়াদিল্লি, ৬ জুন (আইএএনএস): বিশ্বের বহু দেশ যখন অর্থনৈতিক অনিশ্চয়তার মুখোমুখি, তখন ভারত এখনও বিশ্বের দ্রুততম বর্ধনশীল বৃহৎ অর্থনীতি হিসেবে নিজের অবস্থান ধরে রেখেছে বলে মন্তব্য করেছেন প্রতিরক্ষামন্ত্রী রাজনাথ সিং।

শনিবার সমাজমাধ্যম 'এক্স'-এ এক পোস্টে তিনি বলেন, ২০২৫-২৬ অর্থবর্ষে ভারতের অর্থনীতি ৭.৭ শতাংশ হারে বৃদ্ধি পেয়েছে। একই সঙ্গে অর্থবর্ষের চতুর্থ ত্রৈমাসিকে (জানুয়ারি-মার্চ) বৃদ্ধির হার বেড়ে ৭.৮ শতাংশে পৌঁছেছে। তাঁর মতে, গত ১২ বছরে 'রিফর্ম, পারফর্ম, ট্রান্সফর্ম' মন্ত্রকে সামনে রেখে গড়ে ওঠা অর্থনৈতিক ভিত্তির শক্তি ও স্থিতিশীলতারই প্রতিফলন এই সাফল্য।

রাজনাথ সিং আরও বলেন, প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি-র নেতৃত্বে ভারত অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধির পাশাপাশি স্থিতিশীলতা, আস্থা, টেকসই উন্নয়ন এবং আন্তর্জাতিক বিশ্বাসযোগ্যতা অর্জন করেছে। উদ্ভাবন, পরিকাঠামো উন্নয়ন এবং উদ্যোগপতিদের উৎসাহিত করার নীতির ফলে ভারত আজ আত্মবিশ্বাসী, স্থিতিস্থাপক এবং বিশ্বমঞ্চে সম্মানিত অর্থনৈতিক শক্তিতে পরিণত হয়েছে।

এর আগে শুক্রবার প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদিও সর্বশেষ জিডিপি বৃদ্ধির পরিসংখ্যানকে স্বাগত জানিয়ে বলেন, এই প্রবৃদ্ধি দেশের অর্থনীতির অন্তর্নিহিত শক্তি, সংস্কারের সাফল্য এবং ১৪০ কোটি ভারতবাসীর কঠোর পরিশ্রমের প্রতিফলন।

এক্স-এ করা পোস্টে প্রধানমন্ত্রী বলেন, "২০২৫-২৬ অর্থবর্ষে ৭.৭ শতাংশ এবং চতুর্থ ত্রৈমাসিকে ৭.৮ শতাংশ জিডিপি বৃদ্ধি ভারতের অর্থনীতির শক্তিশালী ভিতকে তুলে ধরেছে। জীবনযাত্রার মানোন্নয়ন, ব্যবসা পরিচালনার সুবিধা বৃদ্ধি এবং যুবসমাজের জন্য আরও বেশি সুযোগ তৈরিতে সরকার বদ্ধপরিকর।"

পরিসংখ্যান ও কর্মসূচি বাস্তবায়ন মন্ত্রক-এর প্রকাশিত তথ্য অনুযায়ী, ২০২৫-২৬ অর্থবর্ষে ভারতের অর্থনীতি ৭.৭ শতাংশ বৃদ্ধি পেয়েছে, যা ২০২৪-২৫ অর্থবর্ষের ৭.১ শতাংশ বৃদ্ধির তুলনায় বেশি। মন্ত্রকের হিসাব অনুযায়ী, স্থির মূল্যে ভারতের মোট দেশজ উৎপাদনের পরিমাণ ২০২৫-২৬ অর্থবর্ষে ৩২৩.১২ লক্ষ কোটি টাকায় পৌঁছেছে, যা আগের অর্থবর্ষে ছিল ২৯৯.৮৯ লক্ষ কোটি টাকা।

অন্যদিকে, বর্তমান মূল্যে দেশের জিডিপি ২০২৫-২৬ অর্থবর্ষে ৩৪৬.৩৬ লক্ষ কোটি টাকা বলে অনুমান করা হয়েছে, যা ২০২৪-২৫ অর্থবর্ষের ৩১৮.০৭ লক্ষ কোটি টাকার তুলনায় ৮.৯ শতাংশ বেশি।

ইবোলা প্রাদুর্ভাবের মধ্যেই কঙ্গোতে ফের সহিংসতা, সাধারণ মানুষের নিরাপত্তা ও ত্রাণকাজ নিয়ে উদ্বেগ রাষ্ট্রসংঘের

রাষ্ট্রসংঘ, ৬ জুন (আইএএনএস): গণতান্ত্রিক কঙ্গো প্রজাতন্ত্র-এর পূর্বাঞ্চলে নতুন করে সহিংসতা বৃদ্ধি পাওয়ায় সাধারণ মানুষের নিরাপত্তা এবং ইবোলা মোকাবিলার প্রচেষ্টা মারাত্মকভাবে ব্যাহত হওয়ার আশঙ্কা প্রকাশ করেছে রাষ্ট্রসংঘ।

রাষ্ট্রসংঘের অফিস ফর দ্য কো-অর্ডিনেশন অব হিউম্যানিটারিয়ান অ্যাফেয়ার্স শুক্রবার জানিয়েছে, উত্তর কিভু এবং দক্ষিণ কিভু প্রদেশে ক্রমবর্ধমান সংঘর্ষে সাধারণ মানুষের প্রাণহানি ঘটছে এবং মানবিক সহায়তা পৌঁছে দেওয়া কঠিন হয়ে পড়ছে।

ওসিএইচএ-র তথ্য অনুযায়ী, উত্তর কিভুর বেনি অঞ্চলে মঙ্গলবার রাতে সশস্ত্র হামলায় অন্তত ২৪ জন সাধারণ নাগরিক নিহত হন। এই ঘটনার জেরে নতুন করে বহু মানুষ এলাকা ছেড়ে পালাতে বাধ্য হয়েছেন।

পাশাপাশি, মাসিসি অঞ্চলে বুধবার তীব্র সংঘর্ষের কারণে আরও বহু বাসিন্দা ঘরবাড়ি ছেড়ে নিরাপদ স্থানে আশ্রয় নিতে বাধ্য হন। মে মাস পর্যন্ত এই অঞ্চলে বাস্তুচ্যুত মানুষের সংখ্যা প্রায় ২ লক্ষ ৭০ হাজারে পৌঁছেছে।

ওসিএইচএ জানিয়েছে, নতুন করে সহিংসতা ছড়িয়ে পড়ায় একাধিক এলাকায় মানবিক সংস্থাগুলিকে তাদের চলাচল সীমিত করতে হয়েছে, ফলে ক্ষতিগ্রস্ত মানুষের কাছে সহায়তা পৌঁছে দেওয়া আরও কঠিন হয়ে উঠেছে।

অন্যদিকে দক্ষিণ কিভুর ফিজি এবং মুয়েঙ্গা অঞ্চলে বুধবার সংঘর্ষের সময় ড্রোন ব্যবহারের অভিযোগ উঠেছে। এর ফলেও নতুন করে বাস্তুচ্যুতির ঘটনা ঘটেছে। গত দুই বছরে নিরাপত্তাহীনতার কারণে এই এলাকাগুলিতে ১ লক্ষ ৬৫ হাজারেরও বেশি মানুষ নিয়মিত ত্রাণ ও সহায়তা থেকে বঞ্চিত হয়েছেন।

রাষ্ট্রসংঘ সতর্ক করেছে যে, উত্তর ও দক্ষিণ কিভুতে চলমান সহিংসতা ইবোলা মোকাবিলার কাজ এবং অন্যান্য মানবিক সহায়তা কার্যক্রমকে গুরুতরভাবে ব্যাহত করতে পারে।

রাষ্ট্রসংঘের মহাসচিব আন্তোনিও গুতেরেস-এর মুখপাত্র স্টিফেন দুজারিক জানান, উত্তর ও দক্ষিণ কিভু প্রদেশে ইতিমধ্যেই ইবোলার সংক্রমণ শনাক্ত হয়েছে। এমন পরিস্থিতিতে নিরাপত্তা সংকট ও মহামারির দ্বৈত চ্যালেঞ্জ মানবিক সহায়তা কার্যক্রমকে আরও জটিল করে তুলছে।

তবে প্রতিকূল পরিস্থিতির মধ্যেও জীবনরক্ষাকারী সহায়তা কার্যক্রম চালিয়ে যাওয়ার চেষ্টা চলছে বলে জানিয়েছে ওসিএইচএ। এপ্রিল মাস থেকে বেনি অঞ্চলে ৮ হাজারেরও বেশি মানুষকে নগদ আর্থিক সহায়তা প্রদান করা হয়েছে।

রাষ্ট্রসংঘ সব পক্ষের প্রতি আন্তর্জাতিক মানবাধিকার ও মানবিক আইন মেনে চলার এবং ত্রাণকর্মীদের জন্য নিরাপদ, অবাধ ও দীর্ঘস্থায়ী প্রবেশাধিকার নিশ্চিত করার আহ্বান জানিয়েছে।

বিশ্বাস ভ্রাতৃদ্বয়ের বিরুদ্ধে এলআইসির জমি দখলের অভিযোগ, পুলিশের দ্বারস্থ বীমা সংস্থা

কলকাতা, ৬ জুন (আইএএনএস): প্রাক্তন রাজ্য মন্ত্রী অরূপ বিশ্বাস এবং তাঁর ভাই স্বরূপ বিশ্বাসের বিরুদ্ধে লাইফ ইন্স্যুরেন্স কর্পোরেশন (এলআইসি)-এর ২১ কাঠা জমি জবরদখল করে সেখানে সুরুচি সংঘের দুর্গাপুজো আয়োজনের অভিযোগ উঠেছে। এই অভিযোগে শনিবার আলিপুর থানার দ্বারস্থ হয়েছে এলআইসি কর্তৃপক্ষ।এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে কলকাতার অন্যতম জনপ্রিয় দুর্গাপুজো সুরুচি সংঘের ভবিষ্যৎ নিয়েও প্রশ্ন উঠতে শুরু করেছে।সুরুচি সংঘ ক্লাব দীর্ঘদিন ধরেই অরূপ বিশ্বাস ও স্বরূপ বিশ্বাসের সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে যুক্ত বলে পরিচিত। সম্প্রতি চাঁদাবাজি, শ্লীলতাহানি-সহ একাধিক অভিযোগে স্বরূপ বিশ্বাসকে গ্রেফতার করেছে পুলিশ।স্বরূপ বিশ্বাস গ্রেফতার হওয়ার পর শুক্রবার উত্তেজিত জনতা সুরুচি সংঘ ক্লাবে ঢুকে ব্যাপক ভাঙচুর চালায় বলেও অভিযোগ।এই পরিস্থিতির মধ্যেই এলআইসি দাবি করেছে যে, বহু বছর ধরে তাদের ২১ কাঠা জমি বেআইনিভাবে দখল করে রাখা হয়েছে এবং সেই জমিতেই সুরুচি সংঘের দুর্গাপুজো অনুষ্ঠিত হয়ে আসছে। শুধু তাই নয়, ওই জমিকে ঘিরে একটি ক্লাব ভবনও নির্মাণ করা হয়েছে বলে অভিযোগ।

পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, জমি পুনরুদ্ধারের দাবিতে এলআইসি কর্তৃপক্ষ আলিপুর থানায় লিখিত অভিযোগ দায়ের করেছেন।

এলআইসির কর্মকর্তাদের দাবি, এর আগেও একাধিকবার জমি ফেরত পাওয়ার চেষ্টা করা হয়েছিল। বিষয়টি আদালত পর্যন্ত গড়ালেও শেষ পর্যন্ত জমির দখল ফিরে পাওয়া যায়নি।

বীমা সংস্থার আরও অভিযোগ, ওই জমির উপর সম্পূর্ণ বেআইনিভাবে একটি তিনতলা ভবন নির্মাণ করা হয়েছে, যেখানে একাধিক শয়নকক্ষও রয়েছে। এলআইসির বক্তব্য, এই নির্মাণ আইন লঙ্ঘন করেই করা হয়েছে।এদিকে, বিস্বাস ভ্রাতৃদ্বয়ের নেতৃত্বাধীন সুরুচি সংঘকে ঘিরে অতীতেও একাধিক দুর্নীতির অভিযোগ উঠেছে। অভিযোগ, বিভিন্ন সরকারি সামগ্রী ঘুরপথে এনে ক্লাবে মজুত রাখা হত।

স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, ক্লাব ভবনের পাশের একটি ঘর থেকে বিপুল পরিমাণ সরকারি পানীয় জল 'প্রাণধারা'-র বোতল উদ্ধার হয়েছে। পাশাপাশি ত্রাণ বিতরণের জন্য ব্যবহৃত বিপুল সংখ্যক শাড়িও পাওয়া গিয়েছে বলে অভিযোগ।

বিজ্ঞপ্তি

এতদ্বারা সংশ্লিষ্ট সকলকে জানানো যাচ্ছে যে, NMMS 2026-27 শিক্ষাবর্ষের স্কলারশিপের নতুন আবেদন এবং নবীকরণের (Renewal) জন্য National Scholarship Portal (NSP) উন্মুক্ত করা হয়েছে।

নতুন আবেদনকারীদের জন্য নির্দেশনাবলী:

যে সকল ছাত্র-ছাত্রী NMMSS 2025-26 পরীক্ষার মাধ্যমে নির্বাচিত হয়েছে এবং NMMSS এর নির্দেশিকা অনুযায়ী যোগ্য বলে বিবেচিত হয়েছে, তাদের আবেদন প্রক্রিয়া সম্পন্ন করতে হবে। আবেদনের জন্য প্রথমে নিজের সচল মোবাইল নম্বরের সাহায্যে NSP পোর্টালে One Time Registration (OTR) নম্বর জেনারেট করতে হবে। এরপরই কেবল আবেদন প্রক্রিয়া সম্পন্ন করা যাবে। সমস্ত নতুন প্রার্থীদের শুধুমাত্র অ্যান্ড্রয়েড-ভিত্তিক ডিভাইস (ভার্সন ৯.০ বা তার ঊর্ধ্বে)-এ NSP OTR অ্যাপ এবং Aadhaar Face RD Service ডাউনলোড ও ইনস্টল করা আবশ্যক।

নবীকরণ (Renewal) আবেদনকারীদের জন্য নির্দেশনাবলী:

যে সকল ছাত্র-ছাত্রী নবীকরণের জন্য আবেদন করবে, তারা তাদের পূর্বের ওটিআর (OTR) নম্বর এবং পাসওয়ার্ড ব্যবহার করেই সরাসরি আবেদন করতে পারবে।

গুরুত্বপূর্ণ তথ্য ও সময়সীমা:

- **শেষ তারিখ:** NSP পোর্টাল আগামী **৩১শে আগস্ট, ২০২৬** তারিখ পর্যন্ত খোলা থাকবে।
- **অফিসিয়াল ওয়েবসাইট:** আবেদনপত্র এবং OTR নম্বর পাওয়ার জন্য scholarships.gov.in ওয়েবসাইটে লগইন করতে অনুরোধ করা হচ্ছে।

প্রয়োজনীয় শর্তাবলী:

- আবেদনকারীদের আধার কার্ড অবশ্যই একটি সচল মোবাইল নম্বরের সাথে লিঙ্ক করা থাকতে হবে।
- নির্ধারিত সময়ের মধ্যে আবেদনপত্র জমা দিতে ব্যর্থ হলে স্কলারশিপের টাকা অ্যাকাউন্টে জমা হবে না।

এই বিষয়ে যেকোনো প্রকার সহযোগিতার জন্য সংশ্লিষ্ট বিদ্যালয় প্রধান/নোডাল অফিসার এবং জেলা নোডাল অফিসার SCERT, Tripura-র Exam Section-এ যোগাযোগ করার জন্য জানানো হচ্ছে।

অতিরিক্ত অধিকর্তা,
এস. সি. ই, আর টি, ত্রিপুরা

ICA/D-296/26

AFFIDAVIT

"SERIAL NO.3208/5/26. Annexure-I"FORMAT OF AN AFFIDAVIT FOR TRIPURA STATE GOVERNMENT EMPLOYEE FOR CHANGE OF NAME/SURNAME

BY THIS AFFIDAVIT I the undersigned AZAD RAHAMAN lately called AJAD RAHAMAN (Former name) employed as RANK-HAV (OPR). No-93021187 (Designation of the post held at the time by the Govt. servant) at 5th Bn TSR (IR-1). Duluma, Amarpur, Gomati Tripura (place where employed in the Department/Office of the State Government) do hereby -

Wholly renounce, relinquish and abandon on the use of my former name of AJAD RAHAMAN and in place thereof do assume from the date thereof the name of AZAD RAHAMAN and so that I may hereafter be called, known and distinguished not by my former name of AJAD RAHAMAN but by my assumed name of AZAD RAHAMAN.

For the purpose of evidencing such my determination, declare that I shall at all times hereafter in all records, deeds and writings and in all proceedings, dealings and transactions private as well as public and upon all occasions whatsoever use and sign the name of AZAD RAHAMAN as my name in place of and in substitution for my forme name of AJAD RAHAMAN

Expressly authorities and request all persons at all times hereafter to designate and address me by such assumed name of AZAD RAHAMAN

In witness whereof I have here unto subscribed my former and adopted name of AZAD RAHAMAN and AJAD RAHAMAN affixed my seal this 29th day of May 2026

কৃষিমন্ত্রী

● প্রথম পাতার পর

এই ইউনিটের প্রধান লক্ষ্যসমূহ হলো ত্রিপুরার উপযোগী উচ্চফলনশীল, জলবায়ু সহনশীল ও বাজারমুখী দেশি-বিদেশি ফলের জাত সংগ্রহ, মূল্যায়ন ও জনপ্রিয়করণ, বিভিন্ন ফলের জার্মপ্লাজম সংরক্ষণ ও অভিযোজন ক্ষমতা যাচাই করে রাজ্যের জন্য সর্বোত্তম জাত নির্বাচন এবং ফল উৎপাদনের উৎপাদনশীলতা, গুণগত মান, স্থায়িত্ব ও লাভজনকতা বৃদ্ধির জন্য আধুনিক প্রযুক্তির উদ্ভাবন ও উন্নয়ন।

তিনি জানান, শীতকালীন স্ট্রবেরি চাষের বাণিজ্যিক সম্ভাব্যতা যাচাই এবং প্রদর্শনমূলক কার্যক্রমও বর্তমানে পরিচালিত হচ্ছে।

সবজি উদ্ভাবন ইউনিটের কার্যক্রম উল্লেখ করে মন্ত্রী বলেন ফল ব্লকের অন্তর্গত সবজি উদ্ভাবন ইউনিট প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে উন্নত সবজি উৎপাদন প্রযুক্তির উন্নয়ন ও সম্প্রসারণের মাধ্যমে রাজ্যের কৃষকদের উৎপাদনশীলতা, লাভজনকতা এবং টেকসই কৃষি ব্যবস্থা নিশ্চিত করার লক্ষ্যে।

এই ইউনিটের অন্যতম লক্ষ্য হলো অফ-সিজন সবজি চাষের প্রসার। বিশেষ করে গ্রীষ্মকালীন ফুলকপি চাষের মতো প্রযুক্তি ক্ষুদ্র, প্রান্তিক ও বাণিজ্যিক কৃষকদের মধ্যে জনপ্রিয় করে তোলা হচ্ছে। ফলে কৃষকরা চাহিদার সময় বাজারে সবজি সরবরাহ করে অধিক মূল্য ও লাভ অর্জন করতে পারছেন।

এছাড়া ত্রিপুরার মূল্যবান দেশীয় জার্মপ্লাজমযেমন সূরজি ও বার্ডস আই মরিচ এবং শিঙ্গারাঠা বেগুনসংগ্রহ, সংরক্ষণ, মূল্যায়ন ও গবেষণার মাধ্যমে ভবিষ্যতের উন্নত জাত উদ্ভাবনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখবে।

মন্ত্রী জানান, প্রচলিত লাল তরমুজের বিকল্প হিসেবে উচ্চমূল্যের হলুদ খোসাযুক্ত তরমুজের চাষ সম্প্রসারণেও উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। এর ফলে কৃষকদের জন্য নতুন বাজার সৃষ্টি হবে এবং আয়ের নতুন সম্ভাবনা উন্মোচিত হবে।

মন্ত্রী বলেন এআরসি প্রযুক্তিতে আলু উৎপাদনে বিপ্লব। 'বেটার সিড প্রোডাকশন অব পটেটো থ্রু অ্যাপিক্যাল রুটেড কাটিং টেকনোলজি' শীর্ষক প্রধানমন্ত্রী রাষ্ট্রীয় কৃষি বিকাশ যোজনা ২০২২-২৩ প্রকল্পের আওতায় ত্রিপুরায় আলুর গড় উৎপাদনশীলতা প্রতি হেক্টরে ৫,৮৮৮ কিলোগ্রামে উন্নীত হয়েছে।

মন্ত্রী জানান, এআরসি প্রযুক্তি গ্রহণের ফলে রাজ্যের পূর্ববর্তী গড় উৎপাদনের তুলনায় প্রায় ৯০ শতাংশ বৃদ্ধি অর্জিত হয়েছে, যা আলু চাষে এক উল্লেখযোগ্য সাফল্য।

গত তিন বছরে (২০২৩-২৪, ২০২৪-২৫ এবং ২০২৫-২৬) কুফরি ময়ন, কুফরি হিমালিনী, কুফরি উদয়, কুফরি লিমা এবং কুফরি থার-১২এই পাঁচটি জনপ্রিয় আলুর জাতের চাষ শুরু হয়েছে বলেও তিনি জানান।

তিনি বলেন এআরসি প্রযুক্তির মাধ্যমে ২০২৮-২৯ সালের মধ্যে উচ্চমানের আলুবীজ উৎপাদনে সম্পূর্ণ স্বনির্ভর হওয়ার লক্ষ্য নিয়েছে ত্রিপুরা। এর ফলে বাইরের রাজ্যের বীজের ওপর নির্ভরতা উল্লেখযোগ্যভাবে কমে যাবে।

অভিযুক্ত গ্রেপ্তার

● প্রথম পাতার পর

সহযোগী হিসেবেই তার অপরাধ জগতে উত্থান ঘটে। অল্প সময়ের মধ্যেই সে বিভিন্ন অপরাধমূলক কর্মকাণ্ডের সঙ্গে জড়িয়ে পড়ে বলে অভিযোগ। বিশ্ব দেবনাথের গ্রেফতারের খবর ছড়িয়ে পড়তেই বিশালগড় এলাকায় স্বস্তির পরিবেশ তৈরি হয়েছে। দীর্ঘদিন ধরে তার বিরুদ্ধে ওঠা বিভিন্ন অভিযোগের প্রেক্ষিতে স্থানীয় বাসিন্দারা এই গ্রেফতারিকে গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ হিসেবে দেখছেন। একই সঙ্গে অভিযুক্তের বিরুদ্ধে আইনানুগ কঠোর ব্যবস্থা গ্রহণের দাবিও জানিয়েছেন অনেকেই।

পুলিশ জানিয়েছে, গুলিকাণ্ডসহ অন্যান্য মামলার বিষয়ে তাকে জিজ্ঞাসাবাদ করা হবে। তদন্তের স্বার্থে তার সঙ্গে যুক্ত অন্যান্য ব্যক্তিদের ভূমিকাও খতিয়ে দেখা হচ্ছে। আদালতের নির্দেশ অনুযায়ী পরবর্তী আইনি প্রক্রিয়া সম্পন্ন করা হবে।

এনআইএর অভিযান

● প্রথম পাতার পর

দেবনাথের বিরুদ্ধে তদন্ত চালাচ্ছে গোয়েন্দা সংস্থা। তদন্তকারীদের কাছে এ সংক্রান্ত কিছু প্রাথমিক তথ্য ও নথি রয়েছে বলেও জানা গেছে।

তবে এদিনের অভিযানে অভিযুক্ত রাখাল দেবনাথকে আটক করা সম্ভব হয়নি। তিনি পলাতক রয়েছেন বলে সূত্রের দাবি। তদন্তকারী সংস্থার সন্দেহ, দীর্ঘদিন ধরে তিনি চোরাচালান, পাচারসহ একাধিক অবৈধ কর্মকাণ্ডের সঙ্গে জড়িত থাকতে পারেন। সেই সূত্র ধরেই তদন্তের পরিধি বাড়ানো হয়েছে।অভিযান শেষে এনআইএ-র কর্মকর্তারা সংবাদমাধ্যমের সামনে আনুষ্ঠানিকভাবে কোনও মন্তব্য করতে চাননি। তবে তদন্তের স্বার্থে আরও কয়েকজনের নাম তাদের নজরে রয়েছে এবং তাদের বিরুদ্ধেও অভিযান চালানো হতে পারে বলে তদন্ত-সংশ্লিষ্ট সূত্রে জানা গেছে।

রাজধানীর একাধিক এলাকায় ইয়াবা ও নেশার ইনজেকশন বিক্রির অভিযোগ, পুলিশের নিষ্ক্রিয়তায় ক্ষোভ

আগরতলা, ৫ জুন : রাজধানী আগরতলার বিভিন্ন এলাকায় প্রকাশ্যে ইয়াবা ট্যাবলেট ও নেশাজাতীয় ইনজেকশন বিক্রির অভিযোগ উঠেছে। দীর্ঘদিন ধরে এই অবৈধ কারবার চললেও পুলিশ প্রশাসনের পক্ষ থেকে কার্যকর পদক্ষেপ নেওয়া হচ্ছে না বলে অভিযোগ স্থানীয় বাসিন্দাদের।

ভিযোগ অনুযায়ী, পূর্ব থানার অন্তর্গত বিবেকানন্দ ময়দান, চন্দ্রপুর বাজার বিপণী বিতান এলাকা, বনকুমারী সহ পশ্চিম থানার অধীন সিটি সেন্টার এবং আইজিএম হাসপাতালের নতুন গেট সংলগ্ন এলাকায় নেশা ব্যবসায়ীদের দৌরাত্ম্য ক্রমশ বৃদ্ধি পাচ্ছে। দিনের পাশাপাশি রাতের বেলাতেও প্রকাশ্যে ইয়াবা ও নেশার ইনজেকশন কেনাবেচা চলছে বলে দাবি স্থানীয়দের।

এলাকাবাসীর অভিযোগ, একাধিকবার পুলিশ প্রশাসনের কাছে বিষয়টি জানানো হলেও এখনও পর্যন্ত দৃশ্যমান কোনও পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়নি। ফলে যুব সমাজের একটি অংশ নেশার জালে জড়িয়ে পড়ছে এবং এলাকাগুলিতে সামাজিক অবক্ষয় বাড়ছে বলে আশঙ্কা প্রকাশ করেছেন সচেতন মহল। স্থানীয় বাসিন্দারা জানান, নেশা ব্যবসায়ীদের বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা গ্রহণ না করলে পরিস্থিতি আরও ভয়াবহ আকার ধারণ করতে পারে। তারা অবিলম্বে বিশেষ অভিযান চালিয়ে ইয়াবা ও নেশাজাতীয় দ্রব্যের অবৈধ ব্যবসা বন্ধ করার দাবি জানিয়েছেন।

ত্রিপুরার তিন নতুন সরকারি কলেজের জন্য বড় সিদ্ধান্ত কেন্দ্রের অন্য বিশ্ববিদ্যালয়ের সঙ্গে যুক্ত হওয়ার অনুমোদন

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৬ জুন: ত্রিপুরার নবপ্রতিষ্ঠিত তিনটি সরকারি ডিগ্রি কলেজের শিক্ষাগত কার্যক্রম পরিচালনার ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত নিল কেন্দ্রীয় শিক্ষা মন্ত্রক। ২০০৬ সালের ত্রিপুরা বিশ্ববিদ্যালয় আইনের ধারা ৭(২)-এর বিধান শিথিল করে এই তিনটি কলেজকে রাজ্যের অন্য কোনও বিশ্ববিদ্যালয়ের সঙ্গে সংযুক্ত হওয়ার অনুমোদন দেওয়া হয়েছে।

এই সিদ্ধান্তের ফলে নবগঠিত কলেজগুলির শিক্ষার্থী ও প্রশাসনিক কার্যক্রম পরিচালনার ক্ষেত্রে দীর্ঘদিনের অনিশ্চয়তার অবসান ঘটবে বলে মনে করা হচ্ছে। শিক্ষা মন্ত্রকের জারি করা নির্দেশিকা অনুযায়ী, ত্রিপুরার তিনটি সরকারি ডিগ্রি কলেজ এই বিশেষ সুবিধার আওতায় আসবে। কলেজগুলি হল আমবাসা জেনারেল ডিগ্রি কলেজ, করবুক জেনারেল ডিগ্রি কলেজ, কাকড়াবন জেনারেল ডিগ্রি কলেজ। কেন্দ্রীয় শিক্ষা মন্ত্রকের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, ত্রিপুরা সরকারের বিশেষ সচিব হামেন্দ্র কুমারের আবেদনের ভিত্তিতে বিষয়টি বিবেচনা করা হয়। পরবর্তীতে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের অনুমোদনের পর ২০০৬ সালের ত্রিপুরা বিশ্ববিদ্যালয় আইনের ধারা ৭(২)-এর নির্দিষ্ট বিধান শিথিল করে এই নির্দেশিকা জারি করা হয়েছে।শিক্ষা মহলের মতে, এই সিদ্ধান্তের ফলে নতুন কলেজগুলিতে পাঠক্রম পরিচালনা, পরীক্ষা ব্যবস্থা, শিক্ষার্থীদের ভর্তি প্রক্রিয়া এবং একাডেমিক স্বীকৃতি সংক্রান্ত বিভিন্ন জটিলতা দূর হবে। পাশাপাশি কলেজগুলির পূর্ণাঙ্গ একাডেমিক কার্যক্রম দ্রুত শুরু করার ক্ষেত্রেও এটি সহায়ক হবে।রাজ্যের উচ্চশিক্ষা ব্যবস্থার সম্প্রসারণ এবং প্রত্যন্ত এলাকার ছাত্রছাত্রীদের উচ্চশিক্ষার সুযোগ বৃদ্ধি করার লক্ষ্যে প্রতিষ্ঠিত এই তিনটি কলেজের জন্য কেন্দ্রের এই সিদ্ধান্তকে তাৎপর্যপূর্ণ পদক্ষেপ হিসেবে দেখা হচ্ছে।

সুনীল দত্তের ৯৭তম জন্মবার্ষিকীতে শ্রদ্ধা জানালেন জ্যাকি শ্রফ

মুম্বই, ৬ জুন (আইএএনএস): প্রয়াত কিংবদন্তি অভিনেতা ও রাজনীতিবিদ সুনীল দত্ত-এর ৯৭তম জন্মবার্ষিকীতে তাঁকে স্মরণ করে আবেগঘন শ্রদ্ধা জানালেন বলিউড অভিনেতা জ্যাকি শ্রফ।

শনিবার নিজের সামাজিক মাধ্যম অ্যাকাউন্টে জ্যাকি শ্রফ সুনীল দত্তের তরুণ বয়সের কয়েকটি সাদাকালো ছবির একটি কোলাজ শেয়ার করেন। ছবিগুলিতে কিংবদন্তি অভিনেতার আকর্ষণীয় ব্যক্তিত্ব ও পর্দা উপস্থিতির ঝলক ধরা পড়ে।

ছবির সঙ্গে তিনি লেখেন, "সুনীল দত্তজিকে তাঁর জন্মবার্ষিকীতে স্মরণ করছি।" পোস্টে তিনি সুনীল দত্তের পুত্র ও অভিনেতা সঞ্জয় দত্ত-কেও ট্যাগ করেন।

জ্যাকির এই শ্রদ্ধার্ঘ্যের সঙ্গে বাজছিল কিংবদন্তি গায়ক মহম্মদ রফি-র গাওয়া জনপ্রিয় গান ”ইয়ে ওয়াদিয়ান ইয়ে ফিজায়েন বুলা রাহি হ্যায় তুমহে”। গানটি ১৯৬৩ সালের ”আজ ওর কাল” ছবির, যেখানে সুনীল দত্ত এবং নন্দা মুখ্য ভূমিকায় অভিনয় করেছিলেন।

১৯২৯ সালের ৬ জুন জন্মগ্রহণকারী সুনীল দত্ত ভারতীয় চলচ্চিত্র জগতের অন্যতম সম্মানিত ব্যক্তিত্ব হিসেবে পরিচিত। অভিনয়ে আসার আগে তিনি রেডিও ঘোষক হিসেবে কাজ করতেন। ১৯৫৫ সালের ”রেলওয়ে প্ল্যাটফর্ম” ছবির মাধ্যমে তাঁর অভিনয় জীবন শুরু হলেও, ১৯৫৭ সালের কালজয়ী ”মাদারহ্রদ্রত্বখ” তাঁকে তারকাখ্যাতি এনে দেয়।

মেহবুব খান পরিচালিত 'মাদার ইন্ডিয়া' ছবিতে নার্গিস মুখ্য ভূমিকায় অভিনয় করেন এবং সুনীল দত্ত তাঁর ছেলে বিরজুর চরিত্রে অভিনয় করেন। ছবিটি ভারতীয় সিনেমার ইতিহাসে মাইলফলক হয়ে ওঠে এবং শ্রেষ্ঠ বিদেশি ভাষার চলচ্চিত্র বিভাগে ভারতের প্রথম আনুষ্ঠানিক অস্কার মনোনয়ন লাভ করে।

এই ছবির শুটিংয়ের সময়ই সুনীল দত্ত ও নার্গিসের সম্পর্কের সূচনা হয় বলে প্রচলিত রয়েছে। একটি অগ্নিকাণ্ডের দৃশ্যে নার্গিসকে আগুনের মধ্যে থেকে উদ্ধার করেছিলেন সুনীল দত্ত। সেই ঘটনাই তাঁদের আরও কাছাকাছি নিয়ে আসে।

১৯৫৮ সালে সুনীল দত্ত ও নার্গিস বিবাহবন্ধনে আবদ্ধ হন। তাঁদের তিন সন্তান হলেন সঞ্জয় দত্ত, নম্রতা দত্ত এবং প্রিয়া দত্ত।

দীর্ঘ অভিনয় জীবনে তিনি সুজাতা, মুঝে জিনে দো, ওয়াক্ত, খান্দান, পড়োসান, হামরাজ, রেশমা অর শেরা, হীরা, জানি দুশমান এবং রকি-সহ বহু জনপ্রিয় ছবিতে স্মরণীয় অভিনয় করেছেন।

১৯৮১ সালে নার্গিসের মৃত্যুর পর তিনি পরিবার এবং সমাজসেবায় নিজেকে আরও বেশি করে যুক্ত করেন। পরে রাজনীতিতে যোগ দিয়ে সাংসদ হন এবং মানবিক কাজ ও সামাজিক সম্প্রীতি রক্ষায় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন।

সুনীল দত্তের শেষ চলচ্চিত্র ছিল মুন্না ভাই এম.বি.বি.এস., যেখানে তিনি ছেলে সঞ্জয় দত্তের সঙ্গে অভিনয় করেছিলেন।

২০০৫ সালের ২৫ মে হৃদরোগে আক্রান্ত হয়ে মুম্বইয়ে তাঁর মৃত্যু হয়। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৭৫ বছর।

বিক্ষোভে উত্তাল

● প্রথম পাতার পর

রাজনৈতিক পরিস্থিতির সমালোচনা করে বলেন, "গত ১০-১২ বছর ধরে দেশকে হিন্দু-মুসলিম রাজনীতির মধ্যে আটকে রাখা হয়েছে। এতে কি কারও চাকরি হয়েছে? এর থেকে লাভবান হয়েছে কারা? আমি এই আন্দোলনের জন্য নিজের স্বাধীনতাও ত্যাগ করতে প্রস্তুত।" সিজেপি-র এক্স অ্যাকাউন্ট মুছে দেওয়ার প্রসঙ্গ তুলে দীপক অভিযোগ করেন, আন্দোলনকে দমিয়ে দেওয়ার চেষ্টা চলছে।

তিনি বলেন, "এই দেশের যুবক ও ছাত্রসমাজ এখনও নিজেদের বিক্রি করে দেয়নি। আন্দোলনকে থামানোর চেষ্টা হয়েছে। আমাদের পোস্ট মুছে দিতে পারেন, কিন্তু আমাদের অস্তিত্ব মুছে ফেলতে পারবেন না।"বক্তৃতার পর 'ধর্মেন্দ্র প্রধান ইস্তফা দো', 'ছাত্র ঐক্য জিন্দাবাদ' এবং 'যুব ঐক্য জিন্দাবাদ' স্লোগানে মুখর হয়ে ওঠে জন্তর মন্তর।সমাবেশ শেষে দীপক মঞ্চ থেকে নামতেই সমর্থকরা তাঁকে কাঁধে তুলে নেন। যদিও তিনি বারবার নিচে নামিয়ে দেওয়ার অনুরোধ করেন। পরে বিক্ষোভকারীদের বিভিন্ন দল নিজেদের মতো করে স্লোগান ও প্রতিবাদী গান পরিবেশন করতে থাকে।একদল প্রতিবাদকারী গান গেয়ে সরকারের সমালোচনা করে, অন্যদিকে আরেকটি দল শিক্ষামন্ত্রী ধর্মেন্দ্র প্রধানের পদত্যাগের দাবিতে স্লোগান অব্যাহত রাখে। আন্দোলনকারীরা জানিয়েছেন, দাবি পূরণ না হলে আগামী দিনগুলিতে প্রতিবাদ আরও জোরদার করা হবে।

প্রধানমন্ত্রী

● প্রথম পাতার পর

তিনি বলেন, "এই দেশে কিছু নৈরাশ্যবাদী মানুষ আছেন, যারা আত্মনির্ভর ভারত অভিযানকে উপহাস করেন। কিন্তু ভারত নেতিবাচকতার দেশ নয়। এটি আশা, স্বপ্ন ও সংকল্পে ভরপুর একটি দেশ। দেশের মানুষ যখন দৃঢ় প্রতিজ্ঞ হন, তখন সব লক্ষ্য ও স্বপ্ন পূরণ করা সম্ভব। এটাই ভারতের শক্তি।"উল্লেখ্য, শুক্রবার প্রধানমন্ত্রী মোদি সুরতে প্রায় ১৮,৮০০ কোটি টাকার বিভিন্ন উন্নয়ন ও পরিকাঠামো প্রকল্পের উদ্বোধন ও শিলান্যাস করেন।সফর শেষে এক্স-এ দেওয়া আরেকটি পোস্টে তিনি বলেন, "সুরত শুধু একটি শহর নয়, এটি একটি চেতনা। এখানকার মানুষের কর্মশক্তি ও উদ্যমের মধ্যেই সেই চেতনার প্রতিফলন দেখা যায়।"সুরতের পরিচ্ছন্নতা অভিযানের ভূয়সী প্রশংসা করে প্রধানমন্ত্রী বলেন, এক সময় যে শহর প্লেগ মহামারির জন্য পরিচিত ছিল, আজ সেই শহর পরিচ্ছন্নতার ক্ষেত্রে দেশের অন্যতম উদাহরণ।তাঁর কথায়, "যে শহর একসময় ভয়াবহ প্লেগের জন্য পরিচিত ছিল, আজ সেই শহর পরিচ্ছন্নতার জন্য পরিচিত।"তিনি আরও জানান, পরিচ্ছন্নতায় সাফল্য অর্জনের পরেও সুরতের মানুষ আত্মতুষ্ট হননি। বরং 'স্বচ্ছতা' বজায় রাখতে এবং আরও উন্নত করতে তাঁরা নিরন্তর কাজ করে চলেছেন।বিশ্ব পরিবেশ দিবস উপলক্ষে গত কয়েকদিন ধরে সুরতের বাসিন্দারা একাধিক পরিচ্ছন্নতা অভিযানে অংশ নিয়েছেন বলেও প্রধানমন্ত্রী উল্লেখ করেন।

বিক্ষোভ মিছিল

● প্রথম পাতার পর

সমাবেশে বক্তারা অভিযোগ করেন, শিক্ষা ব্যবস্থার বিভিন্ন সমস্যার সমাধানে সরকার ব্যর্থ হয়েছে। শিক্ষাক্ষেত্রে স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা নিশ্চিত করার পাশাপাশি ছাত্র-ছাত্রীদের স্বার্থে দ্রুত কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণের দাবি জানান তারা।এসএফআই নেতৃত্বের পক্ষ থেকে জানানো হয়, উত্থাপিত দাবিগুলির বিষয়ে অবিলম্বে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ না করা হলে আগামী দিনে আরও বৃহত্তর আন্দোলন গড়ে তোলা হবে।

চাঞ্চল্য

● প্রথম পাতার পর

প্রাথমিকভাবে দ্বিতীয় ঘটনায় পারিবারিক অশান্তি একটি কারণ হতে পারে বলে স্থানীয়দের কাছ থেকে জানা গেলেও, তদন্ত শেষ না হওয়া পর্যন্ত মৃত্যুর কারণ সম্পর্কে নিশ্চিতভাবে কিছু বলা সম্ভব নয়। একদিনে পরপর দুটি অস্বাভাবিক মৃত্যুর ঘটনায় যাত্রাপুর থানা এলাকাজুড়ে ব্যাপক চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয়েছে।

মাধবী

● প্রথম পাতার পর

হতেই স্লোগান, ব্যানার ও প্ল্যাকার্ডে মুখর হয়ে ওঠে গোটা এলাকা। বিক্ষোভকারীরা শিক্ষা ব্যবস্থার বিভিন্ন ত্রুটি, পরীক্ষাব্যবস্থার স্বচ্ছতা, শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলিতে অবকাঠামোগত উন্নয়ন এবং শিক্ষাক্ষেত্রে জবাবদিহিতা নিশ্চিত করার দাবি জানান। পাশাপাশি কেন্দ্রীয় শিক্ষামন্ত্রী ধর্মেন্দ্র প্রধানের পদত্যাগের দাবিও উত্থাপন করা হয় আন্দোলন মঞ্চ থেকে।

The Executive
Tripura on be
tendering sys
Firms/Private
PWD/CPWD/

‘অপারেশন কবচ’: হায়দরাবাদে ৫৬২টি হোটেল-লজে মধ্যরাতের তল্লাশি, অভিযানে প্রায় ৫,০০০ পুলিশকর্মী

হায়দরাবাদ, ৬ জুন (আইএএনএস): অভ্যন্তরীণ নিরাপত্তা জোরদার করা এবং সমাজবিরোধী কার্যকলাপ রুখতে বৃহৎ পরিসরে ‘অপারেশন কবচ’ অভিযান চালাল হায়দরাবাদ সিটি পুলিশ। শুক্রবার গভীর রাতে শহরের ৫৬২টি হোটেল ও লজে একযোগে তল্লাশি চালানো হয়। এই অভিযানে প্রায় ৫,০০০ পুলিশকর্মী অংশ নেন বলে পুলিশ সূত্রে জানা গেছে।

পুলিশ জানায়, রাত ১১টা থেকে রাত ১টা পর্যন্ত এই বিশেষ অভিযান চলে। হায়দরাবাদ পুলিশ কমিশনার ভি. সি. সাজ্জানারের সরাসরি তত্ত্বাবধানে অভিযান পরিচালিত হয়।

কমিশনার নিজেও নামপল্লি রেলস্টেশন ও আমিরপেট সংলগ্ন ব্যস্ত এলাকার একাধিক লজ পরিদর্শন করেন। সেখানে তিনি কক্ষ বরাদ্দের পদ্ধতি, অতিথি নিবন্ধন সংক্রান্ত নথি এবং পরিচয় যাচাইয়ের প্রক্রিয়া খতিয়ে দেখেন।

পাশাপাশি কয়েকজন অতিথির সঙ্গে সরাসরি কথা বলে তাঁদের ব্যক্তিগত তথ্য যাচাই করেন এবং শহরে আসার কারণ সম্পর্কেও জানতে চান।

পুলিশের তথ্য অনুযায়ী, হায়দরাবাদ কমিশনারেটের সাতটি জোন জুড়ে এই অভিযান চালানো হয়। সবচেয়ে বেশি ১১৯টি হোটেল ও লজে তল্লাশি চালানো হয়েছে খৈরতাবাদ জোনে। এরপর শামশাবাদে ৯২টি, জুবিলি হিলস ও গোলকোন্ডায় ৮৬টি করে, সেকেন্দ্রাবাদে ৮২টি, রাজেন্দ্রনগরে ৫৩টি এবং চারমিনার জোনে ৪৪টি প্রতিষ্ঠানে অভিযান হয়।

তল্লাশির সময় পুলিশ হোটেলের রেজিস্টার, অতিথিদের তথ্য এবং বিভিন্ন কক্ষ খুঁটিয়ে পরীক্ষা করে। নিরাপত্তা সংক্রান্ত বিধিনিষেধ মানা হচ্ছে কি না, সেদিকেই বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া হয়।

কমিশনার সাজ্জানার হোটেল ও লজ মালিকদের নির্দেশ দেন, অতিথিদের মূল পরিচয়পত্র যাচাই বাধ্যতামূলক করতে হবে এবং তাঁদের যোগাযোগের তথ্য, চেক-ইন ও চেক-আউটের সময়সহ সমস্ত তথ্য সঠিকভাবে সংরক্ষণ করতে হবে।

তিনি সতর্ক করে বলেন, অসম্পূর্ণ বা ভুয়া তথ্যের ভিত্তিতে কোনও ঘর ভাড়া দেওয়া যাবে না। পাশাপাশি বয়স যাচাই ছাড়া অপ্রাপ্তবয়স্কদের থাকার অনুমতি না দেওয়ারও নির্দেশ দেন।

কমিশনার জানান, শীঘ্রই একটি ডিজিটাল ভিজিটর ম্যানেজমেন্ট সিস্টেম চালু করার পরিকল্পনা রয়েছে। এছাড়া সমস্ত হোটেল ও লজে প্রবেশপথ, প্রস্থানপথ এবং রিসেপশন এলাকা জুড়ে উচ্চক্ষমতাসম্পন্ন সিসিটিভি ক্যামেরা বসানোর নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।

পুলিশ সাধারণ নাগরিক এবং হোটেল কর্মীদেরও সন্দেহজনক কোনও কার্যকলাপ নজরে এলে দ্রুত ‘ডায়াল ১০০’ বা নিকটবর্তী থানায় জানানোর আহ্বান জানিয়েছে।

নিরাপত্তা বিধি লঙ্ঘনকারী হোটেল ও লজগুলির বিরুদ্ধে কঠোর আইনি ব্যবস্থা নেওয়া হবে বলেও হুঁশিয়ারি দিয়েছেন কমিশনার সাজ্জানার।

এই অভিযানে একাধিক জ্যেষ্ঠ আইপিএস অফিসার, ডেপুটি কমিশনার অব পুলিশ (ডিসিপি), অ্যাসিস্ট্যান্ট কমিশনার অব পুলিশ (এসিপি) এবং বিশেষ পুলিশ ইউনিটের সদস্যরা অংশ নেন।

বিজ্ঞাপন সম্পর্কিত সতর্কীকরণ

জাগরণ পত্রিকায় নানা ধরনের বিজ্ঞাপন দেওয়া হয়ে থাকে। এ সম্পর্কে পাঠকদেরকে অনুরোধ তারা যেন খোঁজখবর নিয়েই বিজ্ঞাপনদাতাদের সঙ্গে যোগাযোগ করেন। বিজ্ঞাপনদাতাদের কোন দাবি, বক্তব্য সম্পর্কে জাগরণ এর কোন দায়িত্ব নেই।

বিজ্ঞাপন বিভাগ
জাগরণ

জরুরী পরিষেবা

হাসপাতাল : জিবি : ২৩৫-৫৮৮৮ **আইজিএম :** ২৩২-৫৬০৬, **টি এম সি :** ২৩৭ ০৫০৪ **চক্ষুব্যাঙ্ক :** ৯৪৩৬৪৬২৮০০। **অ্যাম্বুলেন্স : একতা সংস্থা :** ৯৭৭৪৯৯৮৯৯৬ **ব্লু লোটাস ক্লাব :** ৯৪৩৬৫৬৮২৫৬, **শিবনগর মডার্ণ ক্লাব : ও আমরা তরুণ দল :** ২৫১-৯৯০০, **সেন্ট্রাল রোড দাতব্য চিকিৎসালয় :** ৭৬৪২৮৪৪৬৫৬ **রিলিভার্স :** ৯৮৬২৭৬৭৪২৮ **কর্ণেল চৌমুহনী যুব সংস্থা :** ৯৮৬২৫৭০১১৬/ **সংহতি ক্লাব :** ৮৭৯৪১ ৬ ৮২৮১, **অনীক ক্লাব :** ৯৪৩৬৪৮৭৪৮৩, ৯৪৩৬৪৬৪৬০১, **রামকৃষ্ণ ক্লাব :** ৮৭৯৪১৬৮৮১ **শতদল সংঘ :** ৯৮৬২৯৩৯৭৮০, **প্রগতি সংঘ (পূর্ব আড়ালিয়া) :** ৯৭৭৪১১৬৬২৪, **রেডক্রস সোসাইটি :** ২৩১-৯৬৭৮, **টিআরটিসি :** ২৩২৫৬৮৫, **এগিয়ে চলো সংঘ :** ৯৪৩৬১২১৪৮৮, **লালবাহাদুর দাতব্য চিকিৎসালয় :** ৯৪৩৬৫০৮৬৩৯, ৯৪৩৬১২১৪৮৮, **মানব ফাউন্ডেশন:** ২৩২৬১০০। **চাইল্ড লাইন :** ১০৯৮ **(টোলফ্রি : ২৪ ঘন্টা)। ব্লাড ব্যাঙ্ক : জিবি :** ২৩৫-৬২৮৮ **(পি বি এক্স), আইজিএম:** ২৩২-৫৭৩৬, **আই এল এস :** ২৪১৫০০০/৮৯৭৪০৫০৩০০ **কসমোপলিটন ক্লাব :** ৯৮৫৬০ ৩৩৭৭৬, **শববাহী যান : নব অঙ্গীকার** ৮৭৯৪৫১৪৩১১, **সেন্ট্রাল রোড যুব সংস্থা :** ৭৬৪২৮৪৪৬৫৬ **বটতলা নাগেরজলা স্ট্যান্ড ডেভেলাপমেন্ট সোসাইটি :** ০৩৮১-২৩৭-১২৩৪, ৮৯৭৪৮৬০৩৩৫, ৯৮৬২৭০২৮২৩, **সমাজ কল্যাণ ক্লাব :** ৯৭৭৪৬৭০২৪২, **সংযোগ সংঘ :** ৯৪৩৬১৬৯৫২১, ৯৮৫৬৮৬৭১২০, **ব্লু লোটাস ক্লাব :** ৯৪৩৬৫৬৮২৫৬, **ত্রিপুরা ট্রাক ওনার্স সিন্ডিকেট :** ২৩৮-৫৮৫২, **ত্রিপুরা ট্রাক অপারেটর্স অ্যাসোসিয়েশন :** ২৩৮-৬৪২৬, **রিলিভার্স :** ৮৮৩৭০৫৯৫৯৮, **কুঞ্জবন স্পোর্টিং ইউনিয়ন :** ৮৯৭৪৫৮১৮১০, **ত্রিপুরা ন্যায্যমূল্যের দোকান পরিচালক সমিতি :** ২৩৮১৭১৮, ৯৪৩৬৪৬৯৬৪৪, **সূর্য তোরণ ক্লাব (দুর্গা চৌমুহনী) :** ৮৭২৯৯১১২৩৬, **আগন্তুক ক্লাব :** ৭০০৫৪৬০০৩৫/ ৯৪৩৬৫৯১৮৯১, **ত্রিপুরা নির্মাণ শ্রমিক ইউনিয়ন :** ৮২৫৬৯৯৭ **ফায়ার সার্ভিস : প্রধান স্টেশন :** ১০১/২৩২-৫৬৩০, **বাধারঘাট :** ১০১/২৩৭-৪৩৩৩, **কুঞ্জবন :** ২৩৫-৩১০১, **মহারাজগঞ্জ বাজার :** ২৩৮ ৩১০১ **পুলিশ : পশ্চিম থানা :** ২৩২-৫৭৬৫, **পূর্ব থানা :** ২৩২-৫৭৭৪, **আমতলী থানা :** ২৩৭-০৩৫৮, **এয়ারপোর্ট থানা :** ২৩৪-২২৫৮, **সিটি কন্ট্রোল :** ২৩২-৫৭৮৪, **বিদ্যুৎ : বনমালীপুর :** ২৩২-৬৬৪০, ২৩০-৬২১৩। **দুর্গা চৌমুহনী :** ২৩২-০৭৩০, **জিবি :** ২৩৫-৬৪৪৮। **বড়দোয়ালী :** ২৩৭০২৩৩, ২৩৭১৪৬৪ **আইজিএম :** ২৩২-৬৪০৫। **বিমানবন্দর এয়ার ইন্ডিয়া :** ২৩৪১৯০২, ২৩৪-২০২০, **এয়ার ইন্ডিয়া টোল ফ্রি নম্বর :** ১৮৬০-২৩৩-১৪০৭, ১৮০০-১৮০-১৪০৭, **ইন্ডিগো :** ২৩৪-১২৬৩, **স্পাইস জেট :** ২৩৪-১৭৭৮, **রেল সার্ভিস : রিজার্ভেশন :** ২৩২-৫৫৩৩ **আন্তর্জাতিক বাস সার্ভিস : টি আর টি সি বিল্ডিং :** ২৩২-৫৬৮৫। **আগরতলা রেলস্টেশন :** ০৩৮১-২৩৭৪৫১৫।

গ্রামাঞ্চলে বর্জ্য সংগ্রহে বৈদ্যুতিক যান, পরিবেশবান্ধব উদ্যোগে কল্যাণপুর

আগরতলা, ৫ জুন: বিশ্ব পরিবেশ দিবস উপলক্ষে কল্যাণপুর ব্লকে বর্জ্য ব্যবস্থাপনাকে আরও শক্তিশালী ও পরিবেশবান্ধব করতে এক গুরুত্বপূর্ণ উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে। এদিন ব্লকের ২১টি গ্রাম পঞ্চায়েত ও ভিলেজ কমিটিতে প্লাস্টিক ও কঠিন বর্জ্য সংগ্রহের জন্য ২১টি বৈদ্যুতিক যানবাহনের আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন করা হয়।

অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত থেকে গাড়িগুলির উদ্বোধন করেন জেলা পরিষদের সভাধিপতি অপর্ণা সিনহা রায়। তিনি বলেন, প্লাস্টিক দূষণ রোধ এবং পরিচ্ছন্ন ও সবুজ সমাজ গড়ে তোলার লক্ষ্যেই এই প্রকল্প বাস্তবায়ন করা হয়েছে। তাঁর মতে, পরিবেশ রক্ষায় সকলের দায়িত্বশীল ভূমিকা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ এবং এই উদ্যোগ আগামী দিনে অন্য এলাকাগুলির কাছেও দৃষ্টান্ত হয়ে উঠবে।

অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন পঞ্চায়েত সমিতির চেয়ারম্যান সোমেন ঘোষ এবং ব্লক উন্নয়ন আধিকারিক রাজীব ভট্টাচার্য। প্রকল্পটির সফল বাস্তবায়নে তাঁদের ভূমিকারও প্রশংসা করা হয়। এদিন ব্লকে চলমান বিভিন্ন পরিবেশ সংরক্ষণমূলক কর্মসূচির অগ্রগতিও পর্যালোচনা করেন সংশ্লিষ্ট আধিকারিকরা। সচেতনতা বৃদ্ধি এবং জনসাধারণের সক্রিয় অংশগ্রহণের ফলে এসব কর্মসূচিতে ইতিবাচক সাড়া মিলছে বলে জানানো হয়।

আধুনিক প্রযুক্তির সঙ্গে তৃণমূল স্তরের অংশগ্রহণকে যুক্ত করে কল্যাণপুর ব্লক টেকসই বর্জ্য ব্যবস্থাপনার ক্ষেত্রে এক নতুন দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছে বলে মত প্রকাশ করেন উপস্থিত অতিথিরা। তাঁদের আশা, এই উদ্যোগ ভবিষ্যতে অন্যান্য ব্লক ও জেলাগুলির জন্যও অনুসরণীয় মডেল হয়ে উঠবে এবং প্লাস্টিক দূষণ নিয়ন্ত্রণ ও পরিবেশ সুরক্ষায় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করবে।

এলাকার বাসিন্দারাও এই উদ্যোগকে স্বাগত জানিয়েছেন। তাঁদের মতে, দৈনন্দিন বর্জ্য ব্যবস্থাপনার সমস্যার বাস্তবসম্মত সমাধান হিসেবে এই প্রকল্প পরিবেশবান্ধব ও পরিচ্ছন্ন সমাজ গঠনে নতুন অধ্যায়ের সূচনা করল।

রাজনগরে ৬১ কেজির বেশি গাঁজা উদ্ধার, গ্রেপ্তার ২

নিজস্ব প্রতিনিধি, বিলোনিয়া, ৬ জুন: মাদক কারবারীদের বিরুদ্ধে অভিযান চালিয়ে ফের বড়সড় সাফল্য পেল পি আর বাড়ি থানার পুলিশ। গোপন সূত্রের খবরের ভিত্তিতে অভিযান চালিয়ে প্রায় ৬১ কেজি শুকনো গাঁজা সহ একটি মারুতি ইকো গাড়ি বাজেয়াপ্ত করা হয়েছে। ঘটনায় দুই যুবককে গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ।

পুলিশ সূত্রে জানা গেছে, শুক্রবার গভীর রাতে রাজনগর সঙ্গতিপাড়া প্রধান সড়কে পি আর বাড়ি থানার ওসি রতন রবি দাসের নেতৃত্বে পুলিশ, ডিএসপি, বিএলএন এবং জেলা মোবাইল ফরেনসিক দলের সদস্যরা যৌথভাবে অভিযান চালান। অভিযানের সময় টিআর০৭এইচ০৬৬৮ নম্বরের একটি মারুতি ইকো গাড়ি আটক করা হয়।

গাড়িটি তল্লাশি করে পুলিশ প্রায় ৬০.৬৭০ কেজি শুকনো গাঁজা উদ্ধার করে। পরে সমস্ত আইনি প্রক্রিয়া সম্পন্ন করে গাড়ি ও উদ্ধার হওয়া গাঁজা বাজেয়াপ্ত করা হয়।

পি আর বাড়ি থানার ওসি রতন রবি দাস জানান, গোপন সূত্রে খবর পাওয়া যায় যে হেতালিয়া এলাকা থেকে একটি ইকো গাড়িতে করে বিপুল পরিমাণ গাঁজা রাজনগরের নিহারনগর এলাকায় নিয়ে যাওয়া হচ্ছে। সেই তথ্যের ভিত্তিতেই অভিযান চালিয়ে এই সাফল্য পাওয়া যায়। ঘটনার সঙ্গে জড়িত দুই ব্যক্তিকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে এবং এনডিপিএস আইনে মামলা রুজু করে তদন্ত শুরু হয়েছে।

গ্রেপ্তার হওয়া দুই অভিযুক্ত হলেন সিপাহিজলা জেলার যাত্রাপুর থানার থালাবাড়ি এলাকার বাসিন্দা বিশ্বমণি ত্রিপুরা ও অমিত ত্রিপুরা। এ ঘটনায় পি আর বাড়ি থানায় ১৫/২০২৬ নম্বর মামলা রুজু করা হয়েছে।

পুলিশ জানিয়েছে, এই মাদক পাচার চক্রের সঙ্গে আরও কারা জড়িত রয়েছে তা খতিয়ে দেখা হচ্ছে। সীমান্তবর্তী এলাকায় ধারাবাহিকভাবে মাদকবিরোধী অভিযান চালিয়ে মাদক কারবারীদের বিরুদ্ধে কড়া বার্তা দিচ্ছে পুলিশ। পুলিশের এই সাফল্যে সাধারণ মানুষের মধ্যেও ইতিবাচক প্রতিক্রিয়া দেখা গেছে।

আইপিএল থেকে টেস্ট ক্রিকেটে মানিয়ে নেওয়া এখন অভ্যাসে পরিণত হয়েছে: প্রসিধ কৃষ্ণ

নিউ চণ্ডীগড়, ৬ জুন (আইএএনএস): আইপিএলের দ্রুতগতির ক্রিকেট থেকে টেস্টের ধৈর্য ও শৃঙ্খলার ক্রিকেটে ফেরার চ্যালেঞ্জ এখন আর নতুন নয় বলে মনে করেন ভারতীয় পেসার প্রসিধ কৃষ্ণ। তাঁর মতে, আধুনিক ক্রিকেটাররা সারা বছর একাধিক ফরম্যাটে খেলতে অভ্যস্ত হওয়ায় এই পরিবর্তন মূলত মানসিক প্রস্তুতির বিষয়।

শনিবার মুল্লানপুরের মহারাজা যাদবীন্দ্র সিং আন্তর্জাতিক ক্রিকেট স্টেডিয়াম-এ ভারত জাতীয় ক্রিকেট দল ও আফগানিস্তান জাতীয় ক্রিকেট দল-এর মধ্যে একমাত্র টেস্ট ম্যাচের আগে সম্প্রচারকারীদের সঙ্গে কথা বলেন তিনি।

প্রসিধ বলেন, “এই সুন্দর মাঠে এসে সত্যিই খুব ভালো লাগছে। চারপাশ উজ্জ্বল, সুন্দর পরিবেশ। আমি রোদ খুব পছন্দ করি, তাই এখানে এসে বেশ সতেজ লাগছে।”

আইপিএল শেষ হওয়ার পর খুব কম সময়ের ব্যবধানে ভারতীয় দলকে টেস্ট ক্রিকেটে ফিরতে হয়েছে। তবে প্রসিধের মতে, বিভিন্ন ফরম্যাটে নিয়মিত খেলার অভিজ্ঞতা ক্রিকেটারদের দ্রুত মানিয়ে নিতে সাহায্য করে।

তিনি বলেন, “কিছুটা পরিবর্তন তো হয়ই। তবে আমরা এখন যথেষ্ট ক্রিকেট খেলেছি। প্রায়ই একাধিক ফরম্যাটে খেলতে হয়, তাই আমরা এতে অভ্যস্ত। চোখকে নতুন পরিস্থিতির সঙ্গে মানিয়ে নেওয়া এবং ম্যাচ নিয়ে ভাবতে শুরু করাটাই গুরুত্বপূর্ণ। একবার মানসিকভাবে প্রস্তুত হয়ে গেলে মাঠে বিষয়টা অনেক সহজ হয়ে যায়।”

কর্নাটকের এই পেসারের মতে, টেস্ট ক্রিকেটে সাফল্যের মূল চাবিকাঠি ধৈর্য।

“বোলিংয়ের মৌলিক বিষয়গুলো একই থাকে। আপনি নির্দিষ্ট জায়গায় বল করতে অভ্যস্ত। শুধু নিজের মনকে বোঝাতে হয় যে আপনাকে সেটাই দীর্ঘ সময় ধরে করে যেতে হবে। টেস্ট ক্রিকেটে বেশি ধৈর্য দরকার, দীর্ঘ সময় ধরে একই জায়গায় বল করার ক্ষমতা দরকার এবং খুব তাড়াতাড়ি অতিরিক্ত কিছু করার চেষ্টা করা উচিত নয়। এটা মূলত মানসিকভাবে নিজেকে মানিয়ে নেওয়ার ব্যাপার,” বলেন তিনি।

ভারতের টেস্ট দলের পরিবর্তনের এই সময়ে প্রসিধকে পেস আক্রমণের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ সদস্য হিসেবে দেখা হচ্ছে। সাম্প্রতিক টেস্ট ম্যাচগুলিতে খেলার অভিজ্ঞতার কথা উল্লেখ করে তিনি বলেন, নিজের নির্ধারিত মান বজায় রাখা এবং দলের মধ্যে সেই ধারাবাহিকতা নিয়ে আসাই তাঁর লক্ষ্য।

প্রসিধের কথায়, “সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হলো ধারাবাহিকতা। সাম্প্রতিক টেস্ট ম্যাচগুলোতে যে মানদণ্ড তৈরি করেছি, সেটাকে ধরে রাখতে হবে। অন্য ফরম্যাট থেকে এসে নতুন মরসুমের শুরুটা ভালো করা খুবই জরুরি। মৌলিক বিষয়গুলো ঠিক রাখতে হবে এবং ভবিষ্যতের জন্য নিজের মানদণ্ড নিজেকেই তৈরি করতে হবে।”

ছয় দশক ধরে পরিত্যক্ত পুকুর পুনরুজ্জীবনে জোর, দ্রুত কাজ শেষের নির্দেশ মেয়রের

আগরতলা, ৬ জুন: আগরতলা শহরের দীর্ঘদিনের অবহেলিত ও পরিত্যক্ত জলাশয়গুলিকে পুনরুজ্জীবিত করে পরিবেশ রক্ষা এবং নাগরিক সুবিধা বৃদ্ধির লক্ষ্যে উদ্যোগ নিয়েছে আগরতলা পুরনিগম। এই উদ্যোগের অংশ হিসেবে শনিবার ১১ নম্বর ওয়ার্ডের অভয়নগর বাজার সংলগ্ন একটি ঐতিহাসিক পুকুর সংস্কার কাজ পরিদর্শন করেন আগরতলা পুরনিগমের মেয়র দীপক মজুমদার।

প্রায় ছয় দশক ধরে পরিত্যক্ত অবস্থায় থাকা এই পুকুরটির সংস্কার কাজের অগ্রগতি ও গুণগত মান খতিয়ে দেখেন মেয়র। পাশাপাশি দ্রুততার সঙ্গে কাজ সম্পন্ন করার জন্য সংশ্লিষ্ট ঠিকাদার ও আধিকারিকদের নির্দেশ দেন তিনি।

পরিদর্শনকালে মেয়র দীপক মজুমদার বলেন, জলাশয় সংরক্ষণ শুধু সৌন্দর্যায়নের বিষয় নয়, এটি পরিবেশের ভারসাম্য রক্ষা এবং নাগরিকদের প্রয়োজনীয় সুবিধা নিশ্চিত করার সঙ্গে জড়িত। প্রতিটি পুনরুদ্ধার হওয়া পুকুর একটি সবুজ ও সুস্থ আগরতলা গড়ার পথে গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ।

এই পরিদর্শনে তাঁর সঙ্গে উপস্থিত ছিলেন মেয়র-ইন-কাউন্সিল সদস্য হীরালাল দেবনাথ, কাউন্সিলর সম্পা সেন সরকার এবং আগরতলা পুরনিগমের অন্যান্য প্রতিনিধিরা।

পুরনিগমের প্রতিনিধিরা জানান, এই উদ্যোগের মূল লক্ষ্য হল জলাধার সংরক্ষণ, পরিবেশগত ভারসাম্য উন্নত করা এবং নাগরিকদের জন্য পরিচ্ছন্ন ও ব্যবহার উপযোগী উন্মুক্ত স্থান তৈরি করা।

অন্যদিকে, স্থানীয় বাসিন্দারাও এই উদ্যোগকে স্বাগত জানিয়েছেন। তাঁদের মতে, দীর্ঘদিন ধরে অবহেলিত পুকুরগুলির পুনরুদ্ধার শহরের সৌন্দর্য বৃদ্ধির পাশাপাশি জলসংকট ও দূষণ মোকাবিলায়ও গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করবে।

ধর্মনগর জেলা হাসপাতালে স্বাস্থ্য পরিষেবা খতিয়ে দেখতে আকস্মিক পরিদর্শনে স্বাস্থ্য সচিব কিরণ গিত্তে

ধর্মনগর, ৬ জুন: উত্তর ত্রিপুরা জেলা হাসপাতালের স্বাস্থ্য পরিষেবা নিয়ে একাধিক অভিযোগের প্রেক্ষিতে আজ ধর্মনগরে আকস্মিক পরিদর্শনে যান রাজ্যের স্বাস্থ্য সচিব কিরণ গিত্তে। হাসপাতালের সার্বিক পরিকাঠামো ও পরিষেবার মান খতিয়ে দেখতে তিনি বিভিন্ন বিভাগ ঘুরে দেখেন এবং কর্তৃপক্ষকে প্রয়োজনীয় নির্দেশ দেন।

পরিদর্শনকালে স্বাস্থ্য সচিব হাসপাতালের বহির্বিভাগ (ওপিডি), জরুরি বিভাগ এবং বিভিন্ন ওয়ার্ড পরিদর্শন করেন। পরে হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ, চিকিৎসক, পূর্ত দপ্তরের আধিকারিক এবং উত্তর ত্রিপুরার জেলাশাসক চাঁদনি চন্দ্রনের সঙ্গে একটি পর্যালোচনা বৈঠক করেন। বৈঠকে হাসপাতালের পরিষেবা উন্নয়ন ও পরিকাঠামোগত ঘাটতি দূরীকরণ নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা হয়।

উল্লেখ্য, দীর্ঘদিন ধরে হাসপাতালকে ঘিরে সাধারণ মানুষের মধ্যে অসন্তোষ বাড়ছিল। রোগী ও স্থানীয় বাসিন্দাদের অভিযোগ ছিল, হাসপাতালে দীর্ঘক্ষণ অপেক্ষা করতে হচ্ছে, পর্যাপ্ত চিকিৎসা পরিষেবা মিলছে না, পরিচ্ছন্নতার অভাব রয়েছে, জল পরিশোধন ব্যবস্থা অচল, চিকিৎসকের ঘাটতি রয়েছে এবং হাসপাতাল চত্বরে বিভিন্ন বেআইনি কার্যকলাপ চলছে। এছাড়া রক্তের নমুনা পরীক্ষার কাজ বেসরকারি পরীক্ষাগারে পাঠানো এবং বিশুদ্ধ পানীয় জলের অভাব নিয়েও অভিযোগ ওঠে।

এই সমস্ত অভিযোগের সত্যতা যাচাই করতেই স্বাস্থ্য সচিব সরেজমিনে হাসপাতাল পরিদর্শন করেন। পরিদর্শন শেষে সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে তিনি বলেন, রাজ্য সরকার উন্নত স্বাস্থ্য পরিষেবা প্রদানে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ। হাসপাতালের সমস্ত ঘাটতি দ্রুত দূর করার জন্য তিনি জেলাশাসককে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণের নির্দেশ দিয়েছেন।

স্বাস্থ্য সচিব জানান, ধর্মনগরে একটি পৃথক মহকুমা হাসপাতাল স্থাপন, জেলা হাসপাতালের পরিকাঠামো উন্নয়ন, ট্রমা সেন্টার চালু, ইনটেনসিভ করোনারি কেয়ার ইউনিট (আইসিসিইউ) চালু এবং বিশেষায়িত স্বাস্থ্য পরিষেবা সম্প্রসারণের পরিকল্পনা নেওয়া হয়েছে। তিনি আরও জানান, হাসপাতালে ইতিমধ্যেই একটি ক্যান্সার ডে-কেয়ার সেন্টার চালু হয়েছে।

স্বাস্থ্য সচিবের এই আকস্মিক পরিদর্শনকে জেলা হাসপাতালের পরিষেবা ব্যবস্থার উন্নয়নের ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ হিসেবে দেখছেন সাধারণ মানুষ। উত্তর ত্রিপুরা জেলা হাসপাতাল পরিদর্শনের পর তিনি উনকোটি জেলা হাসপাতালেও পরিদর্শনে যান।

রাঘনা সীমান্তে প্রায় অর্ধকোটি টাকার ইয়াবা উদ্ধার, বাংলাদেশে পাচারের আশঙ্কা

ধর্মনগর, ৬ জুন: উত্তর জেলার পুলিশ এবং সীমান্তরক্ষী বাহিনীর (বিএসএফ) ৯৭ ব্যাটালিয়নের যৌথ অভিযানে বড়সড় সাফল্য মিলেছে। শনিবার ধর্মনগর থানার অন্তর্গত রাঘনা আন্তর্জাতিক সীমান্ত এলাকা থেকে প্রায় ৫০ লক্ষ টাকা মূল্যের বিপুল পরিমাণ ইয়াবা ট্যাবলেট উদ্ধার করা হয়েছে।

পুলিশ ও বিএসএফ সূত্রে জানা গেছে, সীমান্তবর্তী এলাকায় সন্দেহজনক মাদক মজুত থাকার খবর পেয়ে ৯৭ ব্যাটালিয়নের জওয়ানরা ধর্মনগর থানাকে অবহিত করেন। এরপর বিএসএফ ও পুলিশের যৌথ উদ্যোগে রাঘনা সীমান্ত এলাকায় তল্লাশি অভিযান চালানো হয়। অভিযান চলাকালীন রাঘনা ইন্টিগ্রেটেড চেক পোস্ট (আইসিপি) সংলগ্ন কাটাতারের পাশে পরিত্যক্ত অবস্থায় ৪৮টি প্যাকেট উদ্ধার করা হয়। পরে সেগুলি পরীক্ষা করে মোট ৯,৪২৭টি ইয়াবা ট্যাবলেট পাওয়া যায়।

প্রাথমিক তদন্তে অনুমান করা হচ্ছে, উদ্ধার হওয়া মাদকদ্রব্য বাংলাদেশে পাচারের উদ্দেশ্যে সীমান্তের কাছে মজুত করে রাখা হয়েছিল। তবে নিরাপত্তা বাহিনীর উপস্থিতি টের পেয়ে পাচারকারীরা মাদকের চালান ফেলে পালিয়ে যায় বলে সন্দেহ তদন্তকারীদের।

উদ্ধার হওয়া ইয়াবা ট্যাবলেটগুলির কালোবাজারি মূল্য আনুমানিক ৫০ লক্ষ টাকা বলে জানিয়েছেন সংশ্লিষ্ট আধিকারিকরা। মাদকদ্রব্যগুলি জব্দ করে ধর্মনগর থানার হেফাজতে রাখা হয়েছে এবং আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণের প্রক্রিয়া শুরু হয়েছে।

ঘটনার পর সীমান্ত এলাকায় নিরাপত্তা আরও জোরদার করা হয়েছে। এই পাচারচক্রের সঙ্গে জড়িতদের শনাক্ত ও গ্রেফতারের লক্ষ্যে পুলিশ এবং বিএসএফ যৌথভাবে তদন্ত শুরু করেছে।

বিপুল পরিমাণ ইয়াবা উদ্ধারের ঘটনায় সীমান্তবর্তী এলাকায় ব্যাপক চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয়েছে। মাদক পাচারচক্রের বিরুদ্ধে এটি একটি বড় আঘাত হিসেবে দেখছেন নিরাপত্তা বিশেষজ্ঞরা।

রেগার কাজে যোগ দিতে গিয়ে

● আটের পাতার পর

অন্যান্য আধিকারিকরা। বিডিও জানান, রবি চরণ দেববর্মা সম্পূর্ণ সুস্থ অবস্থায় কাজে এসেছিলেন। কিন্তু কাজের মধ্যেই হঠাৎ তাঁর মৃত্যু হয়, যা অত্যন্ত দুঃখজনক।

তিনি আরও জানান, মৃত শ্রমিকের পরিবারের পাশে দাঁড়াতে প্রশাসন প্রয়োজনীয় সহায়তার বিষয়টি গুরুত্ব সহকারে বিবেচনা করছে। সরকারি নিয়ম অনুযায়ী কীভাবে আর্থিক সহায়তা প্রদান করা যায়, সে বিষয়েও উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে।

এই আকস্মিক মৃত্যুর ঘটনায় গোটা এলাকায় শোকের ছায়া নেমে এসেছে। স্থানীয় বাসিন্দারা মৃতের পরিবারের প্রতি সমবেদনা জানিয়েছেন এবং প্রশাসনের কাছে দ্রুত সহায়তার দাবি তুলেছেন।

বিশ্ব পরিবেশ দিবসে বিলোনিয়ায় এসএফআই-ডিওয়াইএফআই-এর বৃক্ষরোপণ কর্মসূচি

বিলোনিয়া, ৬ জুন : বিশ্ব পরিবেশ দিবস উপলক্ষে বিলোনিয়ায় যৌথভাবে বৃক্ষরোপণ কর্মসূচির আয়োজন করে এসএফআই ও ডিওয়াইএফআই। পরিবেশ রক্ষা এবং সবুজায়নের বার্তা ছড়িয়ে দিতে এই কর্মসূচি পালন করা হয়।

এদিন ছাত্র-যুব সংগঠনের কার্যালয় প্রাঙ্গণে বৃক্ষরোপণের মাধ্যমে কর্মসূচির সূচনা করেন এলাকার বিধায়ক। সংগঠনের পক্ষ থেকে জানানো হয়, শুধুমাত্র একটি দিনের কর্মসূচি হিসেবে নয়, সারা বছর ধরেই পরিবেশ সংরক্ষণ ও সবুজায়নের লক্ষ্যে বিভিন্ন উদ্যোগ গ্রহণ করে আসছে এসএফআই ও ডিওয়াইএফআই।

কর্মসূচির অংশ হিসেবে বিভিন্ন প্রজাতির গাছের চারা সাধারণ মানুষের মধ্যে বিতরণ করা হয়। পথচলতি মানুষ এবং এলাকার বাসিন্দাদের হাতে চারা গাছ তুলে দিয়ে পরিবেশ রক্ষায় এগিয়ে আসার আহ্বান জানান সংগঠনের নেতৃত্ব।

অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন ছাত্র-যুব সংগঠনের একাধিক নেতা ও কর্মী। তাঁদের মধ্যে ছিলেন দীপংকর মেনন, নারায়ণ মেনন, প্রণব বৈদ্য, মধুসূদন দত্ত, গৌতম মজুমদার, বিমল বণিকসহ অন্যান্যরা। ছাত্র নেতৃত্বদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন মৃদুল ভৌমিক, সৌম্য চৌধুরী, ত্রিলোকেশ সিনহা প্রমুখ। এছাড়াও বিলোনিয়ার বিভিন্ন এলাকায় পৃথকভাবে বৃক্ষরোপণ কর্মসূচি পালিত হয়। আশিস দত্ত, গৌতম মজুমদার, মৃদুল দত্তসহ অন্যান্যরা বিভিন্ন স্থানে গাছের চারা রোপণ করেন।

সংগঠনের নেতৃবৃন্দ জানান, পরিবেশের ভারসাম্য রক্ষা এবং আগামী প্রজন্মের জন্য একটি সবুজ পৃথিবী গড়ে তুলতে সকলের সম্মিলিত উদ্যোগ প্রয়োজন। সেই লক্ষ্যেই এই ধরনের সচেতনতামূলক কর্মসূচি অব্যাহত থাকবে।

বিশ্ব পরিবেশ দিবসে তেলিয়ামুড়া বিজেপি মণ্ডলের বৃক্ষরোপণ কর্মসূচি

তেলিয়ামুড়া, ৬ জুন: বিশ্ব পরিবেশ দিবস উপলক্ষে ‘এক পেড় মা কে নাম’ শীর্ষক কর্মসূচির অংশ হিসেবে শনিবার ২৮ তেলিয়ামুড়া বিজেপি মণ্ডলের উদ্যোগে কালিটিলা বিবেকানন্দ দ্বাদশ শ্রেণি বিদ্যালয়ের মাঠে বৃক্ষরোপণ কর্মসূচির আয়োজন করা হয়।

দেশের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর আহ্বানে সাড়া দিয়ে আয়োজিত এই কর্মসূচির মাধ্যমে পরিবেশ সংরক্ষণ এবং সবুজায়নের বার্তা সাধারণ মানুষের কাছে পৌঁছে দেওয়ার উদ্যোগ নেওয়া হয়। এদিন বিদ্যালয় প্রাঙ্গণে বিভিন্ন প্রজাতির বৃক্ষরোপণ করা হয়।

কর্মসূচিতে উপস্থিত নেতৃবৃন্দ ও কর্মী-সমর্থকরা পরিবেশ রক্ষায় বৃক্ষরোপণের গুরুত্ব তুলে ধরেন এবং জলবায়ু পরিবর্তনের চ্যালেঞ্জ মোকাবিলায় সকলকে আরও বেশি করে গাছ লাগানোর আহ্বান জানান।

অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন ত্রিপুরা বিধানসভার মুখ্য সচেতক তথা তেলিয়ামুড়া বিধানসভা কেন্দ্রের বিধায়িকা কল্যাণী সাহা রায়, ২৮ তেলিয়ামুড়া মণ্ডলের সাধারণ সম্পাদক নন্দন রায়, গোপাল বর্মন, তেলিয়ামুড়া পুর পরিষদের ভাইস-চেয়ারম্যান মধুসূদন রায়সহ বিজেপির অন্যান্য নেতা, কর্মী ও সমর্থকরা।

বক্তব্য রাখতে গিয়ে বিধায়িকা কল্যাণী সাহা রায় বলেন, পরিবেশের ভারসাম্য রক্ষা এবং আগামী প্রজন্মের জন্য একটি সুস্থ ও সবুজ পৃথিবী গড়ে তুলতে বৃক্ষরোপণের বিকল্প নেই। তিনি জানান, পরিবেশ সচেতনতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে ভবিষ্যতেও এ ধরনের কর্মসূচি গ্রহণ করা হবে।

উৎসাহ-উদ্দীপনার মধ্য দিয়ে অনুষ্ঠিত এই বৃক্ষরোপণ কর্মসূচিতে দলীয় নেতা-কর্মীদের পাশাপাশি স্থানীয় বাসিন্দারাও অংশগ্রহণ করেন।

কৈলাসহর বন দপ্তরে কোটি টাকার দুর্নীতির অভিযোগ, তদন্তের দাবি বিধায়ক বিরজিত সিনহার

কৈলাসহর, ৬ জুন: কৈলাসহর বন দপ্তরে কোটি টাকার দুর্নীতির অভিযোগ তুলে সরব হলেন কংগ্রেস বিধায়ক বিরজিত সিনহা। শনিবার কৈলাসহর কংগ্রেস ভবনে ঊনকোটি জেলা কংগ্রেসের উদ্যোগে আয়োজিত এক সাংবাদিক সম্মেলনে তিনি বন দপ্তরের বিভিন্ন অনিয়ম ও আর্থিক দুর্নীতির অভিযোগ প্রকাশ্যে আনেন।

সাংবাদিক সম্মেলনে উপস্থিত ছিলেন ঊনকোটি জেলা কংগ্রেস সভাপতি মোহাম্মদ বদরুজ্জামান, কংগ্রেস নেতা রুদ্রেন্দু ভট্টাচার্যসহ দলের অন্যান্য নেতৃবৃন্দ। বিধায়ক বিরজিত সিনহার অভিযোগ, কৈলাসহরের মহকুমা ফরেস্ট অফিসার সম্প্রতি প্রায় এক কোটি টাকার বিভিন্ন সামগ্রী ক্রয়ের ক্ষেত্রে নিয়মবহির্ভূতভাবে অফলাইনে টেন্ডার আহ্বান করে নির্দিষ্ট কিছু ঠিকাদারকে কাজ পাইয়ে দিয়েছেন। তাঁর দাবি, সরকারি ক্রয় সংক্রান্ত নির্ধারিত বিধি অনুসরণ না করে এই প্রক্রিয়া সম্পন্ন করা হয়েছে।

তিনি জানান, বিষয়টি নজরে আসার পর কংগ্রেস কর্মী বীরচন্দ্র সিনহার মাধ্যমে জেলা বন আধিকারিক এবং প্রধান বন সংরক্ষকের কাছে লিখিত অভিযোগ জমা দেওয়া হয়েছে। অভিযোগে সংশ্লিষ্ট সাপ্লাই অর্ডার বাতিল এবং মহকুমা ফরেস্ট অফিসারের বিরুদ্ধে নিরপেক্ষ তদন্তের দাবি জানানো হয়েছে।

এছাড়াও সাংবাদিক সম্মেলনে বন দপ্তরের বিরুদ্ধে আরও একাধিক অভিযোগ তোলেন বিরজিত সিনহা। তাঁর দাবি, কৈলাসহরের বিভিন্ন এলাকায় মনু নদী থেকে দীর্ঘদিন ধরে অবৈধভাবে মাটি উত্তোলন চললেও বন দপ্তরের পক্ষ থেকে কার্যকর ব্যবস্থা নেওয়া হচ্ছে না। একইসঙ্গে শহরের উত্তরাঞ্চলে বিভিন্ন কাঠের ফার্নিচারের দোকানে মূল্যবান কাঠ ব্যবহার করে বেআইনি ব্যবসা পরিচালনার অভিযোগও তিনি উত্থাপন করেন।তবে এসব অভিযোগের বিষয়ে বন দপ্তরের পক্ষ থেকে এখনও পর্যন্ত কোনও আনুষ্ঠানিক প্রতিক্রিয়া পাওয়া যায়নি।

বিধায়ক বলেন, সরকারি অর্থের সুষ্ঠু ব্যবহার এবং বন সম্পদের সুরক্ষার স্বার্থে অভিযোগগুলির নিরপেক্ষ তদন্ত হওয়া প্রয়োজন। তিনি আশা প্রকাশ করেন, সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ দ্রুত বিষয়টি খতিয়ে দেখে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করবে।

খোয়াইয়ে এসএফআই-এর উদ্যোগে

● আটের পাতার পর

এদিন খোয়াই মহকুমার বিভিন্ন বিদ্যালয়ের মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষায় কৃতিত্বের সঙ্গে উত্তীর্ণ ছাত্র-ছাত্রীদের সংবর্ধনা ও স্মারক প্রদান করা হয়। অনুষ্ঠানে শিক্ষার্থী, অভিভাবক এবং সংগঠনের কর্মী-সমর্থকদের উপস্থিতি ছিল চোখে পড়ার মতো। শিক্ষার্থীদের এই সাফল্যে অভিনন্দন জানিয়ে ভবিষ্যতে আরও বড় অর্জনের শুভকামনা জানান অতিথিরা।

জ্ঞানশালার তৃতীয় প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী

● আটের পাতার পর

খরচে মানসম্মত শিক্ষা লাভের সুযোগ পাচ্ছে।

তিনি আরও বলেন, জ্ঞানশালার শিক্ষক-শিক্ষিকারা অত্যন্ত আন্তরিকতার সঙ্গে ছাত্র-ছাত্রীদের শিক্ষাদান করেন। ভবিষ্যতে সুযোগ ও সামর্থ্য অনুযায়ী এই প্রতিষ্ঠানের জন্য কিছু করতে চাই।

অনুষ্ঠানের অন্যতম আকর্ষণ ছিল উদয়পুরের কয়েকজন বিশিষ্ট সংবাদকর্মীকে সংবর্ধনা প্রদান। সম্মাননা প্রাপ্তদের মধ্যে ছিলেন অপুরাম সরকার, উৎপল দে, প্রসেনজিৎ দে, সোমেন সেন, বিটু মজুমদারসহ আরও কয়েকজন সাংবাদিক।

জমকালো সাংস্কৃতিক পরিবেশনা এবং সম্মাননা প্রদানের মধ্য দিয়ে জ্ঞানশালার তৃতীয় প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী অনুষ্ঠান সফলভাবে সমাপ্ত হয়। শিক্ষা ও সংস্কৃতির সমন্বয়ে আয়োজিত এই অনুষ্ঠান উপস্থিত সকলের প্রশংসা কুড়িয়েছে।

8th-6th page -2022 darpan print.pmd 1 07-06-2026, 01:04

ফুটবলের মানোন্নয়নে একগুচ্ছ ঐতিহাসিক সিদ্ধান্ত লাইফ মেম্বার্স ফোরামের

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা, ৬ জুন:রাজ্যে তৃণমূল স্তর থেকে ফুটবলার তুলে আনা এবং সামগ্রিক ফুটবল কাঠামোর উন্নয়নে একগুচ্ছ ইতিবাচক ও গঠনমূলক সিদ্ধান্ত গ্রহণ করল "ফোরাম ফর লাইফ মেম্বারস অব টিএফএ"। শনিবার দুপুরে আগরতলার এগিয়ে চল সংঘের কনফারেন্স হলে ফোরামের কার্যকরী কমিটির এক বর্ধিত সভা অনুষ্ঠিত হয়। ত্রিপুরা ফুটবল এসোসিয়েশনের (টিএফএ) আজীবন সদস্যদের একমাত্র এই সংগঠনের গুরুত্বপূর্ণ বৈঠকে সভাপতিত্ব করেন ফোরামের সভাপতি সুব্রত দত্ত চৌধুরী। মূলত রাজ্যের ফুটবল ও ফুটবলারদের স্বার্থে দীর্ঘ আলোচনার পর বেশ কিছু গুরুত্বপূর্ণ প্রস্তাব এই বৈঠকে সর্বসম্মতভাবে গৃহীত হয়।বৈঠকের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী, টিএফএ পরিচালিত চলতি ২০২৬ সালের ঘরোয়া পুরুষ ও মহিলা বিভাগের সবকটি ফুটবল টুর্নামেন্ট এবং ঐতিহ্যবাহী কাজল স্মৃতি ফুটবল টুর্নামেন্টের সর্বোচ্চ গোলদাতাদের বিশেষভাবে পুরস্কৃত করা হবে। ফোরামের পক্ষ থেকে তাঁদের প্রত্যেককে নগদ আড়াই হাজার টাকা এবং স্মারক তুলে দেওয়া হবে। পাশাপাশি, ঘরোয়া ফুটবলে ম্যাচ পরিচালনার মান ও রেফারিদের দক্ষতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে টিএফএ-র সঙ্গে যৌথভাবে কাজ করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে ফোরাম। আগামী ২রা জুলাই আন্তর্জাতিক ক্রীড়া সাংবাদিক দিবস উপলক্ষ্যে একটি প্রীতি ফুটবল ম্যাচেও অংশ নেবেন।ফুটবলের সার্বিক প্রসারে ফোরামের পক্ষ থেকে আরও জানানো হয়েছে যে, রাজ্যজুড়ে তৃণমূল স্তর থেকে প্রতিভাবান ছেলে-মেয়েদের তুলে আনতে বিশেষ ফুটবল কোচিং সেন্টার পরিচালনা করা হবে। একই সাথে ফোরামের সদস্য-সদস্যাদের নিয়ে একটি স্থায়ী ফুটবল টিম গঠন করা হবে, যা রাজ্যের বিভিন্ন প্রান্তে প্রীতি ম্যাচে অংশ নিয়ে ফুটবলের প্রচার ও উন্মাদনা বৃদ্ধিতে কাজ করবে। সামগ্রিকভাবে, মাঠের রেফারি থেকে শুরু করে নতুন প্রজন্মের ফুটবলারসবার মানোন্নয়নে ফোরামের এই উদ্যোগকে রাজ্যের ক্রীড়ামহল অত্যন্ত ইতিবাচক পদক্ষেপ হিসেবে দেখছে।

হ্যারি কেনই ভরসা ইংরেজদের, প্রত্যাশার চাপ সামলে পারফর্ম করাই বিশ্বকাপে টুখেলের দলের আসল চ্যালেঞ্জ

প্রতি বিশ্বকাপ শুরুর আগেই ইংল্যান্ডের সংবাদমাধ্যম ঢাকঢোল পেটাতে শুরু করে। কখনও ডেভিড বেকহ্যাম, কখনও মাইকেল ওয়েন, কখনও ওয়েন রুনি, কখনও হ্যারি কেন। বিশ্বজয়ের জন্য একেক বার একেক জনের দিকে তাকিয়ে থাকেন ইংরেজরা। প্রিমিয়ার লিগের পরিকাঠামো এবং তীব্র প্রতিযোগিতা নিয়ে ইংল্যান্ডের ফুটবলপ্রেমী এবং বিশেষজ্ঞদের বিশেষ শ্লাঘা আছে। তাঁদের বিশ্বাস, বিশ্বের অন্যতম কঠিন লিগে খেলে উঠে আসা জাতীয় দলের ফুটবলারেরা স্বপ্ন সফল করবেন। ১৯৬৬ ছাড়া ইংরেজদের স্বপ্ন বাস্তবায়িত হয়নি। গত বারও গ্যারেথ সাউথগেটের দলকে নিয়ে বিশ্ব জয়ের স্বপ্ন দেখেছিলেন ইংল্যান্ডের ফুটবলপ্রেমীরা। ২০২০ এবং ২০২৪ সালে পর পর দু'বার ইউরো কাপ রানার্স হওয়ায় আশা তৈরি হয়েছিল। এ বার টমাস টুখেলের দলকে নিয়েও আশায় রয়েছেন তাঁরা। প্রধান ভরসা সেই হ্যারি কেন। বায়ার্ন মিউনিখের অভিজ্ঞ স্ট্রাইকারের দিকে তাকিয়ে রয়েছেন তাঁরা। তারুণ্য এবং অভিজ্ঞতার মিশেলে দল তৈরি করেছেন টুখেল। ট্রফি জয়ের অন্যতম দাবিদার হিসাবেই আমেরিকায় যাবে ইংল্যান্ড।

বিশ্বকাপে টুখেলের অন্যতম শক্তি তাঁর হাতে থাকা বিকল্প। ২৬ জন ফুটবলারের মধ্যে ২২-২৩ জন অনায়াসে প্রথম একাদশে জায়গা পেতে পারেন। ফুটবলারেরা ইপিএল-সহ বিশ্বের প্রথম সারির লিগগুলিতে খেলেন। অভিজ্ঞতা এবং লড়াকু মানসিকতার অভাব নেই।

ইংল্যান্ডের ফুটবলারেরা অত্যন্ত দ্রুতগতিতে আক্রমণে উঠতে বা রক্ষণে নামতে পারেন। একাধিক বিশ্বমানের স্ট্রাইকার রয়েছে দলে। হ্যারি কেন দরকারে মাঝমাঠে নেমে খেলা তৈরি করতে পারেন। মাঠের দু'প্রান্ত ব্যবহার করে আক্রমণ তৈরির ক্ষেত্রে ইংল্যান্ডের জুড়ি মেলা ভার।

টুখেলের হাতে রয়েছেন বেশ কয়েক জন আগ্রাসী মানসিকতার ফুটবলার। যাঁরা সর্বক্ষণ প্রতিপক্ষের রক্ষণকে ব্যস্ত রাখতে পারেন। চাপে রাখেন। প্রতিপক্ষের পেনাল্টি বক্সে একসঙ্গে পাঁচ-ছ'জন ফুটবলার উঠে যান। আচমকা দূরপাল্লার শটে প্রতিপক্ষ রক্ষণকে নাড়িয়ে দিতে পারে ইংল্যান্ড।

আগে গোল পেয়ে গেলে রক্ষণাত্মক ফুটবল খেলার প্রবণতা রয়েছে ইংল্যান্ডের। অনেক সময় মাঝমাঠের নিয়ন্ত্রণও হারিয়ে ফেলে। তাতে পাল্টা চাপে পড়ে যায়। ইংল্যান্ডের এই রোগ অবশ্য নতুন নয়।

এজরি কনসা, মার্ক গেহি-সহ দলে একাধিক বিশ্বমানের ডিফেন্ডার রয়েছে। যোগ্যতা অর্জন পর্বের আটটি ম্যাচে কোনও গোল খায়নি ইংল্যান্ড। তা-ও ইংল্যান্ডের দুর্বলতার অন্যতম জায়গা রক্ষণ। দ্রুতগতির আক্রমণ রোখার ক্ষেত্রে সমস্যা রয়েছে। এ ছাড়া বেশিক্ষণ চাপ সামলাতে পারেন না কনসা-গেহিরা।

প্রথম বিশ্বকাপ জেতার পর ৬০ বছর কেটে গিয়েছে। ইংল্যান্ড দলের উপর এ বারও প্রত্যাশার পাহাড় প্রমাণ চাপ থাকবে। ইংল্যান্ডের সংবাদমাধ্যম কয়েক মাস আগে থেকে ঢাকঢোল পেটাতে শুরু করে দিয়েছে। প্রত্যাশার চাপ ইংল্যান্ডকে সমস্যায় ফেলতে পারে নকআউট পর্বে।

বিশ্বকাপে তুলনামূলক সহজ গ্রুপে রয়েছে ইংল্যান্ড। গ্রুপ 'এল'-এ প্রতিপক্ষ হিসাবে রয়েছে ক্রোয়েশিয়া, ঘানা এবং পানামা। ক্রোয়েশিয়া ছাড়া তেমন কঠিন প্রতিপক্ষ নেই। প্রিকোয়ার্টার ফাইনাল পর্যন্ত খুব কঠিন প্রতিপক্ষের বিরুদ্ধে খেলতে হবে না ইংল্যান্ডকে। ড় প্রতিযোগিতায় ইংল্যান্ডের সাফল্যের হার বেশ কম। লাতিন আমেরিকার আর্জেন্টিনা, ব্রাজিল বা ইউরোপের জার্মানি, পর্তুগাল, স্পেন, ফ্রান্সের মতো শক্তিশালী দলগুলির বিরুদ্ধে সমস্যায় পড়তে পারে টুখেলের দল।ইংল্যান্ডের সাফল্য অনেকটাই নির্ভর করবে চার ফুটবলারের উপর। আক্রমণে হ্যারি কেন, বুকায়ো সাকা, মাঝমাঠে জুড বেলিংহ্যাম এবং রক্ষণে কনসার পারফরম্যান্সের উপর।

ধনপুরের রাজ্যভিত্তিক মহিলা হকি প্রতিযোগিতার উদ্বোধন

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা, ৬ জুন।।হকি ত্রিপুরার উদ্যোগে সিপাহীজলা জেলার ধনপু দ্বাদশ বিদ্যালয় মাঠে শুরু হল পঞ্চম হকি ত্রিপুরা সিনিয়র মহিলা রাজ্যভিত্তিক আসর। প্রদীপ প্রজ্জ্বলন এবং পতাকা উত্তোলনের মধ্য দিয়ে রাজ্যভিত্তিক আসরের সূচনা করেন কেন্দ্রীয় সরকারের প্রাক্তন প্রতিমন্ত্রী প্রতিমা ভৌমিক। উপস্থিত ছিলেন বিধায়ক বিন্দু দেবনাথ, সিপাহীজলা জেলা পরিষদের সহ সভাধিপতি তথা হকি সিপাহীজলা জেলার সভাপতি পিন্টু আইচ, দেবাশীষ ভৌমিক হকি ত্রিপুরার সেক্রেটারি প্রমুখ।রাজ্যভিত্তিক আসরে সাতটি জেলা অংশগ্রহণ করে।অনুষ্ঠানে উদ্বোধকের ভাষণে প্রতিমা ভৌমিক ভারতবর্ষে হকির ইতিহাস তুলে ধরেন এবং সাংস্কৃতিক চর্চার পাশাপাশি খেলাধুলায় সার্বিক অংশগ্রহণের কথা বলেন।পাশাপাশি তিনি খেলোয়াড়দের উৎসাহিত করার লক্ষ্যে ব্যক্তিগত তরফ থেকে রাজ্যভিত্তিক আসরে প্রথম দ্বিতীয় তৃতীয় দশ হাজার ,সাত হাজার এবং পাঁচ হাজার টাকা অর্থ পুরস্কার ঘোষণা করেন।উদ্বোধনী প্রদর্শনী ম্যাচে অংশগ্রহণ করে সিপাহীজলা এবং খোয়াই। খেলার উদ্বোধক সহ অন্যান্য অতিথিরা মাঠে গিয়ে খেলোয়াড়দের কর মর্দনের মাধ্যমে উৎসাহিত করেন।

ফুটবল ইতিহাসে নিজের নাম খোদাই করে রেখেছি: নেইমার

এখনো চোট থেকে পুরোপুরি সেরে ওঠেননি। দলের সঙ্গে আছেন, কিন্তু ব্রাজিলের প্রস্তুতি ম্যাচে খেলতে পারছেন না। অনিশ্চয়তা আছে বিশ্বকাপে ব্রাজিলের প্রথম ম্যাচে মাঠে নামা নিয়েও।

তবে এরপরও নেইমারকে ঘিরে সমর্থকদের প্রত্যাশার শেষ নেই। দুই যুগ ধরে বিশ্বকাপ না জেতা ব্রাজিল তাঁর হাত ধরে ষষ্ঠ শিরোপার দেখা পাবে আর তিনি পাবেন ফুটবল ইতিহাসে অমরত্ব, এমন প্রত্যাশা তাদের।

ব্রাজিলের হয়ে বিশ্বকাপ জেতার প্রত্যাশা আছে নেইমারেরও। তবে ৩৪ বছর বয়সী এই ফরোয়ার্ড মনে করছেন, ফুটবল ইতিহাসে তাঁর স্থায়ী জায়গা এরই মধ্যে তৈরি হয়ে আছে। ব্রাজিলের ফুটবলের জন্যও গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখেছেন। রেডবুল আল্টিমেট সকার চ্যালেঞ্জে অংশ নিতে গিয়ে এক সাক্ষাৎকারে নেইমার বলেন, 'আমি মনে করি ফুটবলে আমার লিগাসি তৈরি হয়ে গেছে। ফুটবলের কথা উঠলে যে কেউই কোনো না কোনোভাবে আমাকে মনে রাখবে। তাই আমি অত্যন্ত আনন্দিত যে আমি ইতিহাস গড়তে পেরেছি, ফুটবলের ইতিহাসে নিজের নাম খোদাই করে রেখে যেতে পেরেছি। একদিন আমি আমার সন্তানদের, নাতি-নাতনিদের বলতে পারব, দেশের জন্য আমি কত গুরুত্বপূর্ণ কাজ করেছি।'

ফুটবলবিশ্বে তিনি ঠিক কীসের জন্য স্মরণীয় হয়ে থাকতে চান, এমন প্রশ্নে নেইমার বলেছেন, 'আমি এমন একজন মানুষ, যে মাঠের ভেতরে সব সময় নিজের আসল রূপেই চনমনে থেকেছি। সান্তোস, বার্সেলোনা, পিএসজি বা আল হিলালেই শুধু নয়, প্রতিবার যখনই মাঠে নেমেছি, আমি আমার শতভাগ উজাড় করে দিয়েছি, বিশেষ করে ব্রাজিল জাতীয় দলের জন্য।'

সান্তোসে খেলা নেইমারকে তাঁর ভবিষ্যৎ নিয়ে জিজ্ঞেস করলে বলেন, 'সান্তোসের সঙ্গে আমার এক বছরের চুক্তি আছে। সেটি শেষ করতে চাই। ডিসেম্বর বা জানুয়ারিতে আমি সিদ্ধান্ত নেব কোনটি আমার জন্য ভালো হবে। সেটি নির্ভর করছে আমি মানসিক ও শারীরিকভাবে কেমন অবস্থায় আছি।'

রাহুল-শুভমনের শতরান, প্রথম দিনেই আফগানিস্তানের বিরুদ্ধে চালকের আসনে ভারত, ৩ উইকেটে ৩৬৮ গিলদের

আফগানিস্তানের বিরুদ্ধে এক মাত্র টেস্টের প্রথম দিনই চালকের আসনে ভারত। শতরান করলেন লোকেশ রাহুল এবং শুভমন গিল। সাই সুদর্শন, ঋষভ পন্থদেরও ব্যাট হাতে সাবলীল দেখিয়েছে নিউ চণ্ডীগড়ের ২২ গজে। আফগানিস্তানের বোলারেরা ভারতীয়দের তেমন সমস্যায় ফেলতে পারলেন না।টস জিতে ব্যাট করার সিদ্ধান্ত নেন শুভমন। দুই ওপেনার যশস্বী জয়সওয়াল এবং রাহুল ধীরে শুরু করেন। লেগ স্টাম্পের বাইরের বল মারতে গিয়ে আউট হলেন যশস্বী (২৪)। রাহুল দু'বার বেঁচে গিয়েছেন আফগান ক্রিকেটারদের অনভিজ্ঞতার সুযোগে। ভারতীয় ইনিংসের ১১তম ওভারে জিয়াউর রহমান শরিফির অফস্টাম্পের বাইরের বল রাহুলের ব্যাট ছুঁয়ে চলে যায় উইকেটরক্ষক আফসার জাজাইয়ের কাছে। তিনি ক্যাচ ধরার পর আউটের আবেদন করেন আফগান ক্রিকেটারেরা। কিন্তু আম্পায়ার আউট দেননি। রাহুলও এমন ভাব করেন, যেন বল তাঁর ব্যাটে লাগেনি। প্রথম স্লিপে ফিল্ডিং করা রহমানুল্লাহ গুরবাজ অবশ্য ডিআরএস নেওয়ার কথা বলেন অধিনায়ক হাসমতুল্লা শাহিদিকে। কিন্তু আফগানিস্তানের অন্য ক্রিকেটারেরা তেমন আত্মবিশ্বাসী না থাকায় রিভিউ নেননি শাহিদি। ফলে বেঁচে যান রাহুল। পরে রিপ্লেতে দেখা যায় ভারতীয় ওপেনার পরিষ্কার আউট ছিলেন। ১৬তম ওভারেও রাহুলের বিরুদ্ধে এলবিডব্লিউয়ের আবেদন করেননি আফগান ক্রিকেটারেরা। এ ক্ষেত্রেও আউট হতে পারতেন তিনি।দু'বার জীবন পেয়ে প্রথম শ্রেণির ক্রিকেটে ৯০০০ রানের মাইলফলক স্পর্শ করলেন রাহুল। একই সঙ্গে তাঁর ব্যাট থেকে এল ১২তম টেস্ট শতরান। ঠিক ১০০ রান করেই আউট হন তিনি। তিন নম্বরে নামা সুদর্শনও শতরান করতে পারতেন। ২২ গজে থিতু হয়ে যাওয়ার পরও ৮১ রানে আউট হলেন। তবে সহজ প্রতিপক্ষের বিরুদ্ধে সুযোগ নষ্ট করেনি অধিনায়ক শুভমন। তিনি দিনের শেষে ১০৩ রানে অপরাজিত রয়েছেন। ১১তম টেস্ট শতরান হয়ে গেল তাঁর। ক্রিজে শুভমনের সঙ্গী পন্থ অপরাজিত রয়েছেন ৫০ রান করে। দিনের শেষে ভারতের রান ৩ উইকেটে ৩৬৮।আফগানিস্তানের কোনও বোলারই তেমন ছাপ ফেলতে পারলেন না। মহম্মদ সালিম ৬৭ রানে ২ উইকেট নিয়েছেন। ৬১ রানে ১ উইকেট জিয়াউরের।

আফগানিস্তানের বিরুদ্ধে শতরান করে রেকর্ড শুভমনের! ছাপিয়ে গেলেন সচিন, সৌরভ, কোহলিকে

টেস্ট দলের অধিনায়কত্ব পাওয়ার পর ব্যাট হাতে দুরন্ত ছন্দে রয়েছেন শুভমন গিল। শনিবার আফগানিস্তানের বিরুদ্ধে টেস্টের প্রথম দিনই শতরান করেছেন তিনি। দিনের শেষে ১০৩ রানে অপরাজিত তিনি। এই ইনিংসের মাঝে রেকর্ডও গড়েছেন শুভমন। ছাপিয়ে গিয়েছেন ভারতের সকল টেস্ট অধিনায়ককে।অধিনায়ক হিসাবে টেস্টে ১০০০ রান পূর্ণ হয়েছে শুভমনের। মাত্র ৩৫১ দিনে এই ১০০০ রান করেছেন তিনি। অর্থাৎ, অধিনায়ক হওয়ার এক বছরের মধ্যেই এই কীর্তি করেছেন তিনি। শুভমনই একমাত্র ভারতীয় টেস্ট অধিনায়ক যিনি এত কম সময়ে ১০০০ রান করেছেন।এই তালিকায় দ্বিতীয় স্থানে রয়েছেন সচিন তেন্ডুলকর। অধিনায়ক হওয়ার পর টেস্টে ১০০০ রান করতে ৪০৫ দিন নিয়েছিলেন তিনি। সৌরভ গঙ্গোপাধ্যায় নিয়েছিলেন ৫৩৮ দিন। টেস্ট অধিনায়ক হিসাবে ১০০০ রান করতে বিরাট কোহলির সময় লেগেছিল ৫৯০ দিন। অর্থাৎ, শুভমনই একমাত্র অধিনায়ক যিনি এক বছরের কম সময়ে ১০০০ রান করেছেন।ভারতের ১১তম টেস্ট অধিনায়ক হিসাবে ১০০০ রান করেছেন শুভমন। ১৫ ইনিংস লেগেছে তাঁর। শুভমনের থেকে কম ইনিংসে ১০০০ রান করেছিলেন সুনীল গাওস্কর। অধিনায়ক হিসাবে ১৪ ইনিংসে ১০০০ রান করেছিলেন তিনি। কোহলি ও মহেন্দ্র সিংহ ধোনির লেগেছিল ১৮ ইনিংস।গত বছর জুন মাসে ভারতের টেস্ট দলের অধিনায়কত্ব দেওয়া হয়েছিল শুভমনকে। প্রথম পরীক্ষা ছিল ইংল্যান্ডে। সেখানে লিডসে প্রথম টেস্টেই ১৪৭ রান করেছিলেন তিনি। বার্মিংহ্যামে দুই ইনিংসে ২৬৯ ও ১৬১ রান করেছিলেন শুভমন। ম্যাঞ্চেস্টারে করেছিলেন ১০৩ রান। পরে দিল্লিতে ওয়েস্ট ইন্ডিজের বিরুদ্ধে ১২৯ রান করেছিলেন তিনি। আফগানিস্তানের বিরুদ্ধে এল আরও একটি শতরান। এখনও অপরাজিত শুভমন। রবিবার নিজের রান আরও বাড়ানোর সুযোগ রয়েছে তাঁর।

হতশ্রী ফুটবল! এবার তাজিকিস্তানের কাছেও হার খালিদ জামিলের ভারতের

তাজিকিস্তানের বিরুদ্ধে আন্তর্জাতিক প্রীতি ম্যাচে ১-৩ গোলে পরাজিত হল ভারত। শুক্রবার তুরসুনজোদার টালকো অ্যারেনায় দুই ম্যাচের সিরিজের প্রথম দ্বৈরথে আয়োজকদের কাছে হার মানতে হল খালিদ জামিলের দলকে। নতুন কোচের অধীনে এটি ভারতের টানা তৃতীয় পরাজয়।এর আগে লন্ডনে ইউনিটি কাপে জামাইকার কাছে ০-২ এবং জিম্বাবোয়ের কাছে ০-১ গোলে হেরেছিল ব্লু টাইগার্স। সেই দুই ম্যাচে গোলের মুখও খুলতে পারেনি ভারত। তাজিকিস্তানের বিরুদ্ধে শেষ মুহূর্তে ফারুখ চৌধুরীর গোলে তিন ম্যাচ পর স্কোরশিটে নাম তুল ভারতীয় দল।ম্যাচের শুরু থেকেই আগ্রাসী ফুটবল খেলতে থাকে তাজিকিস্তান। ৯ মিনিটে পেনাল্টি থেকে গোল করে 'দ্য ক্রাউনস'দের এগিয়ে দেন শেরিদ্দিন বোবোয়েভ। পিছিয়ে পড়ার পরও ভারতীয় দল আক্রমণে ঝড় তুলতে পারেনি। তাজিক ডিফেন্সের সামনে বারবার আটকে যায় ভারতীয় ফুটবলাররা। প্রথমার্ধ শেষ হয় ১-০ ব্যবধানে। বিরতির পর ম্যাচের নিয়ন্ত্রণ থাকে তাজিকিস্তানের কাছে। ৬১ মিনিটে ব্যবধান দ্বিগুণ করেন মেখরুবোন করিমভ। ছ'মিনিটের মধ্যেই তৃতীয় গোল করে ভারতের প্রত্যাবর্তনের সম্ভাবনা কার্যত শেষ করে দেন এহসন পাঞ্জশানবে। তিন গোলে পিছিয়ে পড়ার পর আক্রমণের ঝাঁজ বাড়ানোর চেষ্টা করে ভারত। ম্যাচের ৮৮ মিনিটে বদলি ফুটবলার ফারুখ চৌধুরী ফ্রি-কিক থেকে দুর্দান্ত গোলে ব্যবধান কমান। আগামী ৯ জুন সিরিজের দ্বিতীয় ও শেষ প্রীতি ম্যাচে আবার মুখোমুখি হবে দুই দল। টানা হারের ধাক্কা সামলে আত্মবিশ্বাস ফিরে পাওয়ার লক্ষ্য নিয়েই সেই ম্যাচে নামবে ভারত। তবে ভুলচুক শুধরে নিতে না পারলে সামনে আরও কঠিন পরীক্ষার মুখে পড়তে হতে পারে খালিদ জামিলের দলকে।

যে কারণে মেসি নিজের সব কিছু আবারও বাজি ধরেছেন

ফুটবলে যা কিছু অর্জন সম্ভব, তার প্রায় সবই জমা হয়েছে তাঁর শোকেসে। আটটি ব্যালন ডি'অর কিংবা ক্লাব ও দেশের হয়ে সম্ভাব্য সব ট্রফিলিওনেল মেসি ফুটবল নামক খেলাটাকে মুঠোয় ভরেছেন বহু আগেই।

কাতার বিশ্বকাপে সেই আরাধ্য ট্রফিটা উঁচিয়ে ধরার পর অনেকেই ভেবেছিলেন, এবার হয়তো রূপকথার শেষ পাতাটা লেখা হয়ে গেছে। কিন্তু না, ৩৯ ছুঁই ছুঁই বয়সে দাঁড়িয়েও এলএমটেনের ক্ষুধা কমেনি বিন্দুমাত্র। রেকর্ড ভাঙার কোনো মোহ নয়, লিওনেল মেসির চোখে এখন শুধুই আর্জেন্টিনার হয়ে আরেকটি বিশ্বকাপ জেতার অদম্য ক্ষুধা।

রেকর্ড বা ব্যক্তিগত মাইলফলকের ফ্রেমে যাকে আর মাপা যায় না, তিনি কেন এখনো বুট জোড়া পায়ে গলিয়ে নামেন? তার উত্তর মিলল সাবেক আর্জেন্টাইন তারকা ম্যাক্সি রদ্রিগেজের কণ্ঠে।

ফিফা ওয়েবসাইটের এক সাক্ষাৎকারে রদ্রিগেজ বলেন, 'মেসি স্রেফ একটা জিনিস দিয়েই চালিত হন, সেটা হলো সাফল্যের ক্ষুধা এবং আবারও ইতিহাস গড়ার অদম্য ইচ্ছা। দেশের প্রতিনিধিত্ব করার গর্ব ছাড়া তাঁর মাথায় আর অন্য কোনো চিন্তা কাজ করে না, এমনকি নতুন কোনো রেকর্ড ভাঙার তাড়নাও তাঁর নেই।' মূলত আরও বেশি কিছু অর্জনের ক্ষুধাই মেসিকে তাড়িয়ে বেড়াচ্ছে বলে মনে করেন রদ্রিগেজ, 'এই মানসিকতা আর তাড়না না থাকলে সে আজ এই উচ্চতায় পৌঁছাতে পারত না। আর ঠিক এই কারণেই আর্জেন্টিনার সেই আইকনিক ১০ নম্বর জার্সিতে আমরা আরও একটা বিশ্বকাপে তাঁকে দেখার সুযোগ পাচ্ছি।'

১৬ জুন কানসাস সিটিতে আলজেরিয়ার বিপক্ষে ম্যাচ দিয়ে ২০২৬ বিশ্বকাপ শুরু করবে আর্জেন্টিনা। গ্রুপ 'জে'-তে আলবিসেলেস্তেদের অন্য দুই প্রতিপক্ষ অস্ট্রিয়া ও জর্ডান।

মাঠের এই লড়াইয়ের আবহেই মেসির অর্জনের ঝুলিতে যুক্ত হয়েছে এক অনন্য পালক। ক্রীড়া ক্ষেত্রে অসামান্য অবদানের জন্য এ সপ্তাহে মেসিকে মর্যাদাপূর্ণ '২০২৬ প্রিন্সেস অব আস্তুরিয়াস অ্যাওয়ার্ডে' ভূষিত করা হয়েছে। শিল্প, সাহিত্য, সমাজবিজ্ঞান, বিজ্ঞান ও আন্তর্জাতিক সহযোগিতার পাশাপাশি খেলাধুলায় অনন্য কীর্তির জন্য এই পুরস্কার দেওয়া হয়। মেসিই ইতিহাসের প্রথম ফুটবলার হিসেবে এই সম্মানজনক খেতাব পেলেন।বশ্বকাপের চূড়ান্ত প্রস্তুতির জন্য প্রতিটি দেশই আয়োজক দেশে গিয়ে শিবির করে। দু'তিন সপ্তাহের এই শিবিরে কোচেরা বেছে নেন প্রথম একাদশ। তৈরি হয় রণকৌশল। তার থেকেও গুরুত্বপূর্ণ আয়োজক দেশের আবহাওয়া এবং মাটির সঙ্গে মানিয়ে নেওয়া। এ বারও প্রতিযোগী ৪৮টি দেশ শিবিরের জন্য পছন্দ মতো জায়গা বেছে নিয়েছে।

চূড়ান্ত প্রস্তুতি শিবিরের গোপনীয়তা বজায় রাখতে চায় সব দল। যাতে খেলার ধরন, কৌশলের আঁচ না পায় প্রতিপক্ষ দলগুলি। গত বারের চ্যাম্পিয়ন আর্জেন্টিনা শিবির করবে কানসাস সিটিতে। সেখানকার স্পোর্টিং কেসি ট্রেনিং সেন্টারে খেতাব ধরে রাখার চূড়ান্ত প্রস্তুতি সারবেন লিয়োনেল মেসিরা। একই শহরে চূড়ান্ত প্রস্তুতি সারবে আলজেরিয়া। তারা বেছে নিয়েছে কানসাস বিশ্ববিদ্যালয়ের পরিকাঠামো। আমেরিকার এই শহরেরই সোপি সকার ভিলেজে তাঁবু ফেলবে ইংল্যান্ড। নেদারল্যান্ডস ঘাঁটি গাড়ছে কানসাস সিটির কেসি কারেন্ট ট্রেনিং ফেসিলিটিতে। অর্থাৎ কানসাস সিটিকে বেছে নিয়েছে আর্জেন্টিনা-সহ চারটি দল।

ক্রিশ্চিয়ানো রোনাল্ডোরা বিশ্বকাপের চূড়ান্ত প্রস্তুতি নেবেন পাম বিচ গার্ডেন্সের গার্ডেন্স নর্থ কাউন্টি ডিস্ট্রিক্ট পার্কে। ব্রাজিল তাঁবু ফেলবে নিউ জার্সির কলম্বিয়া পার্ক ট্রেনিং ফেসিলিটি। নেমার জুনিয়রদের মতোই এই শহরে চূড়ান্ত প্রস্তুতি সারবে হাইতি। তারা বেছে নিয়েছে স্টকস্টোন বিশ্ববিদ্যালয়ের পরিকাঠামো। গত বিশ্বকাপের চমক মরক্কো নিউ জার্সির দ্য পিঙ্গরি স্কুলে শিবির করবে। সেনেগাল বেছে নিয়েছে এখানকার রাটগার্স বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাসকে।

বিশ্বকাপের দাবিদারদের মধ্যে স্পেন বেছে নিয়েছে চ্যাটানুগার বেলর স্কুল। কিলিয়ান এমবাপের ফ্রান্স বোস্টনের বেন্টলি বিশ্ববিদ্যালয়ে চূড়ান্ত প্রস্তুতি নেবে। জার্মানি তাঁবু ফেলবে উইন্সটন সালেমের ওয়েক ফরেস্ট বিশ্ববিদ্যালয়ে।

অস্ট্রেলিয়া শিবিরের জন্য পছন্দ করেছে সান ফ্রান্সিসকো বে এলাকার ওকল্যান্ড রুটস ট্রেনিং ফেসিলিটিকে। এখানকারই স্পার্টান সকার কমপ্লেক্সে তাঁবু ফেলবে প্যারাগুয়ে। অস্ট্রিয়া প্রস্তুতি নেবে গোলেটার ইউসি সান্টা বারবারা হার্ডার স্টেডিয়ামে। গত বিশ্বকাপের আয়োজক কাতার পছন্দ করেছে এখানকারই ওয়েস্টমন্ট কলেজকে। বেলজিয়ামের পছন্দ রেনটনের সিয়াটল সাউন্ডার্স এফসি পারফরম্যান্স সেন্টার এবং ক্লাব হাউস। বসনিয়া প্রস্তুতি নেবে স্যান্ডির আরএসএল স্টেডিয়ামে। বিশ্বকাপের অন্যতম আয়োজক কানাডা ভ্যাঙ্কুভারের ন্যাশনাল সকার ডেভলপমেন্ট সেন্টারে। আইভোরি কোস্টের তাঁবু পড়ছে ফিলাডেলফিয়া ইউনিয়নে। কঙ্গোর ফুটবলারেরা অনুশীলন করবেন হিউস্টনের হিউস্টন ট্রেনিং সেন্টারে। কলম্বিয়া গুয়াডালাজারার অ্যাকাডেমিয়া অ্যাটলাস এফসিকে বেছে নিয়েছে শিবিরের জন্য। এখানকারই চিভাস ভার্দে ভ্যালেতে ঘাঁটি গাড়বে দক্ষিণ কোরিয়া। কেপ ভার্দে বেছে নিয়েছে টাম্পার ওয়াটার্স স্পোর্টসপ্লেক্সকে। কুরাকাও চূড়ান্ত অনুশীলন করবে বোকা র্যাটনের ফ্লোরিডা অ্যাটলান্টিক বিশ্ববিদ্যালয়ে। চেচিয়া বেছে নিয়েছে ডালাসের ম্যানসফিল্ড মাল্টিপারপাস স্টেডিয়ামে। সুইডেন অনুশীলন করবে ডালাসের এফসি ডালাস স্টেডিয়ামে। ইকুয়েডর প্রস্তুতি নেবে কলম্বাসের কলম্বাস ক্রু পারফরম্যান্স সেন্টারে। মিশর বেছে নিয়েছে স্পোক্যানের গনজাগা বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাসকে।

ঘানা বেছে নিয়েছে বোস্টনের ব্রায়ান্ট বিশ্ববিদ্যালয়। ইরান শিবির করছে মেক্সিকোর তিজুয়ানায়। জর্ডন বেছে নিয়েছে পোর্টল্যান্ড বিশ্ববিদ্যালয়কে। জাপান ঘাঁটি গাড়বে ন্যাশভিলের ন্যাশভিল এফসিতে। এশিয়ার আর এক দেশ সৌদি আরব প্রস্তুতি নেবে অস্টিন এফসি স্টেডিয়ামে। বিশ্বকাপের অন্যতম আয়োজক মেক্সিকো অনুশীলন করবে মেক্সিকো সিটির সেন্টো ডে অল্টো রেন্ডিমিয়েন্টোয়। নরওয়ে তাঁবু ফেলবে গ্রিনসবোরো ইউএনসি গ্রিনসবোরোয়। নিউ জিল্যান্ড থাকবে সান দিয়াগো বিশ্ববিদ্যালয়ের টোরেরো স্টেডিয়ামে। সুইৎজারল্যান্ড সান দিয়াগোর এসডিজেএ-তে অনুশীলন করবে। পানামা অনুশীলন করবে নিউ টেকুমসেথের নোট্টাওয়াসাগা ট্রেনিং সেন্টারে। স্কটল্যান্ড শার্লট এফসিতে শিবির করবে।

তিউনিসিয়া অনুশীলন করবে মন্টেরের রায়াডস ট্রেনিং সেন্টারে। তুরস্ক বেছে নিয়েছে মেসার অ্যারিজোনা অ্যাথলেটিক গ্রাউন্ড। উরুগুয়ে বিশ্বকাপের চূড়ান্ত প্রস্তুতি নেবে ক্যানকানের মায়াকোবা ট্রেনিং সেন্টারে। আর বিশ্বকাপের প্রধান আয়োজক দেশ আমেরিকা প্রস্তুতির জন্য বেছে নিয়েছে আরভিনের গ্রেট পার্ক স্পোর্টস কমপ্লেক্স। প্রথম বার বিশ্বকাপে সুযোগ পাওয়া এশিয়ার উজবেকিস্তান আটলান্টায় শিবির করবে। তাদের অনুশীলন হবে আটলান্টা ইউনাইটেড ট্রেনিং সেন্টারকে।

নরওয়ে দাবায় চ্যাম্পিয়ন প্রজ্ঞানন্দ

ভারতীয় দাবায় নতুন ইতিহাস লিখলেন গ্র্যান্ডমাস্টার রমেশবাবু প্রজ্ঞানন্দ। নরওয়ে দাবায় প্রথম ভারতীয় হিসাবে খেতাব জিতে নজির গড়লেন ২০ বছরের এই দাবাড়ু। ২০১৩ সালে এই প্রতিযোগিতা শুরু হয়েছিল। কিংবদন্তি বিশ্বনাথন আনন্দ কিংবা বর্তমান বিশ্বচ্যাম্পিয়ন ডি গুকেশও এই সাফল্য পাননি।শুক্রবার শেষ রাউন্ডে জার্মান গ্র্যান্ডমাস্টার ভিনসেন্ট কেমারকে ক্লাসিক্যাল ফরম্যাটে হারিয়ে শিরোপা নিশ্চিত করেন প্রজ্ঞানন্দ। এই জয়ের ফলে ৩ পয়েন্ট পেয়ে মোট ১৮ পয়েন্টে পৌঁছে যান তিনি। প্রতিযোগিতার শুরুটা খুব একটা ভালো না হলেও দ্বিতীয়ার্ধে দুর্দান্ত প্রত্যাবর্তন করেন প্রজ্ঞানন্দ। শেষ দিনে ১৫ পয়েন্ট পেয়ে তিনি ছিলেন তৃতীয় স্থানে। কিন্তু শেষ মুহূর্তে স্নায়ুর চাপ সামলে কিস্তিমাত করেন ভারতীয় দাবাড়ু।এবারের টুর্নামেন্টে প্রজ্ঞানন্দের সবচেয়ে বড় সাফল্য, বিশ্বের এক নম্বর দাবাড়ু ম্যাগনাস কার্লসেনকে দু'বার হারানো। সাতবারের নরওয়ে দাবা চ্যাম্পিয়নের বিরুদ্ধে এই বিরল কৃতিত্বই তাঁর শিরোপা জয়ের পথ অনেকটা সহজ করে দেয়। ম্যাচের পর নিজের সাফল্যের নেপথ্যের অনুপ্রেরণার কথা বলতে গিয়ে প্রজ্ঞানন্দ বলেন, "১ জুন আলিরেজার বিরুদ্ধে ম্যাচের আগে মায়ের সঙ্গে কথা হয়েছিল। মা বলেছিলেন, 'নতুন মাস শুরু হয়েছে। তুমি ভালো খেলবে।' মা প্রায়ই এমন বলেন। তারপর টানা চারটি ম্যাচ জিতলাম। মনে হয় মা আগে থেকেই কিছু বুঝতে পেরেছিলেন।"অন্যদিকে, শিরোপা জয়ের দৌড় থেকে ছিটকে গেলেও প্রজ্ঞানন্দের সাফল্যে মুগ্ধ কার্লসেন। ভারতীয় দাবাড়ুর প্রশংসা করে তিনি বলেন, "এটা সত্যিই অবিশ্বাস্য। সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ সময়ে ও যেভাবে জিতেছে, তা অসাধারণ। ও দুর্দান্তলড়াকু মানসিকতার দাবাড়ু। এমন সাফল্যের পুরস্কার ওর প্রাপ্য ছিল।"

■ Phone : 9862797843/9436123720, e-mail : jagarandaily@gmail.com
■ Postal Regd. No. AGT/NE-928/2021- 2023

তেলিয়ামুড়া হাসপাতালে অনিয়ম ও প্রশাসনিক দুর্বলতায় ক্ষুব্ধ বিধায়িকা

তেলিয়ামুড়া, ৬ জুন: দীর্ঘদিন ধরে নানা অভিযোগে বিতর্কের কেন্দ্রে থাকা তেলিয়ামুড়া মহকুমা হাসপাতালে শনিবার আকস্মিক পরিদর্শনে যান তেলিয়ামুড়ার বিধায়িকা তথা রাজ্য বিধানসভার মুখ্যসচেতক কল্যাণী সাহা রায়। পরিদর্শনে গিয়ে হাসপাতালের একাধিক অনিয়ম ও প্রশাসনিক দুর্বলতার চিত্র সামনে আসায় স্বাস্থ্য পরিষেবা নিয়ে নতুন করে প্রশ্ন উঠতে শুরু করেছে। জানা গেছে, হাসপাতালের চিকিৎসা পরিষেবার মান, রোগী কল্যাণ তহবিলের অর্থ ব্যবহারে গাফিলতি, গুরুত্বপূর্ণ ওষুধ ও ভ্যাকসিন সংক্রান্ত অনিয়ম, কর্মীদের অনিয়মিত উপস্থিতি এবং দালালচক্রের সক্রিয়তা নিয়ে দীর্ঘদিন ধরেই অভিযোগ উঠছিল। এসব অভিযোগের কেন্দ্রবিন্দুতে ছিলেন মহকুমা স্বাস্থ্য আধিকারিক রাজা জমাতিয়া। শনিবারের পরিদর্শনে বিধায়িকা দেখতে পান, হাসপাতালের অপারেশন থিয়েটারের দায়িত্বপ্রাপ্ত চিকিৎসক সমীর দেববর্মাসহ একাধিক কর্মী অনুমোদিত ছুটি ছাড়াই কর্মস্থলে অনুপস্থিত রয়েছেন। হাসপাতালের বিভিন্ন বিভাগে শৃঙ্খলার অভাব ও প্রশাসনিক দুর্বলতার বিষয়টিও তাঁর নজরে আসে।

পরিদর্শনকালে রোগী উন্নয়ন তহবিলের প্রায় ৫৬ লক্ষ টাকা ফেরত যাওয়ার বিষয়টিও সামনে আসে। পাশাপাশি গুরুত্বপূর্ণ ওষুধ ও ভ্যাকসিন সংক্রান্ত অভিযোগ নিয়েও তিনি উদ্বেগ প্রকাশ করেন। সূত্রের খবর, এসব বিষয়ে মহকুমা স্বাস্থ্য আধিকারিক রাজা জমাতিয়ার কাছে ব্যাখ্যা চাওয়া হলে তিনি সন্তোষজনক উত্তর দিতে পারেননি। এর ফলে হাসপাতাল পরিচালনা ও তদারকি নিয়ে আরও প্রশ্ন তৈরি হয়েছে। হাসপাতালের সার্বিক পরিস্থিতিতে অসন্তোষ প্রকাশ করে বিধায়িকা ঘটনাস্থল থেকেই স্বাস্থ্য দপ্তরের সচিব ডাঃ দেবশ্রী দেববর্মার সঙ্গে ফোনে কথা বলেন এবং বিষয়টি তাঁর নজরে আনেন। পাশাপাশি তিনি জানান, বিষয়টি মুখ্যমন্ত্রী তথা স্বাস্থ্যমন্ত্রী অধ্যাপক ডাঃ মানিক সাহার কাছেও উত্থাপন করা হবে। সংবাদমাধ্যমের মুখোমুখি হয়ে কল্যাণী সাহা রায় বলেন, 'তেলিয়ামুড়া মহকুমা হাসপাতালে কার্যত নৈরাজ্যকর পরিস্থিতি বিরাজ করছে।' হাসপাতালের এলডিসি প্রশান্ত সিনহা, চিকিৎসক সমীর দেববর্মাসহ কয়েকজন কর্মীর দায়িত্ব পালনের বিষয়েও তিনি ক্ষোভ প্রকাশ করেন। অ্যাম্বুলেন্স সংকট প্রসঙ্গে বিধায়িকা জানান, অতীতে বিধায়ক উন্নয়ন তহবিল থেকে প্রায় ৯ লক্ষ টাকা ব্যয়ে একটি অ্যাম্বুলেন্স প্রদান করা হয়েছিল। এছাড়াও হাসপাতালের কাছে আরও একটি অ্যাম্বুলেন্স থাকার কথা। তবুও যদি প্রয়োজন দেখা দেয়, তাহলে পুনরায় বিধায়ক তহবিল বা রাজ্য সরকারের সহায়তায় নতুন অ্যাম্বুলেন্সের ব্যবস্থা করা হবে। শনিবারের এই আকস্মিক পরিদর্শনে হাসপাতালের যে চিত্র সামনে এসেছে, তা স্বাস্থ্য পরিষেবার মান ও প্রশাসনিক ব্যবস্থাপনা নিয়ে উদ্বেগ বাড়িয়েছে। এখন নজর থাকবে স্বাস্থ্য দপ্তরের পরবর্তী পদক্ষেপের দিকে এবং অভিযোগগুলির তদন্ত ও সমাধানে কী ব্যবস্থা নেওয়া হয় তার ওপর।

বৃদ্ধের বাড়িতে দুঃসাহসিক চুরি, লুট নগদ ৪.৬০ লক্ষ টাকা

আগরতলা, ৬ জুন: কমলপুর শহর সংলগ্ন ফুলছড়ি এলাকার রামঠাকুর আশ্রমের নিকটে এক বৃদ্ধের ফাঁকা বাড়িতে দুঃসাহসিক চুরির ঘটনায় চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয়েছে। চোরের দল বাড়ির তালা ভেঙে নগদ ৪ লক্ষ ৬০ হাজার টাকা এবং প্রায় আড়াই ভরি স্বর্ণালংকার নিয়ে পালিয়ে গেছে বলে অভিযোগ।

জানা গেছে, ওই এলাকার বাসিন্দা চিত্তরঞ্জন দাসের দুই ছেলে কর্মসূত্রে দীর্ঘদিন ধরেই বাড়ির বাইরে থাকেন। প্রায় এক সপ্তাহ আগে তিনিও মেয়ের বাড়িতে বেড়াতে যাওয়ায় বাড়িটি সম্পূর্ণ ফাঁকা ছিল। এই সুযোগেই চোরের দল বাড়িতে হানা দেয় বলে প্রাথমিকভাবে অনুমান করা হচ্ছে।

স্থানীয়দের কাছ থেকে বাড়ির দরজা খোলা থাকার খবর পেয়ে শুক্রবার রাতে তড়িঘড়ি করে বাড়িতে ফিরে আসেন চিত্তরঞ্জন দাস। বাড়িতে এসে তিনি দেখতে পান ঘরের দরজা খোলা এবং ভেতরের জিনিসপত্র এলোমেলো অবস্থায় রয়েছে। এরপরই তিনি কমলপুর থানায় খবর দেন। খবর পেয়ে পুলিশ ঘটনাস্থলে পৌঁছে তদন্ত শুরু করে। প্রাথমিক তদন্তে দেখা যায়, বাড়ির দুটি লকারের তালা ভাঙা হয়েছে। চিত্তরঞ্জন দাস জানান, একটি লকারে নগদ ৪ লক্ষ ৬০ হাজার টাকা এবং অন্য লকারে প্রায় আড়াই ভরি স্বর্ণালংকার রাখা ছিল। চোরের দল দুটি লকার ভেঙে নগদ অর্থ ও স্বর্ণালংকারসহ মূল্যবান সামগ্রী নিয়ে যায়।

পরিবার সূত্রে জানা গেছে, চিত্তরঞ্জন দাসের এক ছেলে সম্প্রতি একটি বিশেষ কাজের জন্য ব্যাংক থেকে ৫ লক্ষ টাকা তুলেছিলেন। সেই অর্থের মধ্যে ৪০ হাজার টাকা সঙ্গে নিয়ে বাইরে গেলেও বাকি ৪ লক্ষ ৬০ হাজার টাকা বাড়ির লকারে রাখা ছিল। ঘটনার পর সর্বস্ব হারিয়ে মানসিকভাবে ভেঙে পড়েছেন বৃদ্ধ চিত্তরঞ্জন দাস ও তাঁর পরিবারের সদস্যরা। এদিকে স্থানীয়দের অভিযোগ, ফুলছড়ি বাজার সংলগ্ন রামঠাকুর আশ্রম এলাকায় এর আগেও একাধিক চুরির ঘটনা ঘটেছে। কিন্তু বারবার এমন ঘটনা ঘটলেও স্থায়ীভাবে চুরি রোধে কার্যকর ব্যবস্থা নেওয়া হয়নি। ফলে এলাকায় নিরাপত্তা নিয়ে নতুন করে উদ্বেগ দেখা দিয়েছে।

পুলিশ ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে এবং চুরির সঙ্গে জড়িতদের শনাক্ত করতে বিভিন্ন দিক খতিয়ে দেখা হচ্ছে।

পথচলতি মানুষের পুষ্টির চাহিদা মেটাতে রোটারি ক্লাব অফ আগরতলার বিশেষ উদ্যোগ

স্ট্রিট ভেন্ডারদের প্রদান করা হল উন্নত মানের "এগ অ্যান্ড চিকেন কার্ট"

আগরতলা, ৬ই জুন, ২০২৬: শহরের পথচলতি মানুষের পুষ্টির চাহিদা পূরণ ও স্বনির্ভরতার লক্ষ্যে এক অনন্য নজির গড়ল রোটারি ক্লাব অফ আগরতলা। আজ, ক্লাবের উদ্যোগে এবং "ন্যাশনাল এগ কো-অর্ডিনেশন কমিটি" ও "এগ ব্যাংক"-এর যৌথ সহযোগিতায় ৫ জন প্রান্তিক স্ট্রিট ভেন্ডরের (পথ বিক্রেতা) হাতে তুলে দেওয়া হলো আধুনিক ও উন্নত মানের চার চাকার 'এগ অ্যান্ড চিকেন কার্ট'।

এদিন রাজধানী আগরতলার ওরিয়েন্ট চৌমুহনী এলাকায় এক আনুষ্ঠানিক কর্মসূচির মাধ্যমে এই আধুনিক ঠেলাগাড়িগুলো ভেন্ডরদের হাতে তুলে দেওয়া হয়। প্রকল্পটির মূল উদ্দেশ্য হলো পথচলতি সাধারণ মানুষের মধ্যে ডিম ও মাংসের গুণগত মান বজায় রেখে এর চাহিদা ও পুষ্টির বার্তা ঘরে ঘরে পৌঁছে দেওয়া, পাশাপাশি ক্ষুদ্র বিক্রেতাদের অর্থনৈতিকভাবে স্বাবলম্বী করে তোলা। উক্ত অর্থবহ অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন রোটারি ক্লাব অফ আগরতলার মাননীয় সভাপতি রোটারিয়ান কিশলয় ঘোষ, সম্পাদক রোটারিয়ান ডক্টর প্রিয়নাথ দাস এবং এগ ব্যাংকের প্রতিনিধি রোটারিয়ান বাল্মীকি। এছাড়াও উপস্থিত ছিলেন রোটার্যাক্ট ক্লাব অফ আগরতলার সকল কর্মকর্তা ও সদস্য-সদস্যাবৃন্দ। রোটারি ক্লাবের কর্মকর্তারা জানান, এই আধুনিক কার্টগুলোর মাধ্যমে বিক্রেতারা অনেক বেশি স্বাস্থ্যসম্মত ও পরিচ্ছন্ন উপায়ে খাবার পরিবেশন করতে পারবেন, যা ক্রেতাদের আকৃষ্ট করার পাশাপাশি ভেন্ডরদের উপার্জন বাড়াতেও উল্লেখযোগ্য ভূমিকা নেবে। আগামী দিনেও সমাজের সুবিধাবঞ্চিত অংশের মানুষের পাশে দাঁড়াতে এই ধরণের জনমুখী প্রকল্প অব্যাহত থাকবে বলে ক্লাব কর্তৃপক্ষের তরফে জানানো হয়েছে।

আশি'র গণহত্যার স্মরণে কালো দিবস পালন আমরা বাঙালীর

আগরতলা, ৬ জুন: ১৯৮০ সালের ৬ জুন সংঘটিত গণহত্যার প্রতিবাদে এবং নিহতদের স্মরণে শনিবার 'কালো দিবস' পালন করল আমরা বাঙালি দল। এ উপলক্ষে রাজধানীর শিবনগরস্থিত দলীয় রাজ্য কার্যালয়ে প্রতিবাদ বিক্ষোভ, শ্রদ্ধা নিবেদন ও স্মরণসভার আয়োজন করা হয়।

অনুষ্ঠানে গণহত্যায় নিহতদের প্রতি শ্রদ্ধা জানিয়ে নীরবতা পালন করা হয়। দলীয় নেতৃবৃন্দ ও কর্মীরা নিহতদের স্মৃতির প্রতি সম্মান জানিয়ে পুষ্পার্ঘ্য অর্পণ করেন। স্মরণসভায় বক্তব্য রাখতে গিয়ে আমরা বাঙালি দলের রাজ্য সম্পাদক গৌরাঙ্গ রুদ্র পাল বলেন, ১৯৮০ সালের ৬ জুন ত্রিপুরায় সংঘটিত ভয়াবহ সহিংসতায় হাজার হাজার বাঙালি পরিবার ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছিল। বহু মানুষ প্রাণ হারিয়েছিলেন এবং অসংখ্য পরিবার গৃহহারা হয়ে পড়ে। তিনি দাবি করেন, সেই সময় ক্ষতিগ্রস্ত বহু পরিবার আজও ন্যায়বিচার ও পূর্ণ পুনর্বাসন থেকে বঞ্চিত। তিনি আরও বলেন, গণহত্যার শিকার পরিবারগুলির অনেকেই এখনও দুর্বিষহ জীবনযাপন করছেন। অথচ যাঁরা এই ঘটনার সঙ্গে জড়িত ছিলেন বলে অভিযোগ রয়েছে, তাঁদের অনেকেই স্বাভাবিক জীবনে ফিরে গিয়েছেন। নিহত ও ক্ষতিগ্রস্ত পরিবারের সদস্যরা এখনও সুবিচারের অপেক্ষায় রয়েছেন। গৌরাঙ্গ রুদ্র পাল সরকারের কাছে ১৯৮০ সালের ঘটনায় জড়িতদের চিহ্নিত করে উপযুক্ত তদন্ত ও বিচার প্রক্রিয়া নিশ্চিত করার দাবি জানান। পাশাপাশি, যেসব ক্ষতিগ্রস্ত পরিবার এখনও পুনর্বাসনের সুযোগ-সুবিধা পায়নি, তাদের দ্রুত পুনর্বাসনের ব্যবস্থা করারও আহ্বান জানান তিনি। অনুষ্ঠানে উপস্থিত নেতৃবৃন্দ ৬ জুনের ঘটনাকে ত্রিপুরার ইতিহাসের এক বেদনাদায়ক অধ্যায় হিসেবে উল্লেখ করে ভবিষ্যতে সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি ও শান্তি বজায় রাখার উপর গুরুত্বারোপ করেন।

রেগার কাজে যোগ দিতে গিয়ে শ্রমিকের মৃত্যু, হিট স্ট্রোকের আশঙ্কা

আগরতলা, ৬ জুন: রেগার কাজ চলাকালীন হঠাৎ অসুস্থ হয়ে এক শ্রমিক। পরবর্তী সময়ে চিকিৎসাধীন অবস্থায় তাঁর মৃত্যু হয়েছে। ওই ঘটনায় মোহনপুর মহকুমার লেফুঙ্গা ব্লকের অভিচরণ ভিলেজ কমিটির দীনবন্ধু পাড়ায় শোকের ছায়া নেমে এসেছে।

জানা যায়, রেগার কাজে যোগ দিতে গিয়ে অন্যান্য শ্রমিকদের সঙ্গে কাজ করছিলেন রবি চরণ দেববর্মা (৫৫)। কাজ চলাকালীন আচমকাই অসুস্থ হয়ে পড়েন এবং ঘটনাস্থলেই তাঁর মৃত্যু হয়। প্রাথমিকভাবে ধারণা করা হচ্ছে, প্রচণ্ড গরমের কারণে তিনি হিট স্ট্রোকে আক্রান্ত হয়েছিলেন। তবে মৃত্যুর প্রকৃত কারণ ময়নাতদন্তের রিপোর্ট হাতে পাওয়ার পরই স্পষ্ট হবে। ঘটনার খবর পেয়ে মৃত শ্রমিকের বাড়িতে গিয়েছেন লেফুঙ্গা ব্লকের বিডিও, জিআরএসসহ ব্লক প্রশাসনের ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

জলাশয়ে উদ্ধার রহস্যময় মৃতদেহ, কুমারঘাটে চাঞ্চল্য

আগরতলা, ৬ জুন: উত্তর ত্রিপুরার কুমারঘাট থানার অন্তর্গত ভাটি দুধপুর পঞ্চায়েতের কালীবাড়ি সংলগ্ন একটি জলাশয় থেকে এক অজ্ঞাতপরিচয় ব্যক্তির মৃতদেহ উদ্ধারের ঘটনায় এলাকাজুড়ে ব্যাপক চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয়েছে। গতকাল সন্ধ্যায় উদ্ধার হওয়া মৃতদেহকে ঘিরে একাধিক প্রশ্নের উদ্ভব হয়েছে, যার উত্তর খুঁজতে তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ।

স্থানীয় সূত্রে জানা যায়, জলাশয়ে একটি মৃতদেহ ভাসতে দেখে এলাকাবাসী পুলিশকে খবর দেন। পরে পুলিশ ঘটনাস্থলে পৌঁছে মৃতদেহটি উদ্ধার করে। প্রত্যক্ষদর্শীদের দাবি, মৃতদেহটির সঙ্গে একটি রশি বাঁধা ছিল এবং সেই রশির অপর প্রান্তে একটি বড় পাথর জড়ানো অবস্থায় পাওয়া যায়।

এই পরিস্থিতিতে প্রাথমিকভাবে এলাকায় নানা জল্পনা শুরু হয়েছে। স্থানীয়দের একাংশের ধারণা, মৃতদেহটি যাতে জলের উপর ভেসে উঠতে না পারে, সেই উদ্দেশ্যে পাথর বেঁধে জলাশয়ে ফেলে দেওয়া হয়ে থাকতে পারে। তবে এ বিষয়ে পুলিশ এখনও কোনও আনুষ্ঠানিক মন্তব্য করেনি।

পুলিশ সূত্রে জানা গেছে, মৃত ব্যক্তির পরিচয় এখনও নিশ্চিত করা সম্ভব হয়নি। তবে সম্প্রতি ফটিকরায় থানায় দায়ের হওয়া এক নিখোঁজ ব্যক্তির অভিযোগের সঙ্গে উদ্ধার হওয়া মৃতদেহটির কোনও যোগসূত্র রয়েছে কি না, তা খতিয়ে দেখা হচ্ছে। মৃতদেহ শনাক্তকরণের স্বার্থে ফটিকরায় থানার পুলিশের সঙ্গেও যোগাযোগ করা হয়েছে বলে জানা গেছে।

ঘটনাকে কেন্দ্র করে এলাকাবাসীর মধ্যে আতঙ্ক ও কৌতূহল বাড়ছে। তবে এটি হত্যাকাণ্ড, আত্মহত্যা নাকি অন্য কোনও কারণে মৃত্যু হয়েছে, সে বিষয়ে তদন্ত শেষ না হওয়া পর্যন্ত নিশ্চিতভাবে কিছু বলা সম্ভব নয় বলে পুলিশ সূত্রে ইঙ্গিত মিলেছে।

মৃতদেহটি ময়নাতদন্তের জন্য পাঠানো হয়েছে। ময়নাতদন্তের রিপোর্ট এবং তদন্তের অগ্রগতির উপর ভিত্তি করেই মৃত্যুর প্রকৃত কারণ সম্পর্কে স্পষ্ট ধারণা পাওয়া যাবে বলে মনে করছে তদন্তকারী মহল।

রহস্যময় এই মৃত্যুর ঘটনায় কুমারঘাট ও ফটিকরায় এলাকাজুড়ে ব্যাপক চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে।

জ্ঞানশালার তৃতীয় প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী উদযাপন, কৃতি ছাত্র-ছাত্রীদের সংবর্ধনা

উদয়পুর, ৬ জুন: গোমতী জেলার অন্যতম জনপ্রিয় শিক্ষা প্রতিষ্ঠান 'জ্ঞানশালা'-র তৃতীয় প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী শনিবার উদয়পুর বিজ্ঞান কেন্দ্রে বর্ণাঢ্য আয়োজনের মধ্য দিয়ে উদযাপিত হয়। প্রতিষ্ঠানের ছাত্র-ছাত্রী, শিক্ষক-শিক্ষিকা, অভিভাবক এবং বিশিষ্টজনদের উপস্থিতিতে অনুষ্ঠানটি উৎসবমুখর পরিবেশে সম্পন্ন হয়।

অনুষ্ঠানের শুভ সূচনা করেন গোমতী জেলা পরিষদের সভাধিপতি দেবল দেবরায়। এছাড়াও উপস্থিত ছিলেন বিশিষ্ট অবসরপ্রাপ্ত শিক্ষক ড. হরেকৃষ্ণ আচার্য্য, রতন চন্দ, অবসরপ্রাপ্ত প্রধান শিক্ষক পার্থসারথি দাস, অঙ্কন শিক্ষক নন্দদুলাল দেবনাথ, জ্ঞানশালার প্রিন্সিপাল কৃষাণ আচার্য্যসহ অন্যান্য শিক্ষক-শিক্ষিকারা।

প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী উপলক্ষে দিনভর নানা সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। ছাত্র-ছাত্রীরা নৃত্য, সংগীত, আবৃত্তি ও সঞ্চালনার মাধ্যমে নিজেদের প্রতিভার পরিচয় তুলে ধরে। বিশেষ করে কচিকাঁচাদের সাবলীল সঞ্চালনা উপস্থিত দর্শকদের মুগ্ধ করে।

এদিন সম্প্রতি মাধ্যমিক পরীক্ষায় উত্তীর্ণ জ্ঞানশালার কৃতি ছাত্র-ছাত্রীদের সংবর্ধনা প্রদান করা হয়। অতিথিদের হাত থেকে সম্মাননা গ্রহণ করে ছাত্র-ছাত্রীরা তাদের শিক্ষাজীবনে জ্ঞানশালার অবদান ও শিক্ষকদের আন্তরিক সহযোগিতার কথা তুলে ধরে।

অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখতে গিয়ে প্রিন্সিপাল কৃষাণ আচার্য্য জানান, জ্ঞানশালার বহু ছাত্র-ছাত্রী নিজ নিজ বিদ্যালয়ে মেধাতালিকার প্রথম দশে স্থান অর্জন করেছে। তিনি বলেন, সম্প্রতি মাধ্যমিক পরীক্ষায় আমাদের ছাত্র-ছাত্রীরা অত্যন্ত ভালো ফলাফল করেছে। অনেকেই একাধিক বিষয়ে লেটার মার্কস অর্জন করেছে, যা আমাদের জন্য গর্বের বিষয়।

গোমতী জেলা পরিষদের সভাধিপতি দেবল দেবরায় তাঁর বক্তব্যে বলেন, জ্ঞানশালা শুধু একটি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান নয়, এটি শিক্ষার্থীদের মানুষ হিসেবে গড়ে তোলার একটি কেন্দ্র। এখানে অর্থের চেয়ে শিক্ষাকে বেশি গুরুত্ব দেওয়া হয়। মধ্যবিত্ত ও সাধারণ পরিবারের সন্তানরা স্বল্প ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

রাজ্যে পঞ্চায়েতে ৩টি জাতীয় পুরস্কার

আগরতলা, ৬ জুন : রাজ্যের পঞ্চায়েত ব্যবস্থা পুনরায় জাতীয়স্তরে উল্লেখযোগ্য সাফল্য অর্জন করেছে। ন্যাশনাল পঞ্চায়েত অ্যাওয়ার্ডস ২০২৫-এ রাজ্যের তিনটি পঞ্চায়েত প্রতিষ্ঠান মর্যাদাপূর্ণ জাতীয় পুরস্কার লাভকরেছে। জাতীয়স্বরে বিভিন্ন বিভাগে এই সম্মানজনক পুরস্কার রাজ্যের পঞ্চায়েত ব্যবস্থায় নতুন মাত্রা পেয়েছে। আজ সচিবালয়ে এক সাংবাদিক সম্মেলনে পঞ্চায়েতমন্ত্রী কিশোর বর্মন একথা জানান।

সাংবাদিক সম্মেলনে পঞ্চায়েতমন্ত্রী রাজ্যের পঞ্চায়েত ব্যবস্থার উন্নয়নমূলক কর্মকাণ্ড সম্পর্কে জানান, দেশের মধ্যে বিকেন্দ্রীকরণ, সুশাসন, অংশগ্রহণমূলক উন্নয়ন এবং গ্রামীণ পরিকাঠামো শক্তিশালীকরণের ক্ষেত্রে ত্রিপুরা ধারাবাহিকভাবে গুরুত্বপূর্ণ অগ্রগতি অর্জন করে চলেছে। জাতীয় পঞ্চায়েত পুরস্কারে রাজ্যের এই সাফল্য সেই উন্নয়নমূলক কার্যক্রমেরই স্বীকৃতি।

সাংবাদিক সম্মেলনে পঞ্চায়েতমন্ত্রী জানান, 'বেস্ট ডিস্ট্রিক্ট পঞ্চায়েত' বিভাগে সিপাহীজলা জিলা পরিষদ জাতীয় স্তরে প্রথম স্থান অধিকার করেছে। একইসঙ্গে, উনকোটি জেলার কাঞ্চনবাড়ি গ্রাম পঞ্চায়েত 'হেলদি পঞ্চায়েত' বিভাগে প্রথম স্থান অর্জন করেছে এবং পশ্চিম ত্রিপুরা জেলার বেকুছড়া গ্রাম পঞ্চায়েত 'উইমেন ফ্রেন্ডলি পঞ্চায়েত' বিভাগে তৃতীয় স্থান লাভ করেছে। তিনি আরও জানান, এই তিনটি পুরস্কারের মাধ্যমে সংলিপ্ত পঞ্চায়েত প্রতিষ্ঠানগুলি আর্থিক পুরস্কারও অর্জন করেছে। সিপাহীজলা জিলা পরিষদ পেয়েছে ৫ কোটি টাকা, কাঞ্চনবাড়ি গ্রাম পঞ্চায়েত পেয়েছে ১ কোটি টাকা এবং বেকুছড়া গ্রাম পঞ্চায়েত পেয়েছে ২৫ লক্ষ টাকা। এই অর্থ সংশ্লিষ্ট পঞ্চায়েত এলাকাগুলির উন্নয়নমূলক কর্মকাণ্ডকে আরও শক্তিশালী করতে সহায়ক হবে বলে তিনি আশা প্রকাশ করেন।

সাংবাদিক সম্মেলনে পঞ্চায়েতমন্ত্রী জানিয়েছেন, গত বছর ত্রিপুরা সাতটি জাতীয় পঞ্চায়েত পুরস্কার অর্জন করে প্রায় ১০ কোটি টাকার আর্থিক পুরস্কার লাভ করেছিল। এবছরও তিনটি জাতীয় পুরস্কার অর্জনের মাধ্যমে রাজ্য পুনরায় তার সক্ষমতার পরিচয় দিয়েছে। এছাড়াও, ত্রিপুরা রাজ্যের জন্য আরও একটি গর্বের বিষয় হিসেবে পশ্চিম ত্রিপুরা জেলার বিজয়নগর গ্রাম পঞ্চায়েত জাতীয় ই-গভর্ন্যান্স পুরস্কারে 'সিলভার অ্যাওয়ার্ড' অর্জন করেছে। মন্ত্রী বলেন, জাতীয় ই-গভর্ন্যান্স পুরস্কার দেশের অন্যতম মর্যাদাপূর্ণ স্বীকৃতি, যা প্রশাসনে প্রযুক্তির কার্যকর বা জবাবদিহিতা এবং দ্রুত জনপরিষেবা প্রদানের ক্ষেত্রে অসামান্য অবদানের জন্য প্রদা, তিনি জানান, এই সম্মান শুধুমাত্র পঞ্চায়েত ব্যবস্থার সাফল্য নয়, বরং রাজ্যের সামগ্রিক প্রশাসনিক দক্ষতারও জাতীয় স্বীকৃতি।

সাংবাদিক সম্মেলনে পঞ্চায়েতমন্ত্রী বলেন, বর্তমানে পঞ্চায়েত ব্যবস্থার মূল্যায়নের ক্ষেত্রে পঞ্চায়েত অ্যাডভান্সমেন্ট ইনডেক্স (পিএআই) ২.০ একটি গুরুত্বপূর্ণ সূচক হিসেবে বিবেচিত হচ্ছে। এই সূচকের মাধ্যমে গ্রামীণ উন্নয়ন, স্বাস্থ্য, শিক্ষা, পরিবেশ, নারীর ক্ষমতায়ন, জীবিকা উন্নয়ন ও জনপরিষেবা সহ একাধিক ক্ষেত্রে পঞ্চায়েতগুলির কর্মদক্ষতা মূল্যায়ন করা হয়। জাতীয় পঞ্চায়েত পুরস্কার এখন সম্পূর্ণভাবে কর্মক্ষমতা ও তথ্যভিত্তিক মূল্যায়নের উপর নির্ভরশীল বলেও তিনি উল্লেখ করেন।

সাংবাদিক সম্মেলনে পঞ্চায়েতমন্ত্রী জানান, পিএআই-এর দ্বিতীয় পর্যায়ে ত্রিপুরা গোটা দেশের মধ্যে উল্লেখযোগ্য সাফল্য অর্জন করেছে এবং রাজ্যের প্রায় ৮০ শতাংশ পঞ্চায়েত 'ফ্রন্ট রানার' শ্রেণিতে স্থান পেয়েছে। এছাড়াও, পিএআই-এরদ্বিতীয় পর্যায়ে স্কোরের ভিত্তিতে সিপাহীজলা জেলার যুগলকিশোর নগর ভিলেজ কমিটি দেশের মধ্যে প্রথম স্থান অধিকার করেছে। তিনি বলেন, গত কয়েক বছরে জাতীয় পঞ্চায়েত পুরস্কারে ত্রিপুরার ধারাবাহিক সাফল্য রাজ্যের পঞ্চায়েত ব্যবস্থার কার্যকরী ও স্বচ্ছ প্রশাসনিক কাঠামোর প্রতিফলন। রাজ্য সরকার পঞ্চায়েত ব্যবস্থাকে আরও আধুনিক, স্বচ্ছ ও প্রযুক্তিনির্ভর করে তোলার লক্ষ্যে কাজ করে চলেছে। ইতিমধ্যেই ১০৪টি পঞ্চায়েতকে স্মার্ট পঞ্চায়েত হিসেবে গড়ে তোলার উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে।

সাংবাদিক সম্মেলনে পঞ্চায়েতমন্ত্রী এই সাফল্যের জন্য প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী, মুখ্যমন্ত্রী প্রফেসর (ডা.) মানিক সাহা সহ সংশ্লিষ্ট সবাইকে ধণ্যবাদ জানান। তিনি আশা প্রকাশ করেন, ভবিষ্যতেও ত্রিপুরার পঞ্চায়েতগুলি উন্নয়ন, স্বচ্ছতা, প্রযুক্তির ব্যবহার এবং জনপরিষেবা প্রদানের ক্ষেত্রে দেশের সামনে একটি আদর্শ মডেল হিসেবে আত্মপ্রকাশ করবে। সাংবাদিক সম্মেলনে উপস্থিত ছিলেন সিপাহীজলা জিলা পরিষদের সভাধিপতি সুপ্রিয়া দাসদত্ত, কাঞ্চনবাড়ি গ্রাম পঞ্চায়েত প্রধান শেলী ভট্টাচার্য, হেজামারা বিএসি চেয়ারম্যান সুনীল দেববর্মা এবং পঞ্চায়েত দপ্তরের যুগ্ম অধিকর্তা অনুরাগ সেন প্রমুখ।

খোয়াইয়ে এসএফআই-এর উদ্যোগে কৃতি ছাত্র-ছাত্রীদের সংবর্ধনা

আগরতলা, ৬ জুন : ভারতের ছাত্র ফেডারেশন (এসএফআই) খোয়াই বিভাগীয় কমিটির উদ্যোগে শুক্রবার মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষায় কৃতিত্বের সঙ্গে উত্তীর্ণ ছাত্র-ছাত্রীদের সংবর্ধনা প্রদান করা হয়। খোয়াই মহকুমার কৃতি শিক্ষার্থীদের সম্মান জানাতে ত্রিপুরা সরকারি শিক্ষক সমিতির হলঘরে বেলা সাড়ে ১১টায় এই অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়।

অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন এসএফআই ত্রিপুরা রাজ্য সম্পাদকমণ্ডলীর সদস্য দীপাঞ্জন দাস, সংগঠনের রাজ্য সভাপতি প্রীতম শীল, এসএফআই কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য ড. সৌরভ দেব এবং প্রাক্তন ছাত্রনেতা পলাশ ভৌমিকসহ অন্যান্য বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ।

অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখতে গিয়ে ড. সৌরভ দেব বর্তমান সরকারের বিভিন্ন নীতি, যুব সমাজের কর্মসংস্থানের পরিস্থিতি এবং শিক্ষিত যুবকদের ভবিষ্যৎ নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করেন। তিনি শিক্ষার্থীদের সমাজ ও দেশের উন্নয়নে সক্রিয় ভূমিকা পালনের আহ্বান জানান। ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

শ্যাম সুন্দর কোং জুয়েলার্স উপস্থাপন করছে সবুজই সোনা বিশ্ব পরিবেশ দিবস উপলক্ষে একটি বিশেষ উদ্যোগ

আগরতলা, ৬ জুন ।। সামাজিকভাবে দায়বদ্ধ প্রতিষ্ঠান হিসেবে শ্যাম সুন্দর কোং জুয়েলার্স বরাবরই সমাজ ও পরিবেশের কল্যাণে বিভিন্ন উদ্যোগ গ্রহণ করে আসছে।

প্রতি বছর ৫ জুন বিশ্ব পরিবেশ দিবস উপলক্ষে নির্বিচারে বন উজাড়ের ফলে তৈরি ক্ষতি, বিশ্ব উষ্ণায়নের হুমকি এবং পৃথিবীতে জীবনের অস্তিত্বের ওপর নেমে আসা সম্ভাব্য বিপদের বিষয়ে মানুষকে সচেতন করার চেষ্টা করা হয়।

গত কয়েক বছরে তারা The Future of Earth Is In Our Hands" (পৃথিবীর ভবিষ্যৎ আমাদের হাতেই) এবং "Come– let us get to the root cause of global warming and try to undo the damage" (আসুন, বিশ্ব উষ্ণায়নের মূল কারণ খুঁজে বের করে ক্ষতি পূরণের চেষ্টা করি) — এই বার্তাগুলি নিয়ে বিভিন্ন সচেতনতামূলক প্রচারাভিযান পরিচালনা করেছে।

এই উদ্যোগগুলির মধ্যে ছিল বিভিন্ন গণমাধ্যমে সচেতনতা প্রচার এবং বৃক্ষরোপণ কর্মসূচি, যেখানে সাধারণ মানুষের মধ্যে চারা গাছ বিতরণ করা হয়েছিল যাতে তারা সেগুলি নিজেদের বাড়িতে রোপণ করে বড় করে তুলতে পারেন।

শ্যাম সুন্দর কোং জুয়েলার্সের অধিকর্তা রূপক সাহা বলেন, "এ বছর বিশ্ব পরিবেশ দিবস উপলক্ষে আমরা ৫ জুন থেকে ৭ জুন পর্যন্ত তিন দিনের একটি বিশেষ কর্মসূচি 'ওন্ত্রত্রদ্র জ্জন ওদ্রনত্ম' এর আয়োজন করেছি। এই কর্মসূচির মাধ্যমে বিভিন্ন পার্ক ও সবুজ পরিবেশে মানুষের কাছে পৌঁছাতে চাই, যেখানে মানুষ হাঁটতে আসেন এবং গাছের ছায়ায় নির্মল বাতাস উপভোগ করেন। এই ধরনের পরিবেশ আমাদের বার্তাকে আরও কার্যকরভাবে মানুষের কাছে পৌঁছে দিতে সাহায্য করবে।"

তিনি আরও বলেন, "আমাদের এই কর্মসূচির নাম 'ওন্ত্রত্রদ্র জ্জন ওদ্রনত্ম', কারণ পৃথিবীর সবুজ আবরণ সত্যিই সোনার মতো মূল্যবান। এই উপলক্ষে ব্যাপকভাবে চারা গাছ বিতরণের মূল উদ্দেশ্য হলো পরিবেশ রক্ষার প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে মানুষের মধ্যে সচেতনতা বৃদ্ধি করা এবং সবাইকে এই গুরুত্বপূর্ণ কাজে অংশগ্রহণে উৎসাহিত করা।"

স্বত্বাধিকারী, প্রকাশক ও মুদ্রক সন্দীপ বিশ্বাস কর্তৃক রেণবো প্রিন্টিং ওয়ার্কস, আগরতলা থেকে মুদ্রিত ও জাগরণ কার্যালয় এল. এন. বাড়ী রোড, আগরতলা, ত্রিপুরা থেকে প্রকাশিত। সম্পাদক - সন্দীপ বিশ্বাস।
Printed by the Owner, Publisher and Printer Sandeep Biswas from Rainbow Printing Works, Agartala and Published from Jagaran Office, L.N. Bari Road. Agartala, Tripura. Editor- Sandeep Biswas

8th-6th page -2022 darpan print.pmd 2 07-06-2026, 00:57